উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮২,০৫৫.১১ (+১৫৮.৩২)
নিফটি : ২৫,০৪৪.৩৫ (+৭২.৪৫)

বিদেশিনীকে ধর্ষণ
রাজস্থানের উদয়পুরে এক ফরাসি মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ। এক ক্যাফে পার্টিতে পরিচয়ের পর অভিযুক্ত তাঁকে 'শহর ঘুরিয়ে দেখানোর' নাম করে একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। ▸▸ ৭

আজ মহাকাশে পাড়ি শুভাংশুর
সাতবার উড়ানের তারিখ পিছিয়ে যাওয়ার পর অবশেষে নাসা ঘোষণা করেছে, ভারতীয় গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা বুধবার মহাকাশে পাড়ি দিতে পারেন তাঁর তিন সঙ্গী নভশ্চরকে নিয়ে। ▸▸ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৪°	৩৪°	৩৪°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৬°	২৭°	২৫°

ডাকেটের ব্যাটে দুরন্ত ইংল্যান্ড ▸▸ ১২

১০ আষাঢ় ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 25 June 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 38

বছরে একটি ডাকাতিই লক্ষ্য

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : ঠিক যেন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ। ঠিকমতো কোনও সংস্থা চালাতে দেশের তাবড় প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজমেন্টের দারুণ সমস্ত কোর্স করানো হয়। শিলিগুড়ির ডাকাতির ঘটনাতেও যেন এমনই কোর্সের ছোঁয়া। এই ডাকাতিতে ধরা পড়া দুই দুষ্কৃতী, সাফিক খান ও মহম্মদ সামশাদকে জেরা করে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, দলটি বছরে একটি মাত্র 'সফল অপারেশন'-এ বিশ্বাসী। আর তাতেই দলের সদস্যদের এক-একজনের প্রতি বছরে গড়ে ১০ লক্ষ টাকা আরামে 'রোজগার' হয়ে যায়। টাকাটা মাসের হিসেবে ভাগ করলে আজকালকার চাকরির

বাজারে 'যথেষ্টই ঈর্ষণীয়'। তদন্তে চমকে দেওয়া এমন আরও তথ্যই জানা যাচ্ছে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের কথায়, 'যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর পেতে আমরা গোটা ঘটনার পুনর্নির্মাণ করছি। বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে তদন্তে মেলা সমস্ত তথ্য যাচাই করে দেখা হচ্ছে। তদন্তে এই ডাকাতির ঘটনায় দেশের চারটি জায়গার যুক্ত থাকার বিষয়ে জানা গিয়েছে। আমাদের তদন্তকারী টিম সেই সমস্ত জায়গায় গিয়ে দুষ্কৃতীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।' এরপর দশের পাতায়

যুদ্ধবিরতি নাটক

ইরানি মিসাইলে বহুতল যেন ধ্বংসস্তূপ। দেহের খোঁজে নেমেছে ইজরায়েলি সেনা। বীরশেবায় মঙ্গলবার।

কৃতিত্বে চোনা, খেপে লাল ট্রাম্প

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ২৪ জুন : যুদ্ধবিরতি কিন্তু যুদ্ধবিরতি নয়। এ যেন সুকুমার রায়ের কবিতার 'হাঁসজারু।' প্রবল পরাক্রম ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে থেকে গেল। না মানল ইজরায়েল, না মানল ইরান। মঙ্গলবার ভোররাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঘটা করে ইজরায়েল-ইরানের সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। যেমন করেছিলেন ভারত-পাকিস্তানের ক্ষেত্রে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। ঘোষণা করে ট্রাম্প ঘুমোতে গিয়েছিলেন। তিনি ঘুমিয়ে থাকার সময়ই দক্ষিণ ইজরায়েলে আছড়ে পড়ল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র। পালটা

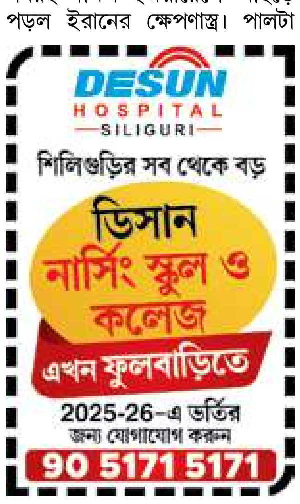

তেহরানে একটি রাডারকেন্দ্র গুঁড়িয়ে দিল ইহুদি সেনাবাহিনী। ঘুম ভেঙে রাগে-ক্ষোভে, হতাশায় প্রায় চুল ছেঁড়ার দশা মার্কিন প্রেসিডেন্টের। তাঁর কথায়, 'দু'পক্ষই সংঘর্ষ বিরতির শর্ত ভেঙেছে। ইজরায়েলের পদক্ষেপ আমার ভালো লাগেনি। ইরানের ভূমিকাতেও খুশি নই।'

যদিও ভাঙলেও মচকান না

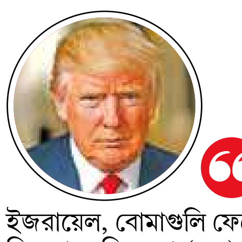

> ইজরায়েল, বোমাগুলি ফেলে দিও না। যদি করো (যুদ্ধ), তাহলে এটা বড় ধরনের উল্লঙ্ঘন হবে। এখনই তোমার পাইলটদের ফিরিয়ে নিয়ে এসো!
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

তিনি। তাঁর নাম ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমি নিশ্চিত নই যে ওরা ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করেছে। দেখছি, এসব বন্ধ করতে পারি কি না। তবে সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর রয়েছে।'

পরে ট্রুথ সোশ্যালে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর উদ্দেশে তিনি বার্তা দেন, 'ইজরায়েল, বোমাগুলি ফেলে দিও না। যদি করো (যুদ্ধ), তাহলে এটা বড় ধরনের উলঙ্ঘন হবে। এখনই তোমার পাইলটদের ফিরিয়ে নিয়ে এসো!'

কিছুক্ষণ বাদে আরও একটি পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, 'ইরানে হামলা চালাবে না ইজরায়েল। সব বিমান বাড়ি ফিরে যাবে।' ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে অবশ্য প্রথমে সায় দিয়েছিল তেল আভিভ। ইজরায়েল বিবৃতি দিয়ে জানায়, 'ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাব মেনে ইজরায়েল যুদ্ধবিরতিতে রাজি হচ্ছে।' প্রাথমিকভাবে ইরান অবশ্য যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।

তবে পরে তেহরান জানিয়ে দেয়, ইজরায়েল আর হামলা না চালালে ইরান আর আক্রমণ করবে না। বিবৃতিতে তেহরান বলে, 'ইহুদি ভাবনার শত্রু ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' নেতানিয়াহু নাকি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সাফাই দেন, এরপর দশের পাতায়

বিধানসভায় প্রতিবাদ মুখ্যমন্ত্রীর

রাজস্থানে বাঙালি হেনস্তা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও রণবীর দেব অধিকারী

রাজস্থানে আটক ইটাহারের শ্রমিকরা।

কলকাতা ও ইটাহার, ২৪ জুন : মহারাষ্ট্রের পর রাজস্থানে বাঙালিদের হেনস্তা। শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে হয়রানির শিকার একদল বাঙালি। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পশ্চিমবঙ্গের কিছু বাসিন্দাকে পাকড়াও করে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। বিএসএফ তাঁদের বাংলাদেশের সীমানায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল জোর করে। মঙ্গলবার রাজস্থানেও কয়েক ঘণ্টা বিভীষিকা হয়ে থাকল প্রায় ২৫০ জন বাঙালির জীবনে।

ওই বাঙালিরা কেউ বাংলাদেশি নন। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকের বাসিন্দা। বাংলাদেশি সন্দেহে কর্মস্থল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটি হলঘরে কয়েক ঘণ্টা আটকে রেখে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে রাজস্থান পুলিশ। ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেনের কাছে ওই খবর পেয়ে মঙ্গলবার ক্রুদ্ধ হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি তখন বিধানসভায়। পরে তিনি নিজেই বিধানসভায় বিষয়টি তোলেন। ভাষণের সময় তিনি বলেন, 'বাঙালিরা এদের শত্রু। তাই বাংলা ভাষায় কথা বললেই তাঁদের বাংলাদেশি বলে দেওয়া হচ্ছে। বাংলা ভাষায় কথা বলা কি অপরাধ?' অধিবেশনের শেষে সাংবাদিকদের মমতা বলেন, 'তাহলে বাংলা ভাষা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোক। বলে

আতঙ্কের একদিন

- হেনস্তা করা হয়েছে উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের প্রায় ২৫০ শ্রমিককে
- তাঁরা রাজস্থানের আলওয়ারা বাইপাস জেলার ফুলবাগে কর্মরত
- কর্মস্থল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাজস্থান পুলিশ তাঁদের আটকে রাখে দীর্ঘক্ষণ
- জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, পরিচয়পত্র দেখা হয়
- দুই রাজ্যের মুখ্যসচিব পর্যায়ে কথার পর রেহাই পান বাংলার বাসিন্দারা

দেওয়া হোক, বাংলা ভাষায় কথা বলা অপরাধ। রাজস্থানে যাঁরা আটক হয়ে রয়েছেন, তাঁরা কেউ বাংলাদেশি নন। তাঁরা ইটাহারের বাসিন্দা। ইটাহার কি ভারতের বাইরে? তাঁরা কি ভারতের নাগরিক নন?'

ইটাহার থানার মারনাই অঞ্চলের খিসাহার ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের ওই বাসিন্দারা রাজস্থানের আলওয়ার বাইপাস জেলার ফুলবাগ থানা এলাকায় কাজ করেন। মোজাহার শেখ নামে খিসাহার গ্রামের এক শ্রমিক ফোনে জানান, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার ভোর ৫টা নাগাদ তাঁরা ফুলবাগের একটি সোসাইটিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে পুরুষরা কেউ ড্রাইভিং, কেউ গাড়ি সাফাইয়ের কাজ করেন। মহিলারা রান্না বা পরিচারিকার কাজ করেন। সকাল ৬টা নাগাদ হঠাৎ একদল পুলিশ এসে তাঁদের গাড়িতে তুলে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে নিয়ে গিয়ে চড়া রোদে একটি মাঠে আটকে রাখে।

পরে একটি হলঘরে তাঁদের ঢুকিয়ে আটকে রাখা হয়। এরপর দশের পাতায়

শিক্ষকতার পেশা ত্যাগ করতে হওয়ায় যন্ত্রণা ওঁদের

পুরোনো চাকরিতে ফিরতে চেয়ে নথি

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৪ জুন : চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা চাইলে তাঁদের পুরোনো পেশায় ফিরে যেতে পারবেন। কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্ট এমনই রায় দিয়েছিল। আদালতের সেই রায় মেনে নিয়ে পুরোনো পেশায় ফিরে যেতে কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তরে হিড়িক পড়ল। মঙ্গলবার বিকালে ডিআই অফিসের দোতলায় গিয়ে দেখা যায়, আবেদনপত্র জমা দিতে সেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভিড় উপচে পড়েছে। এদিন শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা আবেদন জমা দেন। কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডল বলেন,

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) দপ্তরে নথি দিচ্ছেন চাকরিহারারা।

'পুরোনো পেশাতে ফিরে যেতে এদিন বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা তাঁদের আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন।' জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তরের তরফে বৃহস্পতিবার এই সমস্ত আবেদনপত্র কলকাতায় জমা দেওয়া হবে।

মঙ্গলবার ডিআই অফিসে গিয়ে দেখা যায়, বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা আবেদনপত্র পূরণ করতে ব্যস্ত। আবার অনেকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আবেদনপত্র জমা দিচ্ছেন। কথোপকথনে বহু গল্পই উঠে এল। মাথাভাঙ্গার সাতগ্রাম কুর্শামারি হাইস্কুলের শিক্ষক সুদীপ্ত সাহু বললেন, 'বাকুঁড়া জেলায় বাড়ি। আমি আগে পুরুলিয়ার মানবাজার ব্লকে বিসিডব্লিউতে ইনস্পেকটর ছিলাম। শিক্ষকতা ভালোবাসি। তাই আগের পেশা ছেড়ে এই কাজে যোগ দিই। কিন্তু এখানে যে এই পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে তা কখনোই ভাবতে পারিনি।' সিতাই হাইস্কুলের ইংরেজির শিক্ষক কমলেন্দু বর্মন বলেন, 'আগে কোচবিহারের হেড পোস্ট অফিসে চাকরি করতাম। কিন্তু শিক্ষকতার টানে এই পেশাতে আসি। এখন আবার পুরোনো পেশাতে যাবার জন্য আবেদনপত্র জমা দিচ্ছি। এছাড়া তো কোনও উপায় নেই। কারণ সংসার তো চালাতে হবে।'

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সম্প্রতি রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী চাকরিহারা হয়েছেন। এর মধ্যে কোচবিহার জেলায় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী মিলিয়ে মোট ৬৭৮ জন রয়েছেন। চাকরিহারাদের মধ্যে দুই শতাধিক শিক্ষাকর্মী রয়েছেন। বাকিরা শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। পরে সুপ্রিম কোর্টের নতুন রায় অনুযায়ী এর মধ্যে নন-টেন্ডেন্ট অর্থাৎ যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলগুলিতে চাকরি করতে পারবেন এবং তাঁরা বেতনও পাবেন। কোচবিহারের সেই তালিকায় ৩৯৪ জন যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম রয়েছে। এঁদের একটা বড় অংশই পুরোনো চাকরিতে ফিরে যেতে চাইছেন। এরপর দশের পাতায়

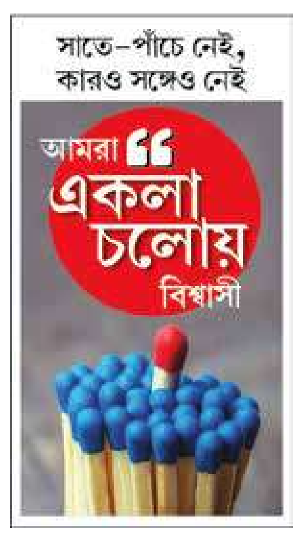

এডিশন স্পেশাল

বন্যা নিয়ে মমতার নিশানায় কেন্দ্র

▸▸ পাঁচের পাতায়

চর্চা কোচবিহারে

উদয়নের হুমকি, পদ্মের কর্মসূচি বাতিল

শিবশংকর সূত্রধর ও প্রসেনজিৎ সাহা

কোচবিহার ও দিনহাটা, ২৪ জুন : উদয়ন গুহর হুমকির পরই দিনহাটায় তিরঙ্গা যাত্রা কর্মসূচি বাতিল করল বিজেপি। হুমকিতে দলীয় কর্মসূচি থেকে পিছিয়ে আসায় ক্ষুব্ধ বিজেপির বহু নেতা-কর্মীরা। তাহলে কি উদয়নের ভয়েই কর্মসূচি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে? দলের অন্দরে এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তাঁরা বলছেন, মন্ত্রীর হুমকির পর যদি দলের কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে দল কাকে ভরসা করবে?

যদিও প্রকাশ্যে বিজেপি মন্ত্রীর হুমকিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তারা দাবি করেছে ভয়ে নয়, পরবর্তীতে ওই কর্মসূচি করা হবে। বিজেপির কর্মসূচি বাতিল হলেও উদয়ন যে 'ঘূর্ণিঝড়' তোলার কথা বলেছিলেন তা এদিন তিনি শুরু করেছেন। দিনহাটার নানা জায়গায় এদিন বাইক মিছিল হয়েছে। সেখান থেকে বিজেপিকে ফের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। বিজেপি কর্মসূচি থেকে পিছিয়ে আসায় জেলায় তারা কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়ল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। শুধু তাই নয়, দিনহাটার কর্মসূচি বাতিলের কারণ নিয়েও দলের অন্দরে দ্বিমত দেখা গিয়েছে। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলছেন, 'প্রশাসন আমাদের কর্মসূচির জন্য অনুমতি দেয়নি। সেজন্য তিরঙ্গা যাত্রা করা যায়নি। পরবর্তীতে এই কর্মসূচি করা হবে।' জেলা সভাপতি যখন দাবি করছেন যে প্রশাসন তাদের অনুমতি দেয়নি তখন দিনহাটার বিজেপি নেতা তথা জেলা সম্পাদক অজয় রায় বলেছেন, 'দলীয় নেতৃত্বের স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠক ও প্রশাসনের অনুমতি পেতে দেরি হওয়ার কারণেই কর্মসূচি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।' প্রশাসন ইচ্ছে করেই একেবারে শেষ মুহূর্তে অনুমতি দেওয়াতেই আর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যায়নি বলে অজয়ের দাবি। এর পিছনেও মন্ত্রীর

বিজেপির দাবি

- দলীয় কর্মসূচি থেকে পিছিয়ে আসায় ক্ষুব্ধ বিজেপির বহু নেতা-কর্মীরা
- বিজেপির দাবি, ভয়ে নয়, পরবর্তীতে ওই কর্মসূচি করা হবে
- প্রশাসন শেষমুহূর্তে অনুমতি দেওয়াতেই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যায়নি বলে পদ্ম শিবিরের দাবি
- এর পিছনেও মন্ত্রীর কলকাঠি নাড়ার অভিযোগ উঠছে

কলকাঠি নাড়ার অভিযোগ উঠেছে। উদয়নের অনুগামীরা অবশ্য দাবি করেছে, উদয়নের ভয়েই বিজেপি কর্মসূচি থেকে দূরে থাকছে।

বিজেপি তাদের কর্মসূচি থেকে পিছিয়ে গেলেও মঙ্গলবার দিনহাটা বিধানসভার বিভিন্ন অঞ্চলে বাইক মিছিলের ডাক দেন উদয়ন। এরপর দশের পাতায়

কালীগঞ্জের মৃত্যুতে নীরব মমতা

অরূপ দত্ত ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৪ জুন : কালীগঞ্জে তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় নাবালিকার মৃত্যুর পর সমাজমাধ্যমে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু ওই ঘটনার ২৪ ঘণ্টার পর বিধানসভার অধিবেশনে ভাষণ দিলেও ওই প্রসঙ্গে রা কাড়লেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কড়া পদক্ষেপ করার জন্য তাঁর সোমবারের নির্দেশের জেরে ইতিমধ্যে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

কিন্তু বিধানসভার অধিবেশনে ওই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করেছে বিজেপি। যদিও আইনশৃঙ্খলার এত বড় বিষয় হাতে পেয়েও বিজেপি কাজে লাগাতে পারল না বলে কটাক্ষ করেছে সিপিএম। মঙ্গলবার কালীগঞ্জে ফিরেছে ১৩ বছরের তামান্না খাতুনের প্লাস্টিকে মোড়া দেহ। তার মৃত্যুর জন্য পুলিশ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করলেও পুলিশ নয়, সিবিআই তদন্ত দাবি করছেন তামান্নার মা-বাবা।

ওড়িশা থেকে ফিরে এদিন নাবালিকার বাবা হোসেন শেখ বলেন, 'পুলিশের প্রতি আমার ভরসা নেই। আমি দোষীদের শাস্তি চাই। প্রয়োজনে সবকিছু বিসর্জন দিতে আমি রাজি।' নাবালিকার মা সাবিনার দাবি, 'আমার মেয়েকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। তৃণমূলকে ভোট দিই না বলে বাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।'

আদর শেখ, মানোয়ার শেখ, কালু শেখ ও আনোয়ার শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চার বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড করায় মঙ্গলবার বিধানসভার অধিবেশন বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিজেপি। সেই কারণে বিধানসভায় এলেও মঙ্গলবার অধিবেশনে যোগ দেয়নি বিজেপি। বিধানসভায় আসেননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

ফলে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীকে হাতের নাগালে পেয়েও কালীগঞ্জ ও রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে সোচ্চার হতে পারল না বিজেপি। বিধানসভায় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ সাফাই দেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সোমবার বিধানসভায় আসার দিন।

৪ জন গ্রেপ্তার, সিবিআই তদন্ত দাবি পরিবারের

কান্নায় ভেঙে পড়েছে তামান্নার পরিবার।

আমরা তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। আজ যে আমরা বিধানসভার বাইরে থাকব, সেটা জেনে বিরোধীশূন্য বিধানসভায় ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর থেকেই প্রমাণ হয়, বিরোধী দলনেতার মুখোমুখি হতে ভয় পান মুখ্যমন্ত্রী।'

তাঁর কথায়, 'নিজের পাপের মুখোমুখি হওয়ার সাহস দেখাতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী। মায়ের আর্তনাদ তাঁর কানে পৌঁছোয়নি।' যদিও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিজেপি সব সময় বলে, বিরোধীদের বলতে দেওয়া হয় না। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বিবৃতি দেন না। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় এলে তাঁরা বিধানসভায় এসেও অধিবেশনে যোগ না দিয়ে বসে থাকেন।'

অন্যদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের অভিযোগ, 'পুলিশ একটি নির্দিষ্ট দলের ইচ্ছায় পরিচালিত হচ্ছে।' সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দলের ছাত্র-যুব সংগঠন সোমবার রাতেই কালীগঞ্জে থানা ঘেরাও করে। মঙ্গলবার সিপিএম নেতা মহম্মদ সাদির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল পুলিশ সুপারের কাছে এই ঘটনার দ্রুত তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি দাবি করে স্মারকলিপি দিয়েছে।

বিজেপির জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাসও দ্রুত তদন্ত দাবি করেছেন। ঘটনার পর গ্রামে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। পুলিশ সুপারের কাছে চিঠি পাঠিয়ে রিপোর্ট তলব করেছে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন। কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস জানিয়েছেন, দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

জাতীয় মহিলা কমিশনও ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট তলব করেছে পুলিশের কাছে। বিজয় মিছিলের সময় যথেষ্ট পুলিশি নিরাপত্তা ও পুলিশের গোয়েন্দা শাখার কাছে অশান্তির আগাম খবর ছিল কি না, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে।

Wanted Teacher & Staffs

1. Math Teacher:- Qualification- B.SC B.ED should fluency in English & Hindi is a must.

Apply with C.V Along with copies of Testimonials and passport size photograph within 7 days. to:-

The Principal, Hindi Balika Vidyapith
S.P Mukherjee Road, Khalpara, Siliguri- 734005

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
পিএম শ্রী স্কুল
জওহর নবোদয় বিদ্যালয়,
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ (VI) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য বিনামূল্যে ফর্ম ফিলাপ শুরু হয়েছে।
আবেদনের শেষ তারিখ - ২৯শে জুলাই ২০২৫
JNVST প্রবেশিকা পরীক্ষার তারিখ - ১৩ই ডিসেম্বর ২০২৫
বর্তমান শিক্ষাবর্ষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সরকারি/সরকার স্বীকৃত/সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে পাঠরত এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীরা JNVST প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে। আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারি/সরকার স্বীকৃত/সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে পড়াশোনা করতে হবে।
ছাত্র/ছাত্রীর বয়সসীমা হতে হবে - ১লা মে ২০১৪ থেকে ৩১শে জুলাই ২০১৬
ভর্তির ক্ষেত্রে SC, ST ও দিব্যাঙ্গজন (PWD) ছাত্র-ছাত্রীরা প্রযোজ্য সংরক্ষণের সুবিধে পাবে।
OBC র ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তালিকাভুক্ত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সংরক্ষণের সুবিধে পাবে।
সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ করুন নীচের দেওয়া লিংকে -
https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs/Index/Registration
হেল্পডেস্ক নম্বর - 9002152916 / 9126824411

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
পি এম শ্রী স্কুল
জওহর নবোদয় বিদ্যালয়
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে নবম (IX) ও একাদশ (XI) শ্রেণীর (বিজ্ঞান এবং কলা বিভাগ) খালি সীটের ভর্তির জন্য বিনামূল্যে ফর্ম ফিলাপ শুরু হয়েছে।
আবেদনের শেষ তারিখ- ১১ই জুলাই ২০২৫ (দুপুর ২টো পর্যন্ত)
LEST প্রবেশিকা পরীক্ষার তারিখ -১২ই জুলাই ২০২৫ (সকাল ৯টায় বিদ্যালয়ে reporting)
বর্তমান শিক্ষাবর্ষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সরকারি/ সরকার স্বীকৃত/ সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে নবম/ একাদশ শ্রেণীতে পাঠরত এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীরা LEST প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে।
বয়স হতে হবে : নবম শ্রেণীর জন্য - ০১.০৫.২০১০ থেকে ৩১.০৭.২০১২
একাদশ শ্রেণীর জন্য - ০১.০৬.২০০৮ থেকে ৩১.০৭.২০১০
ভর্তির ক্ষেত্রে SC, ST ও দিব্যাঙ্গজন (PWD) ছাত্রছাত্রীরা প্রযোজ্য সংরক্ষণের সুবিধে পাবে।
OBC-র ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তালিকাভুক্ত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা সংরক্ষণের সুবিধা পাবে।
সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অফলাইনে ভর্তির ফর্ম ফিলাপের জন্য কার্যদিবসে সকাল ১০টা হতে বিকেল ০৫টা অবধি বিদ্যালয় অফিসে যোগাযোগ করুন।
হেল্পডেস্ক নম্বর - 9002152916/9126824411

বাবার হাতে ছেলে খুন

বরুণকুমার মজুমদার

ডালখোলা, ২৪ জুন : বাবার হাতে ছেলেকে খুন হতে হল। করণদিঘি বিধানসভার ডালখোলা থানার বেগুয়ার টেনাগাছিতে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম দয়াল সিংহ (৪৫)। দয়ালের বাবা ঝাপটিয়া সিংহকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

দয়াল নেপালে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। পরিবারে স্ত্রী ছাড়া ছেলে ও মেয়ে রয়েছে। মেয়ে দ্বাদশ ও ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া। স্ত্রী বাড়ির কাজ সামলান। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দয়াল মঙ্গলবার সকালে নেপাল থেকে বেগুয়ার বাড়িতে ফেরেন। তারপরে স্ত্রী সারথিকে নিয়ে মাঠে কাজ করতে যান। মাঠেই খবর পান তাঁর ছেলেকে

আহত দয়ালকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে।

ভাই রাজকিশোর মারধর করেছে। বাড়িতে ফিরে রাজকিশোরের সঙ্গে সারথির বচসা বাঁধে। দয়ালের বাবা ঝাপটিয়াও ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন। কেন তাঁর ছেলেকে মারধর করা হয়েছে বলে সারথি রাজকিশোর ও ঝাপটিয়ার কাছে জানতে চান। দু'পক্ষের মধ্যে বচসা চরমে ওঠে। রাজকিশোর আচমকাই ধারালো অস্ত্র নিয়ে সারথিকে এলোপাতাড়িভাবে কোপাতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। স্ত্রীকে বাঁচাতে দয়াল ছুটে আসেন। তিনি বাবার দিকেও তেড়ে যান।

তখনই কাছে থাকা কোদাল দিয়ে ঝাপটিয়া ছেলেকে আঘাত করেন বলে অভিযোগ। দয়াল সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত দয়াল ও সারথিকে করণদিঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। এরপর দুজনকেই রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রায়গঞ্জ যাওয়ার পথেই দয়ালের মৃত্যু হয়। সারথি বর্তমানে বিপন্মুক্ত বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছে। সামান্য বিবাদ থেকে যে এমন একটা ঘটনা ঘটে যেতে পারে তা কেউ ভাবতেই পারছেন না। বাজারগাঁও ১ তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি নুরুল ইসলাম বললেন, 'খবর পেয়ে আমরা ওই বাড়িতে যাই। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দেখছে।'

আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রে হরিণ। ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

চাঁদা তুলে রাস্তা মেরামত

করণদিঘি, ২৪ জুন : তৃণমূলের হেরে যাওয়া বুথে পঞ্চায়েতের তরফে কাজ না করার অভিযোগ উঠল করণদিঘি ব্লকের গোপলা গ্রামে। স্থানীয়দের দাবি, গ্রামের রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল, বহুবার পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে মঙ্গলবার নিজেরাই চাঁদা তুলে রাস্তা সংস্কারের কাজে নেমে পড়েন এলাকার মানুষ।

সোমবার দুপুর থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত রাস্তার কাজ হয়। বর্তমানে সেখানে ইটের রাবিশ ও মাটি বিছিয়ে সমান করার কাজ চলছে। স্থানীয় বাসিন্দা মহসিন আজম, মহম্মদ শাহাবুদ্দিনরা জানিয়েছেন, গ্রামের সকলের থেকে অর্থ তুলে রাস্তার কাজ হচ্ছে। গ্রামের পুরুষদের পাশাপাশি ওই কাজে হাত লাগিয়েছেন বিবি আলেক জান, আদব বানুর মতো মহিলারাও।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য কংগ্রেসের মুজিবুর রহমান বলেন, 'তৃণমূল এখানে জিততে পারেনি। সেই রাগে পরিষেবা দিচ্ছে না বাসিন্দাদের। রাস্তা সংস্কার করছে না। এই ঘটনা থেকে ওদের শিক্ষা হওয়া উচিত।'

যদিও রসাখোয়া-১ পঞ্চায়েতের প্রধান সোনা মুর্মু অবশ্য অভিযোগের কিছুই মানতে চাননি।

আলিপুরদুয়ারে এবার বিদেশি পড়ুয়া

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুন : আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার সুযোগ পাবেন বিদেশি পড়ুয়ারাও। তাঁদের ভর্তি নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল সেল। এই সেল এখন বিদেশি পড়ুয়াদের ভর্তির বিষয়টি দেখছে। এতে উপকৃত হবেন আলিপুরদুয়ার সংলগ্ন ভুটান, নেপাল সহ বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা।

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সরিৎকুমার চৌধুরী বলেন, 'বিদেশি পড়ুয়াদের ভর্তির জন্য ইউজিসির একটি নির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। আমরা ওই গাইডলাইন মেনে একটি ইন্টারন্যাশনাল সেল খুলেছি। সেই সেল এখন বিদেশি পড়ুয়াদের ভর্তির বিষয়টি দেখছে। আমরা আশাবাদী, স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি এবার বিদেশি পড়ুয়ারাও এখানে পড়তে আসবেন।'

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিদেশি পড়ুয়াদের ভর্তির ক্ষেত্রে ইউজিসির কিছু গাইডলাইন রয়েছে। তাতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনলাইনে ভর্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের 'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' পোর্টালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম থাকতে হবে। বিদেশিরা এই পোর্টাল দেখেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করবেন। বর্তমানে রাজ্যের কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য অভিন্ন পোর্টাল চালু হয়েছে। কিন্তু সেখানে 'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' পোর্টালের উল্লেখ নেই। তাই বিদেশি পড়ুয়ারা ভর্তি হতে চাইলেও তা করতে পারছেন না।

> **নয়া পদক্ষেপ**
> - ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ইন্টারন্যাশনাল সেল তৈরি হয়েছে
> - সেলটি পড়ুয়াদের ভর্তি সংক্রান্ত দিকগুলো দেখছে
> - এই পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন জানাতে পারবেন বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা

এই জায়গায় দাঁড়িয়েই উদ্যোগী হয়েছে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল সেল খোলা হয়েছে। এই সেলটি 'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' পোর্টাল নিয়ে কাজ শুরু করেছে। এই পোর্টালের মাধ্যমে নিজেদের পছন্দের একাধিক কোর্স বা প্রতিষ্ঠানে আবেদন জানাতে পারবেন বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা। একটি পোর্টালে ঢুকেই রেজিস্ট্রেশন, ভিসা অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে কোর্স বাছাই এবং প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রস্তাবপত্র পাবেন তাঁরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন উদ্যোগে খুশি জেলার বিভিন্ন কলেজের প্রধানরাও।

আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, 'এবছরই বাংলাদেশের এক ছাত্রী ভর্তির জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু ইউজিসি গাইডলাইন অনুযায়ী আমাদের যে মান থাকা দরকার, তা নেই। তাই ওই ছাত্রীকে ভর্তি নেওয়া সম্ভব হয়নি।'

হরিণচওড়ায় তৈরি হচ্ছে মহরমের তাজিয়া

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৪ জুন : রাজ আমলের রীতি মেনে হরিণচওড়ায় তৈরি হচ্ছে মহরমের তাজিয়া। প্রতিবারের মতো এবারও ইদের দিন থেকে নিরামিষ খেয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের তাজিয়া তৈরি করছেন হরিণচওড়ার বাসিন্দা এসরাব আলি। বংশপরম্পরায় এই তাজিয়া তৈরি করে আসছেন তিনি। রাজ আমল থেকে এই তাজিয়া নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করে আসছে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড।

এসরাবের সঙ্গে কথা বলে জানা

মায়ের সঙ্গে তাজিয়া বানাতে ব্যস্ত শিল্পী। ছবি : জয়দেব দাস

গেল, তিনি বাবা আকবর আলি এবং ঠাকুরদার থেকে তাজিয়া নির্মাণের কাজ শিখেছিলেন। এরপর ১৭ বছর ধরে তিনিই মহরমের এই তাজিয়া তৈরি করছেন। এক মাস নিরামিষ খেয়ে মা এবং স্ত্রীর সহযোগিতায় এই তাজিয়া তৈরি করছেন। এসরাব বলেন, 'এই তাজিয়া নির্মাণের জন্য দেবত্রর তরফে মাত্র ১২ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। ভাতা বাড়ানোর বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার কর্তৃপক্ষ এবং জেলা শাসককে জানিয়েও লাভ হয়নি। তবে নিয়ম মেনে বংশপরম্পরায় আমি এই কাজ এখনও করে আসছি।' বিষয়টি নিয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সচিব পবিত্রা লামাকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন না তোলায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি।

সংহতি এবং সম্প্রীতির অনন্য নির্দশন মহরমের এই তাজিয়া। কোচবিহারের হরিণচওড়ার মহরম মাঠ সংলগ্ন ঘরে বসে এদিন বাঁশের কাজ করতে দেখা গেল এসরাবকে। এরপর বাঁশের কাঠামোয় কাগজ লাগিয়ে তাজিয়া নির্মাণ করা হবে বলে জানালেন তিনি।

E-tenders are invited for :
1) 1 (One) no. vehicle hired on monthly rate contract basis for the District Program Management U (DPMU), Office of the Member Secretary, DH&FWS, & The CMOH, Kalimpong (1st Call) (Last Date : 01.07.2025) within 03:30 PM.
2) Temporary and Contractual Engagement of 06 (Six) Security Guards (1st call) (Last date : 09-07-2025) within 05:00 PM.
For details visit : www.wbtenders.gov.in
The CMOH Office, Kalimpong
Email : cmohkalimpong1@gmail.com
Sd/-
CMOH & member Secretary,
DH & FW Samity, Kalimpong

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)
Online and offline tenders are being invited from reputed agencies for supplying (a) Equipment (b) Laboratory Chemical, Glass-Plastic Ware, Filter Paper, consumable etc. on annual rate contract and (c) Expression of Interest (EOI) for swiping cleaning and maintenance of boys' & girls' hostel. For details please visit www.wbtenders.gov.in and www.ubkv.ac.in
Registrar (Actg.)

যোগাযোগের ব্যাকবোনের জন্য ৪×৪৮ ফাইবার ওএফসি-এর ব্যবস্থা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২০, তারিখ: ২০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: অনুমোদিত কবচ অঞ্চলের অন্তর্গত এইচডব্লিউএন৬ সেকশনের অন্তর্গত কাটিহার ডিভিশনের আলুয়াবাড়ি রোড (এইউবি)-শিলিগুড়ি জংশন (এসজিইউজে) (৭৭ আরকেএম) সেকশনে যোগাযোগের ব্যাকবোনের জন্য ৪×৪৮ ফাইবার ওএফসি-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৬,১৪,০৩,০৪৫.৯৮ টাকা, বায়নার অর্থ: ৪,৫৭,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ১৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রাঁধুনি এবং বেয়ারার আউটসোর্সিং
টেন্ডার নং. সি-এনএফআর-এইচকিউ-এসপিএলসিএটিজি-২-২০২৫ তারিখ: ২০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: ০১ (এক) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বিশেষ ক্যাটারিং সেবার ব্যবস্থা করার হেতু এসিও/এইচকিউ/মালিগাওঁএর অধীনে ০৪ (চার) জন রাঁধুনি এবং ১২ (বারো) জন বেয়ারার জন্যে আউটসোর্সিং। টেন্ডার রাশি: ৪৩,৭৭,০২৪/- টাকা। বায়না রাশি: ৮৭,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
মুখ্য বাণিজ্যিক প্রবন্ধক/পিএম এণ্ড পিএস, মালিগাওঁ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ত্যাজ্য কন্যা
আমি সোমা দে সরকার EM কোর্টে Affidavit বলে আমার মেয়ে জ্যোতি দে সরকার-কে অদ্য থেকে 'ত্যাজ্য কন্যা' করিলাম। (C-117007)

সিগন্যালিং পদ্ধতিতে নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২১ তারিখ: ২০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: কাটিহার মণ্ডলে মেরামতির দ্বারা সিগন্যালিং পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ, হিটাচি ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমের প্রতিস্থাপন এবং পুনরুদ্ধার। টেন্ডার রাশি: ৩,৬৪,১৪,৯৭২/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,৩২,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে: ১৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/(এসএণ্ডটি)/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/১৪, ১৫ ও ১৬, তারিখ: ২১-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্রনং. ১। ই-টেন্ডার নং: এপি-এসটি-১৪-২০২৫-২৬; কাজের নাম: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের লেভেল ক্রসিং গেটে সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবস্থা এবং তার নেটওয়ার্কিং। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ১,০০,১৯,৩২৮.২০ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ২,০০,১০০.০০ টাকা। ক্রনং. ২। ই-টেন্ডার নং: এপি-এসটি-১৫-২০২৫-২৬; কাজের নাম: এসএসই/টেলি/আইসি/ ফকিরাগ্রাম জং.এর অধীনে আলিপুরদুয়ার সেকশনে নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য স্পেশালাইজড টেলিকম কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৫৮,৪৭,৬৯৮.২৫ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ১,১৭,০০০.০০ টাকা। ক্রনং. ৩। ই-টেন্ডার নং: এপি-এসটি-১৬-২০২৫-২৬; কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিগন্যালিং স্থাপনাগুলিতে আর্থিং সিস্টেম শক্তিশালীকরণ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৩,২২,২৬,১০৬.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৩,১১,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৬-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১৬-০৭-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্ট অফিস : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন খ্যাতনামা সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৭২, তারিখ : ২০.০৬.২০২৫। কাজের নাম : তিন বছর সময়কালের জন্য মালদা ডিভিশনে মালদা টাউন, সাহিবগঞ্জ, ভাগলপুর ও জামালপুর-এর রানিং রুমের প্যাকেজ টাইপ, ভিআরএফ টাইপ এসি মেশিন সমূহের সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্যমান: ৬৩,২৪,৩৭০.৫০ টাকা। বায়নামূল্য: ১,২৬,৫০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য: শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় : ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ থেকে ১৪.০৭.২০২৫-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশবোর্ড: www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে অফিস/মালদা। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। (MLD-92/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

কিডনি চাই
মুমূর্ষু রোগীর জন্য O+ কিডনি দাতা প্রয়োজন। যোগাযোগ নম্বর ঃ- 89723-77039.

ফার্মাসিস্ট চাই
আলিপুরদুয়ারে ঔষধের দোকানের জন্য একজন ফার্মাসিস্ট চাই। অতিসত্বর যোগাযোগ করুন- 8391091816. (C-117005)

অ্যাফিডেভিট
Smt. Josephine Tirkey, W/o. Anil Kumar Minj and Josfin Minj, W/o. Anil Kumar Minj are same and one identical person vide affidavit dated 24/06/2025 at EM Court Siliguri. (C/113526)

On 24.06.2025 infront of Public Notary Mathabhanga, I, Debattam Bhattacharjee declared that my name is mentioned as Debatam Bhattacharjee in my driving license bearing no. WB 8520170014346. Both Debattam Bhattacharjee and Debatam Bhattacharjee are same and one person. (C/117000)

আধার কার্ড অনুযায়ী আমার নাম Utsab Datta, পিতা Uttam Datta, ভুলবশত আমার D/L-এ Utsab Dutta আছে, গত 23.6.25 আলিপুরদুয়ার J.M. কোর্টের Affidavit অনুযায়ী Utsab Datta এবং Utsab Dutta অভিন্ন ব্যক্তি। (P/S)

গত 16.6.25 তাং Cob. E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Subhash Chandra Roy ও Subhash Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

বিক্রয়
ইসলামপুরের নেতাজিপল্লিতে আমার ৭.৭৫ শতক একটি খালি জমি আছে। ওই জমিটি আমি বিক্রি করতে চাই। জমিটি ক্রয় করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সরাসরি যোগাযোগ করুন। - সান্তনা রায় (M) 9641365556/ 8972012020. (S/N)

ভর্তি
২০২৫-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে B.Ed ও D.El.Ed-এ ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ। যোগাযোগ- Manoranjan Saha Memorial B.Ed College - 9932209369. President. (S/C)

সভা/সমিতি
কোচবিহার পলিটেকনিকের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের আগামী ২৮শে জুন '২৫ শনিবার বেলা ২টায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আয়োজিত সাধারণ সভায় সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন কোচবিহার পলিটেকনিক। M-৯৪৭৫৫০৭৩৪৪ (C/115980)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ সোনার সংসার, দুপুর ১.০০ ছোটবউ, বিকেল ৪.০০ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.০০ দাদাঠাকুর, রাত ১০.০০ খোকা ৪২০, ১.০০ সুপারস্টার-আ লভ স্টোরি
জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ পাগলু, বিকেল ৪.০০ রকি, সন্ধে ৬.৫০ সকাল সন্ধ্যা, রাত ১০.৩০ টাইগার
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ আসল নকল, দুপুর ২.০০ মহাজন, বিকেল ৫.০০ এক চিলতে সিঁদুর, রাত ১০.৩০ পরিণাম, ১.৩০ বিজয়া
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ তপস্যা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সখী তুমি কার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ফুল আর পাথর
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.০০ কাবিল, ২.৩০ ভবেশ যোশী সুপারহিরো, বিকেল ৫.০০ আই, মি অওর ম্যায়, সন্ধে ৬.৪৫ হম দো হমারে দো, রাত ১১.১৫ পুলিশ ভূত
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫৩ শাদি মে জরুর আনা, দুপুর ২.২৮ ভীমা, বিকেল ৫.১৮ স্পাইডার, রাত ৮.০০ সিংহম এগেইন, ১০.৫০ মায়োঁ
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৫৬ ড্রিম গার্ল, বিকেল ৩.০৭ এন্টারটেইনমেন্ট, ৫.৩৬ মক্ষী, রাত ৮.০০ ম্যায়নে পেয়ার কিয়া, ১১.৫০ জিগরওয়ালা নাম্বার ওয়ান
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১১ গো গোয়া গন, দুপুর ১২.৫৫ উঁচাই, বিকেল ৩.৪৮ তলাশ : দ্য আনসার লাইজ উইদিন, সন্ধে ৬.৪৬ হমারি অধুরি কহানি, রাত ৯.০০ বস্তর : দ্য নক্সাল স্টোরি, ১১.০২ ইংলিশ ভিংলিশ

রেস অফ লাইফ সন্ধে ৬.৫৫ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সকাল সন্ধ্যা
সন্ধে ৬.৫০ জলসা মুভিজ

হম দো হমারে দো সন্ধে ৬.৪৫ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। পাওনা আদায়ে স্বস্তি লাভ। **বৃষ :** পরিবারের কোনও এক সদস্যের কূট চালে দাম্পত্যে অশান্তি। কাউকে পরামর্শ দিয়ে অপমানিত হতে পারেন। **মিথুন :** জমির মামলায় পারিবারিক সমস্যার সমাধান হবে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে আনন্দ। **কর্কট :** ব্যবসার ক্ষেত্রে আর্থিক উন্নতির যোগ। পুরোনো সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ হতে পারে। **সিংহ :** চাকরিসূত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা। শৌখিন ব্যবসার সঙ্গে যুক্তদের প্রচুর সাফল্য মিলবে। **কন্যা :** আপনার কঠোর মানসিকতার জন্য শত্রুরা পরাস্ত হবে। কর্মপ্রার্থীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। **তুলা :** নতুন চাকরির সূত্রে বাইরে যেতে হতে পারে। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ সুগম হবে। **বৃশ্চিক :** কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। প্রয়োজনীয় কোনও কাজ সেরে রাখলে চাপ কমবে। **ধনু :** রাস্তার কোনও খাবার ভুল করেও ছোঁবেন না। দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। **মকর :** টাকাপয়সা আদায় নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বাড়বে। **কুম্ভ :** পরিবারে কোনও বয়স্ক ব্যক্তির স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। পারিবারিক বিবাদ মেটার সম্ভাবনা। **মীন :** সংসারে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। নতুন ব্যবসায় আগ্রহ বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ৪ আষাঢ়, ২৫ জুন ২০২৫, ১০ আহার, সংবৎ ১৫ আষাঢ় বদি, ২৮ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২৪। বুধবার, অমাবস্যা অপরাহ্ণ ৪।২৬। মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ১১।২৫। গণ্ডযোগ দিবা ৭।১৮ পরে বৃদ্ধিযোগ শেষরাত্রি ৪।৩৬। চতুষ্পাদকরণ প্রাতঃ ৫।২৬ গতে নাগকরণ অপরাহ্ণ ৪।২৬ গতে কিন্তুঘ্নকরণ রাত্রি ৩।৩৩ গতে ববকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১১।২৫ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, অপরাহ্ণ ৪।২৬ গতে পূর্ব্বে। কালবেলাদি- ৮।১৮ গতে ৯।৫৯ মধ্যে ও ১১।৪০ গতে ১।২১ মধ্যে। কালরাত্রি - ২।১৮ গতে ৩।২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ - দিবা ৭।৪২ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ১।৫৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫৫ মধ্যে ১২।৩ গতে ১।২৯ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কথা দিয়েও হয়নি নিকাশিনালা সংস্কার

অবরোধ ব্যবসায়ীদের

কৌশিক বর্মন

পুণ্ডিবাড়ি, ২৪ জুন : প্রত্যেক বছরই বর্ষায় ভোগান্তি পোহাতে হয়। এবছরও তার অন্যথা হয়নি। বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার জন্য অসুবিধার মুখে পড়ছেন ব্যবসায়ী থেকে বাজারে আসা ক্রেতা, সকলেই। একাধিকবার এই বিষয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ সমিতিকে জানানো হয়েছে, কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। মঙ্গলবার রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন পুণ্ডিবাড়ি বাজারের ব্যবসায়ীরা।

তাঁদের মধ্যে রতন সরকার বললেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সবজি বাজারের নিকাশিনালার দশা খুবই খারাপ। এর আগেও একাধিকবার আরএমসিকে জানানো হয়েছে। দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেও বাস্তবে তা হয়নি। তাই এদিন বাধ্য হয়ে পথ অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি।'

কোচবিহার-২ ব্লকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাজার এই পুণ্ডিবাড়ি বাজার। বাজারটির দায়িত্বে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজার নিয়ন্ত্রণ সমিতি। এদিন বাজারে গিয়ে দেখা যায়, নিকাশিনালার মুখে জমে রয়েছে জঞ্জালের স্তূপ। ফলে জল বেরোনোর পথ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে রয়েছে। এর জেরে অল্প বৃষ্টিতেই বাজার চত্বরে হাঁটুজল জমে যায়।

এই অভিযোগে ১৫ জুন হাট ইনচার্জকে আটক করে রাখেন ব্যবসায়ীরা। সেদিন কোচবিহার জেলা বাজার নিয়ন্ত্রণ সমিতির সেক্রেটারি দেবনাথ মণ্ডল দ্রুত পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু এক সপ্তাহের বেশি হয়ে গেলেও এখনও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এদিন তাই ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন। দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ পুণ্ডিবাড়ি-সোনাপুর ৩১ নম্বর রাজ্য সড়ক অবরোধ করা হয়। অবরোধকারী ব্যবসায়ী রঞ্জিত বিশ্বাস, রিতু বিশ্বাসরা জানালেন, নিকাশিনালার বেহাল দশার জন্য ক্রেতারাও বাজারের ভেতরে ঢুকতে চান না।

রঞ্জিতের কথায়, 'বৃষ্টি হল কী হল না, চারদিকে জল জমে যাচ্ছে। এই জল পেরিয়ে কেউ আর এখানে বাজার করতে আসতে চাইছেন না। আমাদের বিক্রিবাটা অনেকটাই কমে গিয়েছে।' এ বিষয়ে কোচবিহার জেলা বাজার নিয়ন্ত্রণ সমিতির সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি 'মিটিংয়ে রয়েছি' বলে ফোন কেটে দেন। ফলে এদিন তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পথ অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। প্রায় আধ ঘণ্টা পর পুলিশ এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে বৈঠকের পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

শুধু ব্যবসায়ীরাই নন, বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার জন্য সমস্যায় পড়ছেন বাজারে আসা ক্রেতারাও। স্থানীয় বাসিন্দা রাজু বিশ্বাস রোজ এই বাজার থেকেই কেনাকাটা করেন। তাঁর কথায়, 'বৃষ্টি হলেই বাজারে যাওয়া মানে একরকম নরকযন্ত্রণার মতো। বাজারের ভেতরে এতটাই জল জমে থাকে যে খুব সমস্যা হয়। দ্রুত বাজারটির নিকাশিনালার সংস্কার করা হোক।'

অবরোধকারী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

দাবি অপূর্ণ

- ১৫ জুন হাটের ইনচার্জকে আটক করে নিকাশিনালা সংস্কারের দাবি জানিয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা
- সেসময় কোচবিহার জেলা বাজার নিয়ন্ত্রণ সমিতির সেক্রেটারি দ্রুত সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছিলেন
- এক সপ্তাহ পরেও কোনও কাজ শুরু না হওয়ায় বিক্ষোভ দেখান ব্যবসায়ীরা

জোড়া দুর্ঘটনা

দিনহাটা ও মাথাভাঙ্গা, ২৪ জুন : দিনহাটা-১ ব্লকে ছোট বোয়ালমারি রথবাড়িঘাট এলাকায় সোমবার রাতে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত্যু হয় এক বাইকচালকের। নাম কৃষ্ণকান্ত বর্মন (৩৫), বাড়ি পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের জামাদরবস এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানালেন, সোমবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ কৃষ্ণকান্ত দিনহাটা থেকে পেটলার দিকে যাচ্ছিলেন। উলটোদিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে বাইকচালক রাস্তায় ছিটকে পড়েন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান দমকলকর্মীরা। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই তরুণকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার পরই ট্রাক নিয়ে পালিয়েছে চালক। তার সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে দিনহাটা থানার পুলিশ। দুর্ঘটনাস্থল সংলগ্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত চলছে, জানিয়েছে পুলিশ।

অন্যদিকে এদিন যাত্রীবাহী অটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে রাস্তার পাশে ঝোপঝাড়ে গিয়ে পড়ে। ঘটনাটি মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বেলতলা মোড়ে ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসী এগিয়ে আসেন। পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কল্যাণী রায় জানান, যাত্রীবাহী অটোটি রামঠেঙ্গা থেকে মাথাভাঙ্গা শহরের দিকে আসছিল। তবে বেলতলার কাছে আসতেই অটোটি থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে শুরু করে। ঘাবড়ে গিয়ে অটোচালক রাজকুমার বর্মন অটোর তেলের লাইন বন্ধ করে দেন। ফলে অটোটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে ঝোপের মধ্যে গিয়ে পড়ে। অটোতে যাত্রী না থাকায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ অটোটিকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা থানায় নিয়ে এসেছে।

ঝুঁকি নিয়ে।। কোচবিহারে হরিণচওড়ায় রেললাইনে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

তরুণের দেহ

তুফানগঞ্জ, ২৪ জুন : তুফানগঞ্জ পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে স্টেট ব্যাংক সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘেরা জায়গায় রাকেশ বর্মন (১৯) নামে এক তরুণকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় মঙ্গলবার বিকেলে। তরুণকে উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে ওই তরুণের মৃত্যু হয়েছে। তরুণের দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। তরুণের বাড়ি নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামাত ফুলবাড়ি এলাকায়। তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে তাঁর বাড়ি থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে। কী কারণে তরুণ স্টেট ব্যাংক সংলগ্ন এলাকায় এসেছিলেন, পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

বিপজ্জনক ভাঙন নাগুরুহাটের রাস্তায়

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৪ জুন : তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি-কামাখ্যাগুড়ি লালপুলগামী রাস্তায় শুরু হয়েছে ব্যাপক ভাঙন। শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নাগুরুহাট সংলগ্ন মরা রায়ডাক সেতুর পাড়বাঁধ ভাঙায় রাস্তার একাংশও ভেঙে পড়েছে। গত এপ্রিল মাস থেকে এই ভাঙন শুরু হলেও মেরামতের কোনও বন্দোবস্ত নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। মাঝেমধ্যেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডোবায় উলটে যায় ছোট গাড়ি। স্বভাবতই ঝুঁকি বাড়ছে যাতায়াতে। প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দা সিরাজুল হকের কথায়, 'অতিরিক্ত বৃষ্টিতে গার্ডওয়াল ভেঙে রাস্তার পাশের মাটি ধুয়ে চলে গিয়েছে। ফলে রাস্তার নীচের মাটি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। তার ওপরে যান চলাচলে ভাঙন কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। বর্তমানে রাস্তাটিতে যাতায়াত করতে যথেষ্ট ভয় লাগে।'

যদিও দ্রুত রাস্তা মেরামতির আশ্বাস দিয়েছেন শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহেশ পাকাধরা।

এদিকে, মরা রায়ডাক নদীতে সেতু উদ্বোধনের পর তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের সঙ্গে আলিপুরদুয়ারের কামাখ্যাগুড়ি যোগাযোগের নতুন রাস্তা খুলে যায়। আগে ঘুরপথে তুফানগঞ্জ থেকে যেতে হত কামাখ্যাগুড়িতে। খরচও লাগত অনেকটা বেশি। বর্তমানে এই সেতু থাকায় স্কুল-কলেজ পড়ুয়ারা, চাকরিজীবী, কৃষক সহ লক্ষাধিক মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

এই ব্যস্ততম রাস্তাটি এতটাই সরু যে, একটি চার চাকা গাড়ি ঢুকলে অন্যদিকের গাড়ি পাশ কাটাতে পারে না। তার উপর রাস্তাটির একাংশ ভেঙে পড়ায় ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। অসতর্কতায় যে কোনও মুহূর্তে পুকুরে গাড়ি পড়ে বড়সড়ো দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বেহাল রাস্তাটি রতন বর্মন নামে এক স্কুল শিক্ষক বললেন, 'সরু রাস্তার বাঁকে এমন ধস দেখা দিয়েছে, কাছ থেকে দেখলে গা শিউরে ওঠে। এই ভাঙন দিন-দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু তা দেখে প্রশাসনের কোনওরকম হেলদোল নেই। দ্রুত এখানে গার্ডওয়াল দেওয়া দরকার।'

ভাঙনে বিপন্ন সড়ক। নাগুরুহাটে।

> অতিরিক্ত বৃষ্টিতে গার্ডওয়াল ভেঙে রাস্তার পাশের মাটি ধুয়ে চলে গিয়েছে। তার ওপরে যান চলাচলে ভাঙন কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। বর্তমানে রাস্তাটিতে যাতায়াত করতে যথেষ্ট ভয় লাগে।
>
> **সিরাজুল হক**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

একটাই বাস, ভোগান্তি রামশাইয়ে

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৪ জুন : রামশাই বাজার থেকে ময়নাগুড়ি হয়ে শিলিগুড়ি একটি বাস চলে সারাদিনে। রামশাই বাজার থেকে সকাল ৭টায় ছেড়ে আসে বাসটি। তারপর রামশাই থেকে ময়নাগুড়িগামী সরকারি-বেসরকারি কোনও বাস পরিষেবা নেই। রামশাই থেকে পানবাড়ি আমগুড়ি হয়ে ময়নাগুড়ি শহরে যাতায়াতের ভরসা একমাত্র টোটো। চরম ভোগান্তির শিকার প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ। রামশাই থেকে ময়নাগুড়ি বাসের ভাড়া ২০ টাকা। সেক্ষেত্রে টোটো ভাড়া দিতে হয় জনপ্রতি ৫০ টাকা।

রামশাই পর্যটনকেন্দ্র। গরুমারা জাতীয় উদ্যানের একাংশ রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্ভুক্ত। রাইনো রিসর্ট, কালীপুর ইকো ভিলেজ, মেদলা নজরমিনার এবং চুকচুকিয়া লেকে নৌকাবিহার সবটাই রামশাইয়ের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। রয়েছে আদিবাসী নাচনি আখড়াও। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বহু পর্যটক ময়নাগুড়ি হয়ে রামশাই বেড়াতে যান। ময়নাগুড়ি শহর থেকে আমগুড়ি ও পানবাড়ি হয়ে রামশাই পর্যন্ত রাস্তাও বেশ চওড়া করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা যোগাযোগ ব্যবস্থা।

স্থানীয় বাসিন্দা বিনয় ঝা দুঃখ করে বলেন, 'রামশাই কেবলমাত্র পর্যটনকেন্দ্রই নয়। ঐতিহাসিক গুরুত্বও রয়েছে যথেষ্ট। ব্রিটিশরা প্রথম এখানেই ঘাঁটি গেড়ে চা বাগান গড়ে তোলে বলেই আমরা জানি। যাদবপুর চা বাগানে এক ইংরেজ সাহেবের বাংলোও রয়েছে। যদিও এখন তা দেখে চেনার উপায় নেই।'

কয়েক বছর আগেও তিনটি যাত্রীবাহী বড় বাস সহ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের দুটি বাস এবং অসংখ্য ছোট বাস চলাচল করত। পরিবহণ নিগমের একটি বাস সারাদিনে তিনবার যাতায়াত করত। কেন বন্ধ হল সেই পরিষেবা? মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ময়নাগুড়ির টাইমকিপার উজ্জ্বল ভট্টাচার্য বলেন, 'রেলগেটে আন্ডারপাস নির্মাণের পর থেকেই বড় বাস চলাচল বন্ধ করে দিতে হয়েছে। এখন একটি বড় বাসের উপরের ক্যারিয়ার খুলে দিয়ে যাতায়াত করে।' স্থানীয় বাসিন্দা ভোলানাথ সরকারের কথায়, 'স্কুল, কলেজ, অফিস আদালত সবটাই তো শহরে। কুড়ি কিলোমিটার দূরত্ব সহজ নয়। টোটোয় দ্বিগুণেরও বেশি ভাড়া গুনতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। অপচয় হচ্ছে সময়।'

টোটোচালক সুরজ গোয়ালা বলেন, 'বাস নেই বললেই চলে। বাধ্য হয়েই টোটোতে যাত্রীদের পরিষেবা দিই।' উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ময়নাগুড়ি ডিপো ইনচার্জ ঋষিকেশ বর্মনের কথায়, 'একদিকে বাসের সংখ্যা কম। অন্যদিকে খাগড়াবাড়িতে রেলের আন্ডারপাসে গাড়ি আটকে যায়। সেই কারণে বাস বন্ধ করে দিতে হয়েছে।' রামশাইয়ের বাসিন্দা কলেজ পড়ুয়া বিনোদ রায় বলেন, 'গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি রামশাইয়ের। যাত্রী পরিষেবা তলানিতে। ৩০ হাজার মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছেন।'

কোচবিহার বিমানবন্দরে আপৎকালীন মহড়া। মঙ্গলবার।

বিমানবন্দরে মকড্রিল

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৪ জুন : মঙ্গলবার বিকাল ৪টা ১০ মিনিট নাগাদ কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী বিমানবন্দরে হঠাৎই বিপদের ঘণ্টা অর্থাৎ সাইরেন বেজে ওঠে। দেখা যায় বিমানবন্দরের রানওয়ের পাশে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। সেই সময় ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে দমকলের গাড়িকে সেখানে পৌঁছাতে দেখা যায়। সেই সঙ্গে পুলিশের গাড়ি ও অ্যাম্বুল্যান্স ওই জায়গায় এসে পৌঁছায়।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকলের গাড়ি পাইপের মাধ্যমে জল দিয়ে সেই আগুন নেভাতে শুরু করে। দেখা যায় মুখে বড় বড় মাস্ক লাগিয়ে কালো পোশাক পড়ে ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ অপারেটররা স্ট্রেচারে করে কয়েকজনকে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। ঘটনাস্থলে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কর্মী ও আধিকারিকদের ছুটে আসতে দেখা যায়। ডাক্তার ও নার্সরাও সেখানে উপস্থিত হন। স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসা ব্যক্তিদের দ্রুত অ্যাম্বুল্যান্সে তোলা হয়। এরপর অ্যাম্বুল্যান্সে তাঁদেরকে নিয়ে এমজেএন মেডিকেল কলেজে রওনা হয়।

ঘটনায় বিমানবন্দরের আশপাশের রাস্তা দিয়ে চলাচল করা সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। অনেকের মনে প্রশ্ন আসে এখানেও তবে কোনও বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে?

যদিও পরে বিমানবন্দর সূত্রে জানা যায় সত্যিকারের কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। তবে সম্প্রতি আহমেদাবাদে ঘটে যাওয়া বিমান দুর্ঘটনার মতো যদি কিছু কোচবিহারে ঘটে তখন পরিস্থিতি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তারজন্য এই বিশেষ মকড্রিলের আয়োজন করা হয়।

কোচবিহার

এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কোচবিহার বিমানবন্দরের আধিকারিক শুভাশিস পাল বলেন, 'যদি কখনও বিমান দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে কীভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ও মৃত্যুর সংখ্যা কমাতে কী করণীয় তা নিয়ে এদিন বিমানবন্দরে মকড্রিল করা হয়েছে। বিমানবন্দরের রানওয়ের পাশে এই মকড্রিল করা হয়।'

গাঁজা সহ গ্রেপ্তার চার

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৪ জুন : ফালাকাটা-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়কে মঙ্গলবার সাফারি গাড়ি থেকে গাঁজা সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করল ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন বিশেষ অভিযান চালায়। ধৃতদের নাম অমৃত সেন, সাধন সরকার, গীতা রায়, ঝর্ণা সরকার। তাদের বাড়ি দিনহাটা, সিতাই এবং ফালাকাটা ও শিলিগুড়ি থানা এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘোকসাডাঙ্গা থানার ওসি কাজল দাসের নেতৃত্বে একদল পুলিশ এদিন মাথাভাঙ্গা-ফালাকাটা রাজ্য সড়কে আটপুকুরি বাজার সংলগ্ন এলাকায় ওঁত পেতে বসে থাকে। তথ্য অনুযায়ী সেখান দিয়ে যাতায়াতকারী একটি সাফারি গাড়িতে তল্লাশি শুরু হয়। গাড়িতে থাকা দুটি পলিথিন ব্যাগ এবং দুটি ট্রলি বাজেয়াপ্ত হয়, ব্যাগগুলিতে মেলে প্রায় ৩৫ কেজি গাঁজা। দুজন পুরুষ এবং দুজন মহিলাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। একেক জন একেক কথা বললে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মাথাভাঙ্গার সিআই অজয়কুমার মণ্ডল এবং ম্যাজিস্ট্রেট তথা মাথাভাঙ্গা-২'এর বিডিও অর্ণব মুখোপাধ্যায়। মাথাভাঙ্গার সিআইয়ের কথায়, 'প্রায় ৩৫ কেজি গাজা সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

সম্প্রতি নিশিগঞ্জ থেকেও গাঁজা উদ্ধারের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। গাঁজা পাচারের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে মহিলাদের। বারবার একই ঘটনা ঘটায় পুলিশের অনুমান জাতীয় সড়ক এবং রাজ্য সড়ক ক্রমশ গাঁজা পাচারকারীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

ধৃত ২

কুমারগ্রাম ও বারবিশা, ২৪ জুন : মঙ্গলবার কুমারগ্রামের ডাহারু চৌপথি, মধ্য হলদিবাড়ি, দুর্গাবাড়ি, উত্তর হলদিবাড়ি, এন্ডিবাড়ি, পাগলারহাট, হেমাগুড়ি, ঘোড়ামারা, চ্যাংমারি, বারবিশা, লস্করপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ মদবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩৬ লিটার ভুটানি মদ বাজেয়াপ্ত করলেন আবগারি দপ্তরের কর্মীরা।

ফকিরেরকুঠিতে জলে আয়রন

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২৪ জুন : এলাকায় নলবাহিত পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ এখনও সম্পন্ন হয়নি। পাইপলাইন কিছু জায়গায় পাতা হলেও বাকি আছে অনেক কাজ। অগত্যা নলকূপের জলই পান করতে হচ্ছে পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরেরকুঠি গ্রামের বাসিন্দাদের। এরপর বাসিন্দাদের সুবিধার্থে এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চয়েত কর্তৃপক্ষ বছরখানেক আগে ফকিরেরকুঠিতে একটি সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলপ্রকল্প চালু করেছিল। তবে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওই প্রকল্প চালু করা হলেও আদতে সেটা কোনও কাজেই আসছে না। উদ্বোধনের কিছুদিন পর থেকেই ওই প্রকল্প থেকে আয়রনযুক্ত জল মিলছে। দুর্গন্ধও বের হচ্ছে বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে আগের মতোই নলকূপের জল খেতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। তাঁরা জানিয়েছেন, ওই জল ব্যবহারে ত্বকে চুলকানি সহ নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

তবে ঠিক কী কারণে পানীয় জলের এমন পরিস্থিতি? পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক অমিতাংশু সাহার কথায়, 'পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে প্রকল্পটি তৈরি হয়। প্রথমে ১৬০ ফুট নলকূপের জন্য বোরিং করা হয়েছিল। তবে জল খারাপ ওঠায় দ্বিতীয়বার ২০০ ফুট নলকূপের জন্য বোরিং করা হলেও আয়রনমুক্ত জল পাওয়া যায়নি।' সমস্যা সমাধানে প্রকল্পটির স্থান পরিবর্তনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিক্রম দত্ত।

এদিকে, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকার বাসিন্দারা পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন। গরমে ভোগান্তি আরও বেড়েছে তাঁদের। এই পরিস্থিতিতে কেউ অন্য এলাকা থেকে জল বয়ে আনছেন, আবার কেউ জল কিনে পান করছেন। তবে এভাবে আর কতদিন চলবে? সেই প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী।

এলাকার বাসিন্দা সামিনুর মিয়াঁ বলেন, 'প্রথম থেকেই ওই জল ব্যবহারের অযোগ্য। তাই সেই জল ব্যবহার করা বন্ধ করে দিয়েছি। ফলে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি পানীয় জলপ্রকল্পটি কার্যত অকেজো। যাঁদের সামর্থ্য আছে, তাঁরা জল কিনে পান করছেন। আর যাঁদের সামর্থ্য নেই, তাদের ওই আয়রনযুক্ত জল পান করতে হচ্ছে।' একই কথা বলেন আরেক বাসিন্দা উত্তম দাস। ভূগর্ভস্থ জলে আয়রনের মাত্রা বেশি থাকায় জল পরিশোধন প্রকল্প ব্যর্থ হচ্ছে বলে মনে করছেন গ্রামবাসীরা। এ ব্যাপারে পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কুন্তী বর্মন বলেন, 'এলাকায় বিকল্প জল সরবরাহের উপায় খুঁজতে প্রশাসনিক স্তরেও আলোচনা চলছে।'

অকেজো জলপ্রকল্প।

ব্যর্থ প্রকল্প

- উদ্বোধনের কিছুদিন পর থেকে মিলছে আয়রনযুক্ত জল
- জলে থাকছে দুর্গন্ধও
- ওই জল ব্যবহারে দেখা দিয়েছে ত্বকে চুলকানি সহ নানা সমস্যা

সুষ্ঠুভাবে ঘাটের ডাক রুইডাঙ্গায়

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৪ জুন : মঙ্গলবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে দুটি ঘাট ও খোঁয়াড়ের ডাক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হল। এদিন গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের চারিদিকে প্রচুর পরিমাণ পুলিশ মোতায়েন করা হয়। নিয়ম মেনে ঘাট ও খোঁয়াড়ের ডাক সম্পূর্ণ হয়েছে বলে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অশ্বিনী দেব সিংহ জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে মানসাই নদীর ওপর অবস্থিত চোখকাটা ঘাট, ৫ নম্বর বাঁধের ঘাট ও দুটি খোঁয়াড়ের ডাকের সভা অনুষ্ঠিত হয়। আর তা ঘিরেই গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ের চারদিকে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করে প্রশাসন। জীবন সরকার ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকায় চোখকাটা ঘাটের ডাক পেয়েছেন। ৫ নম্বর বাঁধের ঘাট ও ২টি খোঁয়াড়ও নিয়ম মেনে ডাক পেয়েছেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশ্বিনী দেব সিংহ বলেন, 'চোখকাটা ঘাটের ডাক নিয়ে যাতে কোনও উত্তেজনা বা বিশৃঙ্খলা না ঘটে, তার জন্যই পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। অবশেষে নিয়ম মেনে ঘাট ও খোঁয়াড়ের ডাক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে।'

মোরগ লড়াইয়ে উড়ছে কোটি টাকা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৪ জুন : কেউ লালের পক্ষে, তো কেউ কালোকেই চাইছেন। চলছে ভাও দেওয়া। উড়ছে কোটি কোটি টাকা। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা ময়দান। সাদা চুন দিয়ে সেখানে গোল করে দাগ দেওয়া। মাঝে বর্ডার। দেখতে অনেকটা ফুটবলের সেন্টারের মতো। সেখানে প্রাণ বাঁচাতে একে অপরের প্রাণ নেওয়ার লড়াইয়ে মত্ত দুই মোরগ।

চারপাশে তোড়া তোড়া পাঁচশো টাকার বান্ডিল হাতে উল্লাসে ব্যস্ত শতাধিক মানুষ। কেউ সাইড বাজি লাগাচ্ছেন, আবার কারও নজর কাইদগারের দিকে। সে কীভাবে মোরগের পায়ে লোহার ফলা বাঁধছে। তা দেখেই অনেকে আন্দাজ করছেন কোন মোরগ জিতবে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে।

১৯৬০ সালের পশুপাখির ওপর নৃশংসতা বিরোধী আইন বলছে, এই মারণ খেলা চূড়ান্ত বেআইনি। তাতে অবশ্য কাঁচা টাকা হাতে ময়দানে হাজির শতাধিক লোকের কিস্যু যায় আসে না। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য বাজি জেতা।

লেনদেন মিটলেই শুরু হচ্ছে পরের খেলা। এভাবে ফি সপ্তাহে রবি ও বুধবার চলছে মোরগ লড়াই। ধূপগুড়ি ও বানারহাট থানা এলাকার একেবারে সীমান্তে সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের খড়িয়াবস্তি ও আম্বাডিপার মাঝে পথের পাশেই সপ্তাহে দু'বার প্রকাশ্য দিবালোকে বসছে মোরগ লড়াইয়ের আসর। বুধবার আয়োজন কিছুটা কম থাকলেও রবিবার জমে উঠছে আসর। মূলত চাট ও মদের দোকানই বসে ময়দানে। অনেকটা ওপেন বার কাম রেস্তোরাঁ হিসেবেই কারবারিরা পসরা সাজিয়ে বসছে। থাকছে হরেক রকম চাট, এমনকি হাঁড়িয়ার দোকান। বুধবার স্থানীয়রাই এই আসর জমায়। তবে রবিবার শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, কালিম্পং, বারবিশা এমনকি নিম্ন অসম থেকে জুয়াড়িরা আসে। রীতিমতো বস্তা বোঝাই করে আনা হয় নোট, যা ওড়ে মোরগ লড়াইয়ের বাজি হিসেবে। ছুটে আসে পেশাদার মোরগ পালন ও ট্রেনাররা। নানা জায়গা থেকে আসে পেশাদার কাইদগার, যাদের দায়িত্ব মোরগদের পায়ে সুনিপুণভাবে ছুরি বাঁধা।

পুরো বোর্ড পরিচালনা করে স্থানীয় কয়েকজন বাহুবলী। তাদের দায়িত্ব এলাকার পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতাদের সেটিং করা। যারা বোর্ড পরিচালনা করে, তারা ম্যাচ প্রতি ৫০০ টাকা করে পায়। যারা ছুরি বাঁধে, সেই কাইদগাররা মোরগ জিতলে পায় ২০০ টাকা, সঙ্গে বকশিশ। দোকানিরা মদ ও চাকনা বেচে লাভ করে ভরপুর। সাধারণত শীতকালে চা বাগানের আশপাশে মোরগ লড়াইয়ের আসর বসে। এখানে সারাবছর চলে কারবার। পুলিশ এমনিতে আসে না। তবে সন্দেহজনক কেউ এলেই খবর দিয়ে দেয় দুই পাশে বসা এজেন্টরা। এজন্য তারা প্রতি মাসে বেতন পায় বলে খবর।

এভাবেই ফি হপ্তায় লাখ লাখ টাকা ওড়ে মোরগ লড়াইয়ে। সব মিলিয়ে কোটি কোটি টাকার কারবার। দিনশেষে লড়াইয়ে পরাজিত মোরগদের লাশ বিক্রি হয় নিলামের মাধ্যমে। লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত মোরগের দাম ৫ থেকে ১৫ হাজার। পরাজিত মৃত মোরগ অবশ্য পাঁচ থেকে সাতশো টাকাতেই মেলে। সবাই সব জানে। কিন্তু মুখ কেউই খোলে না। মুখ খুলতে নারাজ পুলিশকর্তারাও।

মোরগ লড়াইয়ের আগে প্রস্তুতি। ধূপগুড়িতে।

কাজ বন্ধের হুমকি আশাকর্মীদের

উৎসাহ ভাতার বকেয়ার পরিমাণ কোটি টাকা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৪ জুন : কোচবিহার জেলায় আশাকর্মীদের 'উৎসাহ ভাতা'র বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে কোটি টাকারও বেশি। বারবার স্বাস্থ্য দপ্তরে দাবি জানিয়েও বকেয়া না মেটায় এবার কর্মবিরতির ডাক দিলেন আশাকর্মীরা। আগামী ৯ জুলাই জেলাজুড়েই কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন। মাসিক সাম্মানিকের পাশাপাশি টিকাকরণ, জল পরীক্ষা সহ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানা কাজের জন্য অতিরিক্ত ভাতা পান আশাকর্মীরা। নিয়ম মেনে কাজ করলেও সেই ভাতা মিলছে না বলে অভিযোগ। ফলে মঙ্গলবার কোচবিহারে মিছিল করে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আড়ির বক্তব্য, 'রাজ্য থেকে ফান্ড এলে আশাকর্মীদের তা দিয়ে দেওয়া হয়। কিছু পরিমাণ টাকা এসেছে। দ্রুত দিয়ে দেওয়া হবে।'

কোচবিহার জেলায় অন্তত দুই হাজার আশাকর্মী রয়েছেন। গ্রামীণ এলাকার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিষেবার ক্ষেত্রে তাঁরা অন্যতম ভূমিকা পালন করেন। কিছু পরিষেবার ক্ষেত্রে কাজ অনুযায়ী তাঁরা সাম্মানিকের পাশাপাশি বাড়তি পারিশ্রমিক পান যা 'উৎসাহ ভাতা' নামে পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরেই আশাকর্মীরা দাবি করছেন, প্রতি মাসে যে ভাতা সেই ভাতা দেওয়া হোক।

কোচবিহারের কাছারি মোড়ে আশাকর্মীদের পথ অবরোধ। -জয়দেব দাস

কিন্তু অভিযোগ, নিয়মিত সেই ভাতা মেলে না। গত মার্চ মাস থেকে তাঁদের উৎসাহ ভাতা মিলছে না বলে অভিযোগ। এদিন দুপুরে শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল করেন পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের সদস্যরা। সংগঠনের সম্পাদক রিনা ঘোষ বলেন, 'আশাকর্মীদের চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যে থেকে বহু কাজ করতে হয়। কিন্তু উপযুক্ত পারিশ্রমিক মেলে না। যা ভাতা দেওয়ার কথা সেটাও সময়মতো দেওয়া হচ্ছে না। বারবার দাবি জানিয়েও কোনও কাজ না হওয়ায় ৯ জুলাই আমরা ধর্মঘটের পথে যাচ্ছি। সেদিন কোনও আশাকর্মীই কাজ করবেন না।'

ভাতা মিলছে না

- আগামী ৯ জুলাই জেলাজুড়েই কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন
- মাসিক সাম্মানিকের পাশাপাশি টিকাকরণ, জল পরীক্ষা সহ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানা কাজের জন্য অতিরিক্ত ভাতা পান আশাকর্মীরা
- গত মার্চ মাস থেকে তাঁদের উৎসাহ ভাতা মিলছে না বলে অভিযোগ
- কারও পাঁচ হাজার টাকা, কারও ১০ হাজার টাকা আবার কারও তারও বেশি বকেয়া রয়েছে

সংগঠনের দাবি, কারও পাঁচ হাজার টাকা, কারও ১০ হাজার টাকা আবার কারও তারও বেশি বকেয়া রয়েছে। সব মিলিয়ে কোটি টাকার উপরে বকেয়া বলেই তাঁদের দাবি। আন্দোলনকারী আশাকর্মী বিজলি রায় বলেছেন, 'আমাদের কাজের চাপ বেড়েই চলেছে। অথচ প্রাপ্য পারিশ্রমিক সময়মতো পাচ্ছি না। আমাদেরও তো পরিবার রয়েছে।' আরেক আশাকর্মী কাকলি বর্মনের বক্তব্য, 'এত কষ্ট করে কাজ করার পরেও বকেয়া না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে আমরা আন্দোলনে নেমেছি।'

আশাকর্মীরা ধর্মঘটে শামিল হলে স্বাস্থ্য পরিষেবায় তার প্রভাব পড়বে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা। যদিও শীঘ্রই আশাকর্মীদের বকেয়ার সমস্যা মিটে যাবে বলে সরকারিভাবে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

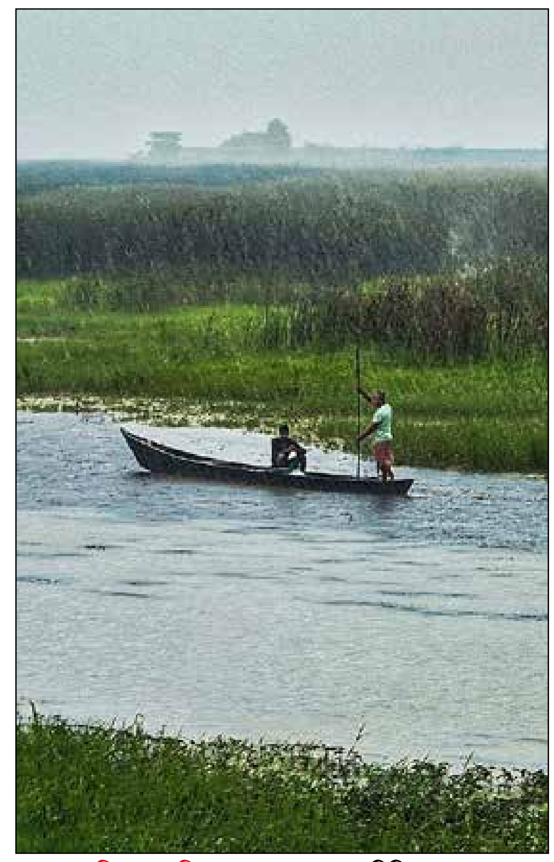
বৃষ্টি মাথায় নিয়ে।। গজলডোবায় ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির অরিজিৎ ভট্টাচার্য।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

টুকরো খবর

স্কুলে কুকুরের আতঙ্ক

চ্যাংরাবান্ধা, ২৪ জুন : মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধা উচ্চবিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রকে কুকুরে আঁচড় দেয়। যে ঘটনা নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে বিদ্যালয়ে। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্র এদিন শৌচাগারে যাওয়ার পথে এ ঘটনা ঘটে। বিদ্যালয় থেকে চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তৎক্ষণাৎ তাকে পাঠিয়ে প্রতিষেধক দেওয়ার পর অভিভাবকদের ডেকে ওকে বাড়ি পাঠানো হয়। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বাবুলাল সিং বলেন, 'বর্তমানে পড়ুয়াটি সুস্থ আছে। স্কুলের প্রাচীরের ধারের মাটি খুঁড়ে কুকুরটি এসেছিল। ওই জায়গাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শনিবারেও এক পড়ুয়াকে কুকুর আঁচড় দিয়েছিল। আমরা পড়ুয়াদের সাবধান করেছি এবিষয়ে।'

প্রচার স্বাস্থ্য দপ্তরের

পারডুবি, ২৪ জুন : মঙ্গলবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি উচ্চবিদ্যালয়ে ম্যালেরিয়া সহ নানা রোগ হলে কী করণীয়, কী করা উচিত নয় তা নিয়ে সচেতনতা প্রচার চালাল স্বাস্থ্য দপ্তর। এদিন ঘোকসাডাঙ্গা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক বিশ্বনাথ দেবনাথ সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিরা নানা বিষয় তুলে ধরেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত চক্রবর্তীর কথায়, 'নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্য দপ্তরের এহেন উদ্যোগ ছাত্রছাত্রীদের কাজে লাগবে।'

বন্ধ বাজার

কোচবিহার, ২৪ জুন : মাছের আড়তদারের মৃত্যুতে মঙ্গলবার সারাদিন বন্ধ ছিল ভবানীগঞ্জ বাজারের মাছ বাজার। কলাবাগান এলাকার বাসিন্দা রবীন সরকার নামের এক মাছ ব্যবসায়ী রবিবার মারা যান বলে ব্যবসায়ী সমিতির তরফে জানানো হয়েছে। ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুরোজকুমার ঘোষ বলেন, 'তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ।'

রাজবাড়িতে অশ্লীল ভিডিও

কোচবিহার, ২৪ জুন : কোচবিহার রাজবাড়িতে অশ্লীল ভিডিও তৈরি করার অভিযোগে জেলা শাসকের দ্বারস্থ হল রাজবংশী উন্নয়ন মঞ্চ। সংগঠনের দাবি রাজবাড়ি কোচবিহারবাসীর আবেগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। অথচ কিছু তরুণ-তরুণী অশালীনভাবে সেখানে ভিডিও বানিয়ে চলেছে। যেটা কোনওভাবেই কাম্য নয়। অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার জন্য সংগঠনের তরফে মৃগাঙ্ককুমার রায় জেলা শাসকের কাছে অভিযোগপত্র জমা দেন।

ডুবে মৃত্যু

কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ জুন : সোমবার খোয়ারডাঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঞ্চিবাজার সংলগ্ন রায়ডাক নদী থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ওই ব্যক্তির নাম দেবেন্দ্রনাথ দাস (৫৮)। সোমবার ওই ব্যক্তি নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। তারপর আর বাড়ি ফেরেননি। মঙ্গলবার দেহ উদ্ধার হয়।

পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় স্থানীয়দের ক্ষোভ বাড়ছে

বেহাল পশুহাটের মাঠ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৪ জুন : রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমতো না হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতে বেহাল অবস্থা বক্সিরহাটে গবাদিপশুর হাটের জন্য ব্যবহৃত মাঠটি। জলকাদায় চরম ভোগান্তি হচ্ছে পশুর হাটে আসা ব্যবসায়ীদের। মাঠের পাশে পশুর হাটের ঘরটিও বেদখল হয়ে যাচ্ছে। ফলে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির (আরএমসি) ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

তুফানগঞ্জ মহকুমায় পশুহাটগুলির অন্যতম বক্সিরহাট বাজার সংলগ্ন ওই হাটটি। অসম-বাংলা সীমানায় এই হাটের গুরুত্ব আছে। দূরদূরান্ত থেকে আনা গবাদিপশুদের খাওয়ার জায়গা করে দিতে একসময় মাঠের একপাশে পাকা ঘর তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু তা দখল হয়ে বিল্ডিং উঠতে শুরু করেছে। বাধা দেওয়ার কেউ নেই।

তাছাড়া মাঠ ও সংলগ্ন নিকাশিনালা সাফাই না হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতে মাঠটি জলকাদায় ভরে যাচ্ছে। প্রতি শুক্রবার এই হাটে গবাদিপশু বিক্রি হলেও প্রতিদিন ভোরে সবজির পাইকারি বাজার বসে। গবাদিপশু কেনাবেচার জন্য মাঠের একদিকে রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির তৈরি করে দেওয়া ঘর রয়েছে। স্থানীয় কিছু পাইকারি ব্যবসায়ী মালপত্র মজুত করার জন্য সেই ঘরটির একাংশ দখল করে নিয়েছেন। বাধ্য হয়ে খোলা আকাশের নীচে সকলকে কেনাবেচা করতে হচ্ছে।

বৃষ্টিতে জলকাদা জমে বেহাল বক্সিরহাট গবাদিপশু হাট।

চূড়ান্ত দুর্ভোগ

- পশুহাটের জন্য রাখা ঘর বেদখল হয়ে যাচ্ছে
- খোলা আকাশের নীচে পশু কেনাবেচা চলছে
- মাঠ সংস্কারে হেলদোল নেই আরএমসি-র
- মাঠ সংস্কার না হওয়ায় ক্ষতি ব্যবসায়ীদের

> আরএমসি কর্মীরা খাজনা আদায় করলেও মাঠ সংস্কারে কারও হেলদোল নেই।
>
> **শেখ নুর ইসলাম**
> *গবাদিপশু বিক্রেতা*

হঠাৎ বৃষ্টি হলে ক্রেতা-বিক্রেতাদের দাঁড়ানোর জায়গা নেই। বৃষ্টির পর মাঠে গবাদিপশু বা সবজি কেনাবেচার অবস্থা থাকে না। স্থানীয় বাসিন্দারা মাঠটি সংস্কারের জন্য বারবার দাবি জানালেও মার্কেট কমিটি সংস্কার করেনি। হাটে গবাদিপশু বিক্রেতা নুর ইসলাম শেখ বলেন, 'আরএমসি কর্মীরা খাজনা আদায় করলেও মাঠ সংস্কারে কারও হেলদোল নেই।'

এতে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলে বক্সিরহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিপুল দাস জানিয়েছেন। আরএমসির আধিকারিক দেবনাথ মণ্ডল বলেন, 'খুব তাড়াতাড়ি মাঠটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

মেয়ের বাড়িতে ঠাঁই পলাতক বৃদ্ধের

গুজবের উৎস নিয়ে ধোঁয়াশা গারোভিটায়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুন : একটা ঘটনাই বদলে গিয়েছে গ্রামের পরিবেশ। গ্রামের বাসিন্দারা একে অপরের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন গারোভিটা গ্রামে কালাজাদু করা নিয়ে যে ভাঙচুর-তাণ্ডব চালানো হয়েছে, সেই ঘটনার উত্তাপ এখনও রয়েছে এলাকায়। যে বৃদ্ধের বিরুদ্ধে ওই অভিযোগ, তিনি এখনও বাড়িছাড়া। পরিবারের লোকের মুখে শোনা গেল আপাতত মেয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। সেই জায়গাটা কোথায়, সেবিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন বৃদ্ধের ছেলে ও পুত্রবধূ। তাঁকে গ্রামে ফেরানো নিয়ে এখনও আপত্তি গ্রামবাসীদের। আর বৃদ্ধের পরিবারকে সমানতালে চাপ দেওয়া হচ্ছে যেন তাঁকে আর বাড়িতে ঢুকতে না দেওয়া হয়।

এক রাতে যে এভাবে গ্রামের পরিস্থিতি বদলে যাবে, সেটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না গ্রামের অনেকেই। গারোভিটার প্রবীণ বাসিন্দা ধীরেন রায় যেমন পুরো বিষয়টিকে এখনও দুঃস্বপ্নের মতো দেখছেন। তাঁর কথায়, 'এতদিন ধরে গ্রামে আছি। তবে এই রকম পরিবেশ দেখিনি। চেনা মুখগুলো যেন বদলে গিয়েছে। আমাদের এলাকায় তো এমন ঘটনা ঘটার কথা না। কোথা থেকে কী হয়ে গেল, বুঝতে পারছি না।'

রবিবার রাতে ওই বৃদ্ধার বাড়িতে চড়াও হন গ্রামের দুই শতাধিক বাসিন্দা। বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। সেই বাড়ি মঙ্গলবার সংস্কার করা হয়েছে। অভিযোগ করা হয়, ওই বাড়ির এক বয়স্ক বাসিন্দার কালাজাদুর ফলে গ্রামের লোকজন একের পর এক অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। অনেকের মৃত্যুও হয়েছে। কালাজাদুর অস্তিত্ব আছে নাকি নেই, প্রশ্নকে দূরে সরিয়ে রেখে জানতে চাওয়া হল, গ্রামে কার কার মৃত্যু হয়েছে সম্প্রতি, কে কে আত্মহত্যা করেছেন। জবাব মিলল না। গ্রামের এক বাসিন্দার কথায়, 'অনেকে অসুস্থ, অনেকে মারা গিয়েছে আত্মহত্যা করে। কারা মারা গিয়েছে বলতে পারব না।' আরেক বাসিন্দার কাছেও একই প্রশ্ন রাখা গেল। তিনি অনেক ভেবে জানালেন মাসখানেক আগে গ্রামের এক বাসিন্দার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করার কথা। আর কিছু বলতে পারলেন না। গারোভিটা মোড়ের এক ব্যবসায়ী সন্তোষ বর্মনও জানালেন, সম্প্রতি গ্রামে অনেক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তবে একটা ঘটনার কথাও বলতে পারলেন না। শেষে বললেন, 'নতুন ঘটনা নয়। কয়েক বছর ধরে মৃত্যু হচ্ছে।'

কালাজাদুর অভিযোগ তুলে বৃদ্ধকে গ্রামছাড়া করার ঘটনায় গ্রাম এখন মোটামুটি দুই ভাগ। কেউ বলছেন, কাজটা ঠিক হয়নি। কেউ বলছেন, তাঁর আচরণ নাকি সন্দেহজনক ছিল। তবে বৃদ্ধকে নিয়ে যে এলাকায় ব্যাপক গুজব ছড়িয়েছে, এটা স্পষ্ট।

সোমবার গ্রামের বাসিন্দাদের সচেতন করতে গিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সদস্যরা। এদিন তাঁরা আবার ওই গ্রামের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান। আবার সেখানে শিবির করে মানুষকে সচেতন করা হবে বলে জানাচ্ছেন ওই সংগঠনের সদস্যরা।

পরিস্থিতি

- এলাকা এখনও থমথমে
- সেই বৃদ্ধ পালিয়ে মেয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন
- ভাঙচুর করা বাড়ি সংস্কার করা হয়েছে
- সচেতনতা শিবিরের কথা ভাবছে প্রশাসন ও বিজ্ঞানমঞ্চ

সংগঠনের সদস্য তথা আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শান্তনু দত্তের বক্তব্য, 'জেলা সদরের এত কাছে যে এইরকমভাবে কুসংস্কার বাসা বাঁধবে, সেটা বিশ্বাস করা যায় না। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে তাকে নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন থাকতে পারে তবে কালাজাদু বলে যে কিছু হয় না সেটা গ্রামবাসীদের বুঝতে হবে।'

সচেতনতা শিবিরের কথা ভাবছে প্রশাসনও। এবিষয়ে বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপঙ্কর দাসের কথায়, 'আমরাও ওই গ্রামে একটি শিবির করার কথা ভাবছি।'

খুলবে অনুসারী কৃষক বাজার, আশায় হলদিবাড়ি

পড়ে থেকে নষ্ট হতে বসেছে হলদিবাড়ির অনুসারী কৃষক বাজার।

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৪ জুন : প্রায় ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হলদিবাড়ির অনুসারী কৃষক বাজার পড়ে থেকে থেকে নষ্ট হতে বসেছে। এবার সেই অনুসারী কৃষক বাজার চালু করা নিয়ে তৎপর হল কোচবিহার জেলা প্রশাসন। সেই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে ইতিমধ্যেই ব্লক প্রশাসনের তরফে বাজারটি পরিদর্শন করা হয়। পরিত্যক্ত বাজারের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্টও সংগ্রহ করা হয়েছে। বাজারটি চালু করার জন্য হলদিবাড়ির সবজি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহের মধ্যে এনিয়ে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হবে। সেবিষয়ে ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় চিঠি তৈরি করা হয়েছে। এমন খবরে হলদিবাড়ি ব্লকে কৃষকরা সকলেই খুশি। কষ্ট করে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের সঠিক মূল্য পাওয়ার আশায় স্বপ্ন বুনছেন তাঁরা। এনিয়ে হলদিবাড়ির বিডিও রেনজি লামো শেরপা জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে বাজারটি পরিদর্শন করে তার রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে হলদিবাড়ির পাইকারি সবজি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করে বাজারটি চালুর বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

২০১৮ সালে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রায় ১৪ কোটি টাকা ব্যয় করে ওই বাজারটি তৈরি করা হয়। কৃষিফার্মের জমিতে অবস্থিত বাজারটিকে মোট ১২টি ব্লকে ভাগ করে মোট ৬৪টি ছোট-বড় দোকান তৈরি হয়েছে। এর পাশেই রয়েছে কৃষক বাজার। সেটিও এখনও চালু হয়নি। বাজার দুটি চালু না হওয়ার ফলে প্রতি বছর হলদিবাড়ি শহরের বাজার চত্বরে টমেটো ও লংকার পাইকারি বাজার বসে। এতে বাজারে আসা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের দুর্ভোগে পড়তে হয়। বাজার চত্বরে যানজটে জনজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার ওপর বাজার চত্বরে অবস্থিত রেলগেটটি বন্ধ হলে দুর্ভোগ আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ভিনরাজ্য থেকে আসা বড় বড় ট্রাকে শহরে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। তার থেকে মুক্তি পেতে পুর নাগরিক সহ বাজারে আসা ক্রেতারা চাইছেন বাজার দুটি খুলুক।

এনিয়ে হলদিবাড়ি ভেজিটেবল লোডার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিগ্বিজয় সরকার বলেন, 'সরকারের তরফে যে পরিমাণ সেলামি ও মাসিক ভাড়ার কথা বলা হয়েছে। তা নিয়ে আপত্তিতেই বাজারটি চালু করা সম্ভব হয়নি।' আবার হলদিবাড়ির সহ কৃষি অধিকর্তা দীপ সিনহা জানান, জেলা শাসকের নির্দেশে বন্ধ হয়ে থাকা অনুসারী কৃষক বাজার চালু করার বিষয়ে তৎপরতা শুরু করা হয়েছে।

পরিবারের কাছে ফিরলেন মনোরোগী

মেখলিগঞ্জ, ২৪ জুন : মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তিকে আটক করে পরিবারের হাতে তুলে দিল কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ। ওডিশার ময়ূরভঞ্জ জেলার বাসিন্দা নীলকণ্ঠ নায়েকের ছেলে বিশ্বশ্বর নায়েককে তিনবিঘা সীমান্ত এলাকায় ঘুরে বেড়াতে দেখেন সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর জওয়ানরা। তখন তাঁকে আটক করে গত রবিবার কুচলিবাড়ি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। কুচলিবাড়ি থানা আটক ওই ব্যক্তির পকেট থেকে ফোন নম্বর উদ্ধার করে। এরপর তাঁকে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়। ওইদিনই ওডিশায় তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুলিশ। অবশেষে সোমবার ওই ব্যক্তির আত্মীয় পরিজনরা মেখলিগঞ্জ এসে পৌঁছান। তখন বিশ্বশ্বরকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার মানসিক ভারসাম্যহীন ওই ব্যক্তিকে নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হন তাঁর আত্মীয় পরিজন। বিশ্বশ্বরের ভাই দীপক নায়েক বলেন, 'রবিবার পুলিশের তরফে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে ভাইয়ের ছবি পাঠিয়ে ফোনে যোগাযোগ করা হয়। দেখেই ভাইকে চিনতে পারি। ভাই মনোরোগী। গত এক বছর ধরে সে নিখোঁজ ছিল। ভাইকে পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে।'

হাসপাতালের বাইরে বিশ্বশ্বর ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

দিঘি নয়, যেন কচুবন...

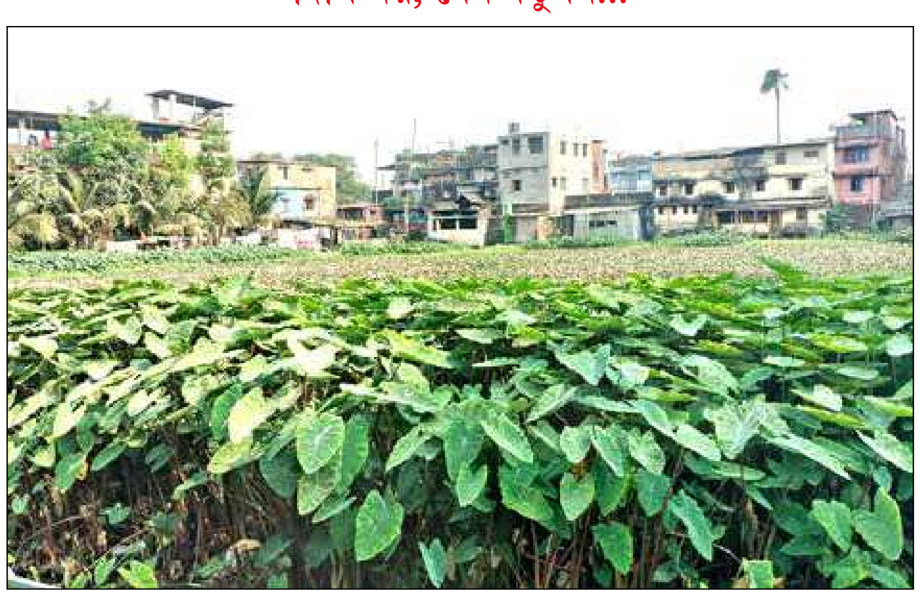
কোচবিহার হেরিটেজ শিবদিঘির বেহাল অবস্থা। ছবি : জয়দেব দাস

বিডিও'র বিরুদ্ধে কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ

আলিপুরদুয়ার ও কালচিনি, ২৪ জুন : বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে কাটমানি দিতে হয়। এই অভিযোগ তো এখন পুরোনো হয়ে গিয়েছে। জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সরকারি কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আগেও উঠেছে। তবে এবার খোদ কালচিনির বিডিও'র বিরুদ্ধে কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ উঠল। সেই অভিযোগ তুলেছেন কালচিনির এক পর্যটন ব্যবসায়ী। কেবল অভিযোগ তোলা নয়, তা লিখিতভাবে জানিয়েছেন জেলা শাসকের কাছে। যদিও সব অভিযোগ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন কালচিনির বিডিও মিঠুন মজুমদার।

সেই পর্যটন ব্যবসায়ী কিঙ্কর রায় আবার আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। মেন্দাবাড়িতে তাঁর একটি রিসর্ট রয়েছে। কিঙ্করের অভিযোগ, ফুড অ্যান্ড লজিং সংক্রান্ত লাইসেন্স রিনিউয়াল করতে গিয়ে কালচিনির বিডিও অতিরিক্ত টাকা চেয়েছেন। মঙ্গলবার জেলা শাসকের কাছে বিডিও বিরুদ্ধে তিনি অভব্য আচরণ করা ও অতিরিক্ত টাকা চাওয়ার অভিযোগ করেন। এদিন অভিযোগ জানানোর সময় সংগঠনের অন্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

অভিযোগ জানিয়ে বেরিয়ে আসছেন ব্যবসায়ীরা। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

তবে সেইসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে কালচিনির বিডিও মিঠুন বলেন, 'কারও কাছে কোনওরকম টাকা চাওয়া হয়নি। এমন কোনও প্রমাণ দেখাতে পারবেন না কেউ। চার বছর ধরে ওই ব্যক্তির রিসর্টের লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করা হয়নি। তার তদন্তের জন্য একটু দেরি হয়েছিল। তবে মঙ্গলবার সকালেই তাঁর লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ হয়ে গিয়েছে। তাঁকে সেকথা জানানোও হয়েছে।' এদিকে, কিঙ্কর ও বিডিও'র অভিযোগ-পালটা অভিযোগের পর নড়েচড়ে বসেছে জেলা প্রশাসন। বিডিও'র সঙ্গে হোটেল ও রিসর্ট মালিকদের কোনওরকম ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মেন্দাবাড়ি এলাকার ওই রিসর্টের লাইসেন্সের পুনর্নবীকরণের জন্য আবেদন করেছিলেন কিঙ্কর।

আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বলেন, 'আমাকে বলা হয়, বিডিও অফিসের কন্ট্রাকচুয়াল কর্মীদের বেতন সহ অন্যান্য কাজের জন্য এই টাকা নেওয়া হচ্ছে। সেই টাকা দিতে না চাইলেই আমাকে সারাদিন বসিয়ে রেখেও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি। এমনকি অতিরিক্ত টাকা না দেওয়ার জন্য অসম্মানজনক ব্যবহার করা হয়। তাই সংগঠনের তরফে এদিন জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছি।'

এবিষয়ে জেলা শাসক আর বিমলা ও অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) অশ্বিনীকুমার রায় মন্তব্য করতে চাননি।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে কেনাকাটা। মঙ্গলবার সিউড়িতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

হিন্দু ভোটে তথ্যে গরমিল

বুথ ও ভোটপ্রাপ্তি নিয়ে বিভ্রান্তি বিজেপির অন্দরে

কলকাতা, ২৪ জুন : কালীগঞ্জে হিন্দু প্রধান বুথের হিসেব নিয়েই গরমিল বিজেপিতে। ফল বেরোনোর পর কালীগঞ্জের হিন্দু ভোটের ৭৩ শতাংশ পেয়েছে বলে দাবি করেছে বিজেপি।

সেই অঙ্কে মোট হিন্দু প্রধান বুথের সংখ্যা উল্লেখ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, ১০৯টি হিন্দু প্রধান বুথের মধ্যে ১০৮টিতে জয়ী হয়েছে বিজেপি। শুভেন্দুর সেই দাবির ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মঙ্গলবার বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য দাবি করলেন কালীগঞ্জে ১০৫টি হিন্দু প্রধান বুথের মধ্যে ১০২টিতে জয়ী বিজেপি। হিন্দু বুথ ও ভোটপ্রাপ্তির নিয়ে বিজেপির নিজের দেওয়া তথ্যে এই গরমিলের জন্যই বিজেপির দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে তৃণমূল।

সোমবার সন্ধ্যায় নিজাম প্যালেসে কালীগঞ্জের ভোটের ফলের অন্তর্তদন্তে নেমে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হিন্দু প্রধান বুথের সংখ্যা নিয়ে দাবির সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতা তথা দলের আইটি সেলের কর্ণধার অমিত মালব্যর এদিনের এক্স হ্যান্ডেলের পোস্ট মিলছে না। এদিন অমিত মালব্য দাবি করেছেন, ৭০ শতাংশের বেশি হিন্দু জনসংখ্যা রয়েছে এমন ১০৫টি বুথের মধ্যে ১০২টিতে বিজেপি জয়ী। ৫০ শতাংশের বেশি হিন্দু ভোটার সম্পন্ন বুথে দলের শক্তি আগের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫০ শতাংশের বেশি মুসলিম ভোটার সমৃদ্ধ বুথের একটিতেও বিজেপি জিততে পারেনি। ২০২১ ও ২০২৪-এর তুলনায় হিন্দু ভোট একজোট হওয়া লক্ষ্যে আরও এগিয়েছে বিজেপি। সর্বশেষ কালীগঞ্জ নির্বাচনে ৭৪ শতাংশ হিন্দু ভোট একজোট করা গিয়েছে।

“

২০২৪-এর লোকসভা ভোটে ৫৪ শতাংশ হিন্দু ভোট এক হয়েছে। ৭০ শতাংশ হিন্দু ভোট এক করতে পারলে রাজ্যে বিজেপির সরকার নিশ্চিত।

শুভেন্দু অধিকারী

মালব্যর দাবি

- ১০৫টি বুথের মধ্যে ১০২টিতে বিজেপি জয়ী
- ৫০ শতাংশের বেশি হিন্দু ভোটার সম্পন্ন বুথে দলের শক্তি আগের থেকে বেড়েছে
- ২০২১ ও ২০২৪ সালের তুলনায় হিন্দু ভোট একজোট হওয়ার লক্ষ্যে আরও এগিয়েছে বিজেপি
- কালীগঞ্জ নির্বাচনে ৭৪ শতাংশ হিন্দু ভোট একজোট করা গিয়েছে

তবে কালীগঞ্জের হিন্দু বুথ ও হিন্দু ভোট নিয়ে যে বিভ্রান্তি থাকুক না কেন, এই নির্বাচনের ফল থেকে এটা স্পষ্ট যে, ২০১৯ থেকে এখনও পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে হিন্দু ভোট একজোট করার লক্ষ্যে এর আগেও এত বড় সাফল্য পাওয়া যায়নি। ২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে পরিবর্তন করতে হিন্দু ভোটের মেরুকরণ বিজেপির লক্ষ্য। সেই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেছেন, ‘২০২৪-এর লোকসভা ভোটে ৫৪ শতাংশ হিন্দু ভোট এক হয়েছে। ৭০ শতাংশ হিন্দু ভোট এক করতে পারলে রাজ্যে বিজেপির সরকার নিশ্চিত।’ কালীগঞ্জের ভোটে এর আগে বিজেপির সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্তি ছিল ৪২ শতাংশ। এবার সেখানে বিজেপি পেয়েছে ৭৩ শতাংশ হিন্দু ভোট।

এই পরিসংখ্যানকে হাতিয়ার করেই ’২৬-এর ভোটে সুদিন ফেরার আশায় বিজেপি। তবে বিজেপির এই হিন্দু ভোটের তত্ত্ব খারিজ করে তৃণমূলের সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ‘আমরা তো আগেই বলেছিলাম, বিজেপির হিন্দু ভোটের এই তত্ত্ব ভিত্তিহীন। রাজনৈতিক স্বার্থেই মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এই প্রচার করছে বিজেপি। কালীগঞ্জের মতো একটি বিধানসভাতেই যদি হিন্দু বুথের সংখ্যা নিয়ে দলে নানামুনি নানা মত হয় তাহলে প্রকৃত ঘটনা বুঝতে বাকি থাকে না। আসল কথা কালীগঞ্জে বিজেপি শুধু হারেনি। ওদের শক্তি ক্ষয়ও হয়েছে। সেই সত্য ধামাচাপা দিতেই হিন্দু বুথে জয়ের দাবিকে সামনে এনে মেরুকণের রাজনীতিকে উসকে দিতে চাইছে বিজেপি।’

জয়েন্টের ফলপ্রকাশে ‘ওবিসি জট’

কলকাতা, ২৪ জুন : ওবিসি জটে আটকে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলপ্রকাশ। এমনটাই মনে করছে রাজ্যের শিক্ষা মহল। কিন্তু দুশ্চিন্তা কাটছে না পরীক্ষার্থীদের। চলতি বছরের ২৭ এপ্রিল পরীক্ষা হলেও এখনও ফলপ্রকাশের কোনও খবর নেই বোর্ডের তরফে। তবে পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ড সূত্রে খবর, ফলপ্রকাশের তারিখ জানানো হবে শীঘ্রই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক পার্থপ্রতিম রায় জানিয়েছেন, ওবিসি মামলায় হাইকোর্ট অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়ায় এখনও পর্যন্ত সিট ম্যাট্রিক্স প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষা মহলের একাংশের মত, ওবিসি জট থাকা সত্ত্বেও যেভাবে রাজ্যের স্নাতক কলেজে ইতিমধ্যেই ভর্তি শুরু হয়েছে, সেভাবেই রাজ্য জয়েন্টের ফলপ্রকাশ করা যেতে পারে।

কল্যাণের জামিন

কলকাতা, ২৪ জুন : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি’র মামলায় জামিন পেলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন।

মমতার সাক্ষাৎ

কলকাতা, ২৪ জুন : সোমবার বিধানসভায় বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের হাতাহাতি বেধে গিয়েছিল। তখন মহিলা নিরাপত্তারক্ষী সহ ১৪ জন জখম হয়েছিলেন। মঙ্গলবার বিধানসভায় গিয়ে ওই কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জনগণনার কাজে বেকাররা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৪ জুন : কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে সরকারি চাকরির সুযোগ দিন-দিন কমছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের প্রস্তাবিত জনগণনার কাজে অস্থায়ীভাবে ৫০ হাজারের কাছাকাছি কর্মহীনের কাজের সুযোগ আসতে চলেছে। খুব শীঘ্রই দেশে জনগণনার কাজ শুরু হবে। অন্যান্য বারের চেয়ে এবার এই গণনার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। কারণ, এবার জনগণনার পাশাপাশি চলবে জাতগণনাও। জাতগণনাকে কেন্দ্র

প্রাধান্য দিলেও ইতিমধ্যেই দেশের বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে এই নিয়ে নানান অভিযোগ তোলা হয়েছে।

কেন্দ্রের ওই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশে জনগণনার কাজে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হবে। যাঁরা অস্থায়ীভাবে এই কাজ করবেন, মাসে তাঁদের আয় হবে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা। মঙ্গলবার দিল্লি সূত্রের খবর, এই নিয়োগের ব্যাপারে সব রাজ্যে প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে। সূত্রের খবর, যাঁদের এই কাজে নিয়োগ করা হবে তাঁদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক বা তার সমতুল হতে হবে। যেহেতু এবার জনগণনার কাজ হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে, সেই কারণে প্রার্থীদের মোবাইল ও ডিজিটাল কাজে সড়গড় হতেই হবে। কলকাতায় ‘সেনসাস’ অফিস সূত্রের খবর, এই কাজে যাঁরা সুযোগ পাবেন তাঁদের বিশেষ প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে। জনগণনার কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদনকারী অতিরিক্ত সুবিধা পাবেন এব্যাপারে।

এমনিতে প্রতি দশ বছর অন্তর দেশে জনগণনা হওয়ার কথা। সেদিক থেকে ২০২১ সালেই দেশে গণনার এই কাজ বকেয়া হয়ে যায়। কিন্তু দেশে ওই সময় কোভিড পরিস্থিতির কারণে জনগণনার কাজ শুরু হতে পারেনি। তারপরও কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর চলতি বছরে কেন্দ্র দেশে জনগণনা ও জাতগণনার কাজ একসঙ্গে করার সিদ্ধান্ত নেয়। দেশজুড়ে অনলাইন সমীক্ষার ওপর ভরসা করেই কেন্দ্র এবার এই কাজে এগোতে চাইছে। সেই জন্যই অস্থায়ী ‘পার্ট টাইম’ এই কাজে নিযুক্তদের ডিজিটাল ও মোবাইল ব্যবহারে বিশেষ দক্ষতা থাকার কথা বলা হচ্ছে।

বন্যা নিয়ে মমতার নিশানায় কেন্দ্র

কলকাতা, ২৪ জুন : কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির জন্যই উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যাপ্লাবিত হচ্ছে। একই কারণে দক্ষিণবঙ্গেও বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে মঙ্গলবার বিধানসভায় এই অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, ‘ভুটান থেকে জল ছাড়া হলে আমরা জানতে পারি না। সিকিমের জলের খবরও আমাদের কাছে আসে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার বলা সত্ত্বেও এই নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।’ কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মানছে না, এই অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বুলডোজ করছে কেন্দ্র। ডিভিসি আমাদের না জানিয়েই জল ছেড়ে দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে এক পয়সাও দেয়নি। অথচ অসম সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয়। ডিভিসিকে বারবার অনুরোধ করলেও তারা আমাদের না জানিয়েই জল ছাড়ে। সেই পরিস্থিতি সামলাতে রাজ্য সরকারকে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয়। এইভাবে চলতে পারে না।’

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেন, ‘ডিভিসি যদি ঠিকঠাক ড্রেজিং করত, তবে আরও ৪ লক্ষ কিউসেক জল ধারণ করার ক্ষমতা থাকত। কিন্তু ডিভিসি কোনও ড্রেজিং করে না। তার ফলেই বাংলার ওপর চাপ পড়ছে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য দেড় হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তারা এক টাকাও দেয়নি। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান খুব বড় প্রকল্প। সেই জন্যই এর কাজ শেষ করতে একটু সময় লাগবে।’ পরে তাঁর ঘরে সাংবাদিকদের বলেন, ‘দু-বছরের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ আমরা শেষ করব।’

উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ভারত-ভুটান নদী কমিশন করার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানানোর চেষ্টা করেছি। সেখানে বিরোধী দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিরোধী দল এই দাবি জানাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশই করছে না। ভুটান থেকে ছাড়া নদীর জলে প্রতি বছর উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা ভেসে যায়। নদী কমিশন আমরা করতে পারি না। কারণ এটা আন্তর্জাতিক বিষয়। কিন্তু এই রাজ্যের বিরোধী দল কোনও সদর্থক কাজে এগিয়ে আসে না। এটাই দুর্ভাগ্যের।’ ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করতে দ্রুত প্রতিনিধিদল পাঠাতে এদিনই সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়াকে নির্দেশ দেন মমতা। মানসবাবু বলেন, ‘দু-বছর আগে বিধানসভায় ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিরোধী বিজেপি তাদের কোনও প্রতিনিধির নাম আমাদের দেয়নি। আমরা এবার নিজেরাই প্রতিনিধিদল তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করব।’

যুদ্ধবিমানের চাকায় রথ

কলকাতা, ২৪ জুন : কলকাতায় ইসকনের রথযাত্রার সূচি ঘোষণা করা হল। ২৭ জুন শুক্রবার দুপুর ১২টায় হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট থেকে যাত্রা শুরু হবে। এবার বাড়িতে বসেই রথযাত্রার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন দর্শনার্থীরা। ইসকনের ওয়েবসাইটে রথযাত্রার প্রতি মুহূর্তের তথ্য পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন কলকাতা ইসকনের সহসভাপতি রাধারমণ দাস। ২৮ জুন থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অবস্থান করবে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা। সেখানেই হবে মহামেলা। ৩ জুলাই উৎসবে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবারের কলকাতায় ইসকনের রথ চলবে যুদ্ধবিমান সুখোই-৩০-এর চাকায়। রথের সামনে সাংস্কৃতিক কর্মসূচি হবে। দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করবেন। ২৮ জুন থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ হবে। সন্ধ্যায় ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় সহ পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের অনুষ্ঠানেরও আয়োজন রয়েছে।

Government of India

“ সংবিধান হত্যা দিবস, যখন ভারতের সংবিধানকে পদদলিত করা হয়েছিল, সেইদিনের স্মৃতি হিসেবে এটি পালিত হয়। এটি সেইসমস্ত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের একটি সুযোগ যারা জরুরি অবস্থার কারণে কষ্ট পেয়েছিলেন, যা ভারতীয় ইতিহাসের একটি অন্ধকার অধ্যায়।”

- নরেন্দ্র মোদি
প্রধানমন্ত্রী

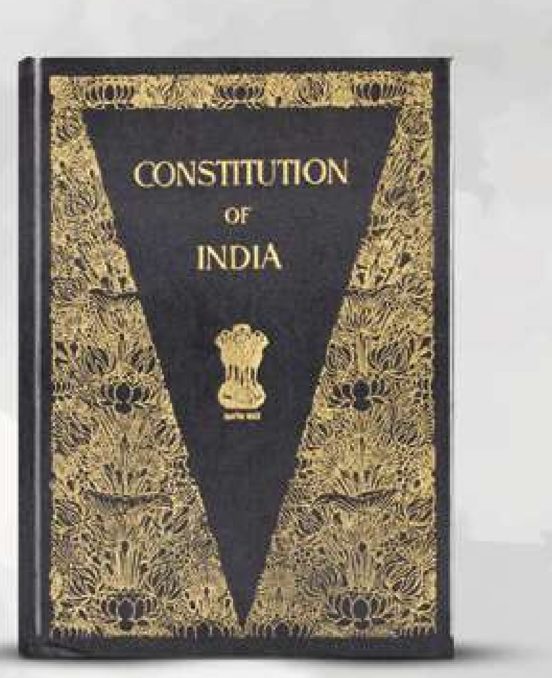

পুনরাহ্বান, প্রতিফলন এবং স্মরণ জরুরি অবস্থা আরোপের ৫০ বছরের পূর্তি
সংবিধান হত্যা দিবস ২০২৫ স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে একটি অন্ধকার অধ্যায়

সংবিধান হত্যা দিবস ২০২৫
স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়

জরুরি অবস্থার খবর, ২৭ শে জুন ১৯৭৫

মুখ্য অতিথি
শ্রী অমিত শাহ
মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সহযোগিতামন্ত্রী

২৫শে জুন ২০২৫। দুপুর ২:০০ টা
স্থান : ত্যাগরাজ স্পোর্টস কমপ্লেক্স, দিল্লি

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ

জরুরি অবস্থার উপর বিশেষ নাটক
‘দীর্ঘজীবী হোক গণতন্ত্র’-থিমের উপর প্রদর্শনী
জরুরি অবস্থার উপর স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শন
‘গণতান্ত্রিক ক্ষমতা’-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বাক্ষর

বিশেষ উপস্থিতিতে

শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোব — মাননীয় রেলমন্ত্রী, যোগাযোগ এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী, ভারত সরকার
শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত — মাননীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী, ভারত সরকার
শ্রী বিনয় কুমার সাক্সেনা — মাননীয় লেফটেন্যান্ট গভর্নর, দিল্লি
শ্রীমতী রেখা গুপ্তা — মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, দিল্লি

ডিডি নিউজে সরাসরি সম্প্রচার দেখুন
বিস্তারিত তথ্যের জন্য স্ক্যান করুন
CBC 09101/13/0005/2526

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৮ সংখ্যা, বুধবার, ১০ আষাঢ় ১৪৩২

বাংলার বাস্তব

হিন্দু দেবীর ছোঁয়া কালীগঞ্জের নামে। কিন্তু হিন্দুত্বের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করল কালীগঞ্জ। বাস্তব হল, দেবী কালী যে বিধানসভা কেন্দ্রের নামের সঙ্গে জড়িয়ে, সেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অহিন্দুর বসবাস। সেই অহিন্দুরা মূলত ইসলাম ধর্মাবলম্বী। কথায় কথায় যে সম্প্রদায়ের মানুষকে জেহাদি, মৌলবাদী, জঙ্গি ইত্যাদি বলে দেগে দেওয়া হয়। কখনও পরোক্ষে, কখনও সরাসরি এই ধর্মসম্প্রদায় বিজেপির কটাক্ষের মুখে পড়ে। খোদ প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত লুঙ্গি পোশাক নিয়ে কটাক্ষ করেন।

ভোটের রাজনীতিতে পশ্চিমবঙ্গে মেরুকরণ আগে কখনও ছিল না, তা নয়। সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক তৈরি করে রেখেছিল কংগ্রেস। এখনও মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদের সংখ্যালঘুদের একাংশ 'হাত' প্রতীকে আস্থা রাখে। বাম জমানায় আবার কিছু এলাকায় সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক তৈরি করে রেখেছিল সিপিএম। তৃণমূল ওই দুই দলের সংখ্যালঘু সমর্থনকে অনেকটা তছনছ করে নিজের ভোটব্যাংককে শক্তপোক্ত করে ফেলেছে।

মেরুকরণের চেষ্টা করে বিজেপি প্রকৃতপক্ষে আরও বেশি করে মুসলিম ভোটকে ঘাসফুলের আশ্রয়ে ঠেলে দিয়েছে গত কয়েক বছর ধরে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা দখলের মরিয়া চেষ্টায় মেরুকরণকে যত বেশি আঁকড়ে ধরছে বিজেপি, তত তৃণমূলের সংখ্যালঘু সমর্থন মজবুত করছে। বাংলার মাটিতে একবল্গা মেরুকরণ যে পদ্মের চাষ বাড়াবে না, তা আরও স্পষ্ট করে দিল কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফল।

উপনির্বাচন সাধারণত শাসকদলের অনুকূলে যায়, এরকম একটা ধারণা আছে বটে। কিন্তু সবসময়ই যে তা সঠিক নয়, দেশের বেশ কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রের সদ্য উপনির্বাচনে তা স্পষ্ট হয়ে গেল। গুজরাটে আপ জয়ী হয়েছে। কেরলে শাসক সিপিএমকে হারিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস। ২০২৪-এর পর বাংলায় যে ১১টি উপনির্বাচন হয়েছে, তার প্রত্যেকটি অবশ্য তৃণমূলের দখলেই গিয়েছে। সেটা শুধু শাসকদল হওয়ার সুবাদে বলাটা অতি সরলীকরণ হয়ে যাবে।

বিজেপি প্রচার করে থাকে, হিন্দু ভোটকে এককাট্টা করা গেলে বাংলার মসনদ দখল শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। সেই প্রচারটাকেও ধাক্কা দিয়ে গেল কালীগঞ্জ। মোথাবাড়ি, সামশেরগঞ্জ বা মহেশতলা পরবর্তী পরিস্থিতিতে এই প্রচারটাকে তুঙ্গে তুলেছিল বিজেপি। বিশেষ করে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলতে শুরু করেছিলেন, আর ৪-৫ শতাংশ হিন্দু ভোট পেলে বিজেপির জয় অবধারিত। কালীগঞ্জ সেই ধারণাটির মূলে কুঠারাঘাত করেছে। বরং অতি মেরুকরণের ধাক্কায় কালীগঞ্জে পদ্মের ভোট কমে গিয়েছে প্রায় ৩ শতাংশ।

মেরুকরণের ধাক্কায় উলটে তৃণমূলের ভোটপ্রাপ্তির হার বেড়েছে। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে কালীগঞ্জে তৃণমূলের ঝুলিতে ছিল ৪৬.৮৪ শতাংশ। সদ্য উপনির্বাচনে সেই হার বেড়ে হয়েছে ৫৫.১৫। অর্থাৎ মাত্র এক বছরে বৃদ্ধি হয়েছে ৮.৩১ শতাংশ। বাম-কংগ্রেস সামান্য ভোট বাড়িয়েছে বটে। কিন্তু তৃণমূলের জয়যাত্রায় কাঁটা বিছাতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভাবনা ও ভোট-রাজনীতির চরিত্র বুঝতে না পারার জন্যই বিজেপির এই হাল সন্দেহ নেই।

মুসলিম ভোটকে এড়িয়ে যাওয়া এক জিনিস। কিন্তু ভোটে মুসলিম বিদ্বেষকে উসকে দেওয়া আরেক জিনিস। শুধু মুসলিমদের বাদ দিয়ে রাজনীতি করলে তৃণমূলের ভোটব্যাংক এত শক্ত হত না। বিভাজনের রাজনীতি একদিকে মুসলিম ভোটকে পুরোপুরি বিজেপির শত্রু করে তুলছে। অন্যদিকে, গোটা হিন্দু ভোটকে এক ঝুলিতে ভরতে পারছে না। বরং হিন্দু ভোটের একাংশকেও বিক্ষুব্ধ করে তুলছে।

হিন্দু ভোট ধরে রাখতে তৃণমূলও মেরুকরণ করছে। দিঘায় জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ ও বিভিন্ন পুজো, ধর্মীয় মেলায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সেই মেরুকরণের অঙ্গ। সেই প্রয়াস ততটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ডেকে আনছে না তৃণমূল মুসলিমদের সম্পর্কে সহনশীল বলে। সেই সহনশীলতা বাম ও কংগ্রেসেরও আছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তৃণমূলকেই আঁকড়ে ধরছেন সংখ্যালঘুরা। উলটোদিকে হিন্দু ভোট বিজেপির পতাকা তলে এককাট্টা হচ্ছে না। কালীগঞ্জ সেটা আবার বুঝিয়ে দিল।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

- শ্রীঅরবিন্দ

আলোচিত

ইজরায়েল যেভাবে সকালের দিকে ইরানকে আক্রমণ করেছে, সেটা আমি পছন্দ করি না। ইরানও চুক্তি ভেঙে আক্রমণ করেছে। তবে ইজরায়েল আর আক্রমণে যাবে না। ইরানে 'ফ্রেন্ডলি প্লেন ওয়েভ' দেখিয়ে আবার ফিরে যাবে নিজের দেশে। সিজফায়ার চালু হয়ে গিয়েছে।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে হাতির দল। একটি বাচ্চা হাতি ফলের গাড়ি দেখে লোভ সামলাতে পারেনি। গাড়ির কাছে গিয়ে শুঁড় বাড়িয়ে দেয়। একজন ক্রেতা এক টুকরো আখ দিতেই শুঁড়ে নিয়ে দলের দিকে হাঁটা লাগায় ছোট্ট হাতি। দু'পক্ষই যেন বন্ধু হয়ে গিয়েছে।

আজ

১৯২২

'ছন্দের জাদুকর' সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রয়াত হন আজকের দিনে।

২০০৯

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় মাইকেল জ্যাকসনের।

সোজা-সাপটা

বিমলা গ্রহণ করার পর প্রসাদ রূপান্তরিত হবে 'মহাপ্রসাদে'। এই মহাপ্রসাদে আচণ্ডালের অধিকার। চণ্ডাল এবং ব্রাহ্মণ একসঙ্গে এই প্রসাদ গ্রহণ করলেও স্পর্শদোষে উচ্ছিষ্ট অপবিত্র হবে না। শেষতম কণিকাটিও সমানভাবে পবিত্র থাকবে।

লক্ষ্মী রাঁধেন, দেবতারা নেন জগন্নাথের প্রসাদ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

প্রভুর পূজা হবে কোন মন্ত্রে? 'রাজভোগ' অপ্রকাশিত একটি পুঁথি। সেখানে আছে পূজাবিধি। তিনজন পুরোহিত তিন দেবতার পূজায় বসবেন। বাসুদেব মন্ত্রে বলভদ্রের পূজা, ভুবনেশ্বরী মন্ত্রে সুভদ্রার আর মন্ত্ররাজ নৃসিংহ মন্ত্রে জগন্নাথ দেবের। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আদেশ পেয়েছিলেন, প্রভুকে নৃসিংহ মন্ত্রে পূজা করবে। নরসিংহের পরিচিত মূর্তি হল, একটি মস্তক ও দুটি হাত।

জগন্নাথ দেবের প্রসাদ রূপান্তরিত হবে মহাপ্রসাদে। কীভাবে? আবার পুরাণ। দেবী বিমলা প্রভু জগন্নাথকে তাঁর মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন একটি শর্তে। জগন্নাথ দেবকে নিবেদিত অন্নভোগ পরিচিত হবে 'প্রসাদ' নামে। এইবার সেই প্রসাদ নিবেদিত হবে বিমলার কাছে। বিমলা গ্রহণ করার পর প্রসাদ রূপান্তরিত হবে 'মহাপ্রসাদে'। এই মহাপ্রসাদে আচণ্ডালের অধিকার। চণ্ডাল এবং ব্রাহ্মণ একসঙ্গে এই প্রসাদ গ্রহণ করলেও স্পর্শদোষে উচ্ছিষ্ট অপবিত্র হবে না। শেষতম কণিকাটিও সমানভাবে পবিত্র থাকবে। জগন্নাথ দেব শর্ত মেনে মন্দিরে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

এই মহাপ্রসাদ প্রকৃতই মহা-প্রসাদ। স্বয়ং ব্রহ্ম। সারা ভারতের মানুষের কাছে একটি মহাবস্তু। তাঁরা বিশ্বাস করেন, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী রন্ধন করেন আর রত্নবেদিতে দাঁড়িয়ে দেবতারা গ্রহণ করেন।

প্রভু কোন মাসে কী বেশ ধারণ করেন? বেশের রূপান্তর। বৈশাখে চন্দন বেশ। প্রভু মদনমোহন। জ্যৈষ্ঠে হস্তীবেশ। প্রভু তখন গণেশ। আষাঢ়ে গুণ্ডিচা থেকে ফিরে আসার পর স্বর্ণবেশ। শ্রাবণে পরপর দুটি বেশ, চিতালাগি বেশ আর রাহুরেখালাগি বেশ। ভাদ্র মাসে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ লীলা। প্রথম বনভোজন বেশ, তারপর কালীয় দমন বেশ, প্রলম্ববধ বেশ, অবশেষে বামন বেশ। আশ্বিনে রাজবেশ। কার্তিকে তাঁর অনেক রূপধারণ। লীলা জমজমাট। শ্রীরাধাদামোদর, ত্রিবিক্রম, বামন, নৃসিংহ, পরশুরাম, সবশেষে রাজাধিরাজ। অঘ্রানে শীতবস্ত্র অঙ্গে, যার নাম ওড়ন। মাঘে পদ্মবেশ। মাঘী পূর্ণিমায় গজোদ্ধারণ বেশ। বসন্ত পঞ্চমীর দিন চাঁচেরি বেশ। ফাল্গুনে কুণ্ডলবেশ, দোল পূর্ণিমায় রাজবেশ। চৈত্রে প্রভু রামরাজা বেশে শ্রীরামচন্দ্র।

এভাবেই জগন্নাথ দেব রূপে-রূপান্তরে, পুরুষোত্তম হয়ে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অনন্ত লীলায় মেতে আছেন।

ওড়িশা জগন্নাথ ক্ষেত্র। শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের পটমণ্ডল। রাজ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি শাসন তাঁকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। ধর্মানুসরণে, কি জৈন, কি বৌদ্ধ, কোনও সম্প্রদায়ই তা পারেননি। জগন্নাথের ছায়া থেকে কে বেরোবে! অরণ্য গভীর। স্বয়ং মহীরূহ। মহী-শব্দের আশ্রয়ে এই পৃথিবী। মহীতল-ভূতল, মহীধ্র-পর্বত, মহীনাথ-নৃপতি। অরণ্যেই উদ্গীত আরণ্যক বেদান্তের বেদ-অন্ত, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।

একটি শঙ্খ যেন সমুদ্রোত্থিত। মস্তকে পশ্চিমসীমা, সেখানে বসে আছেন নীলকণ্ঠ শিব। শঙ্খের উদর সমুদ্রের জলে। শ্বেতশুভ্র শঙ্খটি মাথা তুলে এক ক্রোশ মাত্র এগিয়েছে। 'শঙ্খাগ্রে নীলকণ্ঠ স্যাদেৎক্রোশঃ সুদুর্লভঃ।' এই ক্রোশমাত্র ক্ষেত্র অতি সুদুর্লভ। সাক্ষাৎ নারায়ণের এই ক্ষেত্রটি পরম ধন। 'সুবর্ণবালুকাকীর্ণং নীলপর্বতশোভিতম্।' উৎকল খণ্ডে ঋষি জৈমিনি এই কথাই বলছেন। এই ক্ষেত্রের বিস্তার পাঁচ ক্রোশ। এর মধ্যে তীর্থরাজ সমুদ্র তটবর্তী দু-ক্রোশ অতি পবিত্র।

শ্রীভগবান উবাচ, 'সমুদ্রের উত্তর তীরে মহানদীর দক্ষিণ প্রদেশটি পৃথিবীর মধ্যে সকল তীর্থের ফল প্রদান করেন। একাম্রকানন ভুবনেশ্বর হতে দক্ষিণ সমুদ্রের তটভূমি পর্যন্ত প্রত্যেক পদবিক্ষেপের স্থান উত্তরোত্তর অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ। সিন্ধুতীরে যে স্থানে নীলপর্বত বিরাজমান, পৃথিবীতে সেই স্থানটি গোপনীয়, এমনকি ব্রহ্মারও অতি দুর্লভ।'

কেন দুর্লভ? ইতিহাসে হয়তো যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর মিলবে। একথা ঠিক পুরীর মতো সমুদ্রসৈকত দ্বিতীয় আর নেই। গোল্ডেন বিচ, সুবর্ণ সৈকত। সৈকত থেকে শ্রীমন্দির সামান্য দূরত্ব। শ্রীক্ষেত্রের শ্রীমন্দিরের বিপুল বৈভবের পশ্চাতে ১৬ জন নৃপতির প্রয়াস রয়েছে। এঁদের মধ্যে প্রথম নামটি হল অনন্তবর্মন চোড়ঙ্গদেব বা চুড়ঙ্গদেব। তিনি ঘোষণা করেন, ওড়িশার রাজাধিরাজ মহাপ্রভু জগন্নাথ দেব, আমি মহাপ্রভুর সামন্তরাজা, রাউত। রাজাধিরাজ জগন্নাথ দেবের মন্দিরের রূপ হল, যেন সুবিশাল একটি দুর্গ। একাধিক প্রাকার ও বাধা অতিক্রম করতে পারলে তবেই তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে। ১০.৭ একর জমির ওপর এই মন্দির। দুটি প্রাকার দিয়ে ঘেরা। প্রথমটির নাম মেঘনাদ বেড়া, দ্বিতীয়টির নাম কুর্মবেড়া। চারটি প্রবেশ পথ। সিংহ দুয়ার, সিংহ শৌর্যের প্রতীক। অশ্ব দুয়ার, অশ্ব সামরিক শক্তির প্রতীক। ব্যাঘ্র দুয়ার, ব্যাঘ্র তেজের প্রতীক। হস্তী দুয়ার, হস্তী সম্পদের প্রতীক। আর অপর ব্যাখ্যা হল, সিংহ ধর্ম, হস্তী অর্থ, অশ্ব কর্ম, ব্যাঘ্র মোক্ষের প্রতীক।

জগন্নাথ দেবের দুর্গে সর্বত্র রহস্য। প্রতি পদক্ষেপে রহস্য। সিংহদ্বারের দু'ধারে দেবমণ্ডল। এটি অতিক্রম করলেই সামনে বাইশটি সোপান। দেশীয় ভাষায় 'বাইশ পহছা'। শুরু হল রহস্যমণ্ডল। এই বাইশটি সিঁড়ি হল যোগদর্শনের বাইশটি তত্ত্ব। ধাপে ধাপে সাজানো, পঞ্চভূত, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত ইত্যাদি। জৈনরা বলেন, এই বাইশটি সিঁড়ি হল তাঁদের বাইশজন তীর্থঙ্কর। এঁদের স্পর্শ নিতে নিতে পৌঁছোতে হবে আদি দেব ঋষভনাথের কাছে। আবার এমন যুক্তিও আছে, জগন্নাথ দেব গোলোকবাসী। তলায় পড়ে আছে অষ্ট বৈকুণ্ঠ, তার তলায় চতুর্দশ ভুবন। হিরণ্যগর্ভ পদ্মাসনে প্রভুর আসন। তাঁর বেদির কাছে যেতে হবে এই চতুর্দশ ভুবন আর অষ্ট বৈকুণ্ঠ অতিক্রম করে। সপ্তভুবনে লুকিয়ে আছে তন্ত্রের ষটচক্র। একটি ঊর্ধ্বলোকের উত্থান সোপান। অধোলোকেও সাতটি তল, অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহীতল, রসাতল আর পাতাল। এইবার অষ্ট বৈকুণ্ঠের পরিচয় হল শ্রীবৈকুণ্ঠ, কৈবল্য বৈকুণ্ঠ, কারণার্ণব বৈকুণ্ঠ, শেষশায়ী বৈকুণ্ঠ, শ্বেতদ্বীপ বৈকুণ্ঠ, পরব্যোম বৈকুণ্ঠ, গর্ভোদকশায়ী বৈকুণ্ঠ আর কৈলাস।

এই দীর্ঘ, দুস্তর, সাধন-পথ ধরে এগোতে হবে। পথের শেষে 'ওমেগা পয়েন্টে' অপেক্ষায় রয়েছেন ভগবান হাত দুটি বাড়িয়ে। সেই কারণেই বোধহয় প্রভুর হাত

দুটিই সার। আর দূরবিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন জগৎ পথের দিকে জগতের নাথ। 'দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং। রথারূঢ়ো গচ্ছন।' জ্ঞানমিশ্র ভক্তিই ওড়িশার বৈষ্ণবদের সাধন-পথ। বজ্রযানী বৌদ্ধ আর নাথ সম্প্রদায়ের প্রভাবও পড়েছিল। তাঁদের সম্মিলিত দর্শন হল, শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব হলেন পঞ্চমাত্রা, পঞ্চভূত, পঞ্চবীজ, পঞ্চদেব এবং জীব ও পরমাত্মার মিলিত তনু। মানুষ বাইশ রকমের অপরাধে অপরাধী। এই অপরাধ দেবতার কাছে। ওই বাইশটি ধর্ম সোপান উল্লঙ্ঘনে বাইশটি পাপ-স্খলন। বাইশটি ধাপ বাইশটি তীর্থভূমি। পবিত্র থেকে পবিত্রতর হতে হতে পুরুষোত্তম প্রাপ্তি। মূর্তির অভ্যন্তরে আছে ব্রহ্মবস্তু। ব্রহ্মের অপার মহিমা লাভ।

কিন্তু তিনি কে? বৈষ্ণব অথবা শাক্ত। শবরের সেবা অস্বীকার করে রাজা হলেন ওণ্ড্র দেশে। নীল পর্বতে। সমুদ্রের তটে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ। গোপীদের কাঁদিয়ে, বৃন্দাবনে ভাসিয়ে, 'লাল পাগুড়ি দিয়ে মাথে, রাজা হলেন মথুরাতে।' আবার গীতায় বসে অর্জুনকে বললেন, সখা! 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম।' যে যেভাবে, যে রূপে আমাকে চায় আমি সেই ভাবে সেই রূপেই তার সেবা, পূজা গ্রহণ করে প্রার্থিত ফল দান করি।

ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট বিষ্ণু বললেন, এটি আমার ক্ষেত্র। এখানে আমি চির আসীন অক্ষয় বট। সমুদ্রতনয়া লক্ষ্মী আমার ক্রোড়ে আসীন। আমি অক্ষয় বট। এখানে পাপ-পুণ্যের বিচার নেই। যমের দণ্ড অচল। এখানে একটা কাকও মৃত্যুর পর সাযুজ্যলাভ করে। তীর্থ-যজ্ঞ, দান-ধ্যানে যে ফল, এই ক্ষেত্রে একদিন মাত্র বাস করলে সেই ফল লাভ। নিমেষমাত্র বাস করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

যমরাজ বললেন, সে তো হল, এই ক্ষেত্রের এমন জগৎ-ছাড়া মহিমা হল কী করে, যেখানে আমার শাসন অচল? শ্রীবিষ্ণু শ্রীলক্ষ্মীকে বললেন, 'বলে দাও'। শ্রী তখন শ্রীক্ষেত্রের শক্তি বলয়ের কথা বললেন, 'এই পঞ্চক্রোশ পরিমিত এলাকায় তোমার দণ্ড অচল। তাহলে শোনো, এই অন্তর্বেদীটি রক্ষার জন্যে আমি আটটি শক্তি কল্পনা করেছিলাম। ইতিমধ্যে মহাদেব উগ্র তপস্যা শুরু করলেন। তখন আমার শরীর থেকে সুন্দরী গৌরীকে তার পত্নীরূপে সৃজন করলুম। গৌরীকে আদেশ করলুম, এই অন্তর্বেদীর চতুর্দিক রক্ষা করো। সেই গৌরী আমার প্রীতির নিমিত্ত অষ্টপ্রকার মূর্তি ধারণ করে অষ্টধা দিক্ষু সংস্থিতা।

বটমূলের অগ্নি কোণে মঙ্গলা, পশ্চিমে বিমলা, শঙ্খের পূর্বভাগ বায়ু কোণে সর্বমঙ্গলা, উত্তর দিকে অর্ধাশনী, ঈশান কোণে লম্বা, দক্ষিণে কালরাত্রী, পূর্বদিকে মরীচিকা, নৈঋতে চণ্ডরূপা। এই ভীষণারূপা অষ্টশক্তির দ্বারা অন্তর্বেদী সর্বতোভাবে রক্ষিত।'

ক্ষেত্রস্বামী ভগবান বিষ্ণু। রুদ্রাণীর অষ্টশক্তির দ্বারা রক্ষিত। এখন রুদ্র কী করেন! তিনি ভগবানকে বললেন, তুমি যেখানে আমিও সেখানে, তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। রুদ্র আটভাগে বিভক্ত হলেন। ক্ষেত্রস্বামী ভগবান সেই অষ্টরুদ্রকে আটদিকে রেখে নিজে বসলেন মাঝখানে।

মহাদেব নিজেকে এই ভাবে সাজালেন, কপালমোচন, কাম, ক্ষেত্রপাল, যমেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, বিশ্বেশ্বর, নীলকণ্ঠ, বটমূলে বটেশ্বর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গৌরী, লক্ষ্মী সবাই এসে গেলেন। লক্ষ্মীদেবী পিতামহ ব্রহ্মাকে বললেন, 'আপনি এই অত্যাজ্য ক্ষেত্রে সুবর্ণ বালুকায় আবৃত হয়ে আমাদের সঙ্গে অবস্থান করবেন। সত্যযুগে বিষ্ণুপরায়ণ ও সকল যোগের আহর্তা, শাস্ত্রজ্ঞ এক রাজা জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁর নাম হবে ইন্দ্রদ্যুম্ন। তিনি এই পুণ্যক্ষেত্রে আসবেন, মহাভক্তি প্রকাশ করবেন। ভগবান তাঁকে অনুগ্রহ করে একটি দারুতে উৎপন্ন হবেন।'

এক পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা সূর্যবংশীয় শ্রী ইন্দ্রদ্যুম্ন মালবদেশে এলেন। অবন্তীনগরে তাঁর রাজধানী। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুগ সত্যযুগের সূচনা হল। রাজপুরোহিত বিদ্যাপতি। ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজসভায় ভগবৎ প্রেরিত এক বৈষ্ণব এসে শ্রীশ্রী নীলমাধবের কথা শুনিয়ে গেলেন। ব্যাকুলের ব্যাকুলতা গেল। দিকে দিকে অনুসন্ধানকারীরা বেরিয়ে পড়লেন অনুসন্ধানে। অনার্যদেশে রাজপুরোহিত বিদ্যাপতি সুকৌশলে সন্ধান পেলেন শবর পূজিত নীলমাধবের। শবরের নাম 'বিশ্বাবসু'। শুরু হল জগন্নাথ কাহিনী। দীর্ঘ সময় দীর্ঘ কাহিনী।

ফিরে আসি বাইশধাপের তৃতীয় ধাপে। এই ধাপ পবিত্রতম। শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের অভিষেক। এই অভিষেকে উপস্থিত থাকার জন্যে সব দেবদেবী নীলাচলে নেমে এসেছেন। শিব তখনও কাশী থেকে এসে পৌঁছোতে পারেননি। বৃদ্ধ বৃষভ বাহনে চড়ে শিব যখন এলেন জগন্নাথ দেব তখন রত্নবেদিতে আরোহণ করে গেছেন। নেমে শিবকে অভ্যর্থনা করার উপায় নেই। বিশ্বনাথ তৃতীয় ধাপ পর্যন্ত উঠে অপেক্ষা করছেন, জগন্নাথ দেব এসে অভ্যর্থনা করবেন। এদিকে অভিষেক শুরু হয়ে গেছে। জগন্নাথ সিংহাসন ছেড়ে উঠতে পারছেন না। বিশ্বনাথ অপমানিত বোধ করে তৃতীয় ধাপে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, আর এগোচ্ছেন না। কথাটা জগন্নাথ দেবের কানে গেল। জগন্নাথ দেব বললেন, 'শিব ওইখানেই অবস্থান করুন। প্রতিবছর রথযাত্রার সময় আমি তাঁকে দর্শন করব।'

জনমন জনমত

নলবাহিত পানীয় জল থেকে বঞ্চিত

কল আছে অথচ জল নেই- এই দুর্ভোগের শিকার ঝাড়আলতা-১'এর ১৫/৬২ এবং ১৫/৬৩ নম্বর পার্টের বাসিন্দারা। অথচ বিভাগীয় দপ্তরের অধিকর্তা থেকে জনপ্রতিনিধি সকলেই নির্বিকার।

জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের অধীনে এই দুই পার্টের বাসিন্দারা টাইমকলের থেকে নিয়মিত পানীয় জল পেতেন। উপভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি নলবাহিত জল দিতে ভূগর্ভস্থের মেইন লাইনে লিংক করা হয়। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, সবই এখন অকেজো অবস্থায় পড়ে। কারও বাড়ির পাইপ উঠে গিয়েছে, তো কারও কল ভেঙে চুরমার।

বছর দুয়েক আগে ধূপগুড়ি থেকে নাথুয়া পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার রাস্তা নতুন করে সম্প্রসারণ করা এবং ডাউকিমারি বাজারে এক কিলোমিটার হাইড্রেন নির্মাণের দরুন ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের লাইনটি কাটা পড়ে যায়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত পানীয় জলের ক্ষতিগ্রস্ত লাইনটি মেরামত করার কোনওরকম তৎপরতা দেখায়নি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ।

কোনওরকম কারসাজি না করে জরুরি ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করে এই দুই গ্রামের মানুষের জন্য পানীয় জলের লাইনটিকে মেরামত করার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাহলে অজস্র মানুষের উপকার হবে।

গুরুদয়াল অধিকারী
ডাউকিমারি বাজার, জলপাইগুড়ি।

এটা নদী না নালা, বিলুপ্তির পথে জোড়াপানি

শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি এলাকায় জোড়াপানি নদীর যেন কদর্যময় পরিবেশ। যে সময় নদী বাঁচাও স্লোগান চলছে, তাতে এই নদীর এমন অবস্থা দেখলে মনে হয় এসব স্লোগান শুধু মুখে মুখে। নদীর আশপাশে শিল্প কারখানা আছে। যত আবর্জনা ফেলা হচ্ছে সব এই নদীতে। ফলে নদীটি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। নদীর জল কালো হয়ে দুর্গন্ধময় হয়েছে। এই নদীর পাশ দিয়ে গেলে দুর্গন্ধ বোঝা যায়।

আমি প্রায়ই এই নদীর পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করি। জোড়াপানি ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে নদীর দুরবস্থা দেখি। নদীর জল বিষাক্ত হয়েছে। চারপাশে কারখানা আছে। তাই সবকিছু ফেলার জন্য সুবিধা হয়েছে।

নদীর উত্তর দিকে মানে জোড়াপানি ব্রিজের উত্তর দিকে এক বছর আগেও প্রচুর গাছপালা ছিল। পুরো এলাকায় শুধু গাছপালা ছিল। এখন সব গাছপালা কেটে পরিষ্কার করে শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠার জন্য প্রস্তুতি হচ্ছে। এরপর মনে হয় আর নদীটির কোনও অস্তিত্ব থাকবে না।

নদীর দুই ধার জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে। এই নদীর দিকে কোনও খেয়াল নেই? পরিবেশপ্রেমীকদের কাছে আর্জি, জোড়াপানি নদীটি বাঁচাতে জোরকদমে পদক্ষেপ করুন, না হলে এই নদীটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে মানুষের প্রয়োজন মেটাতে।

পরিবেশ সুস্থ রাখতে নদীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষা করতে সবাই এগিয়ে আসুন। পরিবেশ ও প্রকৃতি একমাত্র জীবনের উৎস নদীটিকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর হতে হবে সকলকে। প্রকৃতি থেকে মানুষ আলাদা নয়। একথা বোঝার জন্য সুনাগরিকের অভাব আছে, তাই তো নদীটির জন্য কেউ ভাবছেন না।

কৃষ্ণা দাস
ফুলবাড়ি, শিলিগুড়ি।

রাস্তা নির্মাণে মানুষের সুবিধার কথা ভাবা হয় না কেন?

বর্তমানে গ্রামের প্রত্যেকটি রাস্তাই পথশ্রী, পিএমজিএসওয়াই বা পিডব্লিউডি'র আওতাধীন হয়ে যাচ্ছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আসলে গ্রামীণ এই পথগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যথার্থ থাকলেও এর টেকসই এত কম কেন, তার কারণ জানতে চাওয়ার সাধ্য কারও নেই। সদ্য চৌধুরীহাট থেকে নয়ারহাটের রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হলেও এই দুই এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ। এই নয় কিলোমিটার রাস্তাটির নকশা ঠান্ডা ঘরে বসে এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে রাস্তাটি ভেঙে তিন টুকরো হয়ে গিয়েছে। চৌধুরীহাট থেকে চার কিলোমিটার হওয়ার পর সেটার অভিমুখ পালটে এমন একদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেদিকে রাস্তা সংকীর্ণ ও ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। এমনকি সেই রাস্তায় মানুষের যাতায়াত খুবই কম।

অন্যদিকে আরেকটি রাস্তা নয়ারহাটের দিক থেকে আড়াই কিলোমিটার হয়ে এই রাস্তার অভিমুখ বদল করে আবুতারা দিয়ে নিগমনগর পর্যন্ত করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু সেই রাস্তাটির অন্য প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকাজ সদ্য সম্পন্ন হয়েছে, তাই এই রাস্তাটি তিন-চার কিলোমিটারের বেশি করা যাবে না।

এই কারণে অথবা অজ্ঞাত কোনও কারণে এই রাস্তাটির কাজও হচ্ছে না। এমনও গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, কেউ কেউ নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে এবং ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে রাস্তা নির্মাণের কাজে অদৃশ্য বাধা তৈরি করছেন।

পথ সবারই সুবিধার স্বার্থে। এখানে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াস করাটা অনৈতিক। এলাকাবাসী অনেকবার মন্ত্রী-আমলাদের দ্বারস্থ হলেও সুরাহা হয়নি। আশা করি দ্রুত বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে। এলাকায় উদয়ন গুহ ও নিশীথ প্রামাণিকরা থাকেন। তবু কেন এত উপেক্ষা?

গোলাম মাসুদ হোসেন
নান্দিনা, দিনহাটা।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭৫

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। সুন্দরবনের মধু সংগ্রহকারীদের দেবী ৫। যা সেবন করলে নেশা হয় ৬। ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ৮। কামনা ৯। অগ্নিসাক্ষী রেখে বিয়ে করা বউ ১১। যে শহরে শিখদের গুরুদোয়ারা হরমন্দির সাহিব আছে ১৩। বিনাশ বা সমূলে ধ্বংস ১৪। আড়িপাতা।

উপর-নীচ : ১। মোগল সম্রাট ২। ফুল অথবা পাখি ৩। অনীহা, ঔদাসীন্য ৪। পোষা চতুষ্পদ প্রাণী ৬। প্রস্থ বা গভীরতা ৭। ঢাকার বিখ্যাত বাগান ঘেরা এলাকা ৮। প্রমাণ দাখিল করা ৯। জীবনসঙ্গিনী বা ধর্মপত্নী ১০। শ্রীকৃষ্ণের যাদব সেনা ১১। অনিবার্য বা অবশ্যম্ভাবী ১২। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ১৩। তবলা-ডুগির নীচে থাকে।

সমাধান ■ ৪১৭৪

পাশাপাশি : ১। হকদার ৩। সমীহ ৫। বইয়ের পোকা ৬। কাবার ৭। গোলাপ ৯। লেফাফাদুরস্ত ১২। সহিস ১৩। নাকতোলা।

উপর-নীচ : ১। হকচকা ২। রসুই ৩। সন্তুর ৪। হলকা ৫। বর ৭। গোস্ত ৮। পরকলা ৯। লেটুস ১০। ফানুস ১১। রসনা।

বিন্দুবিসর্গ

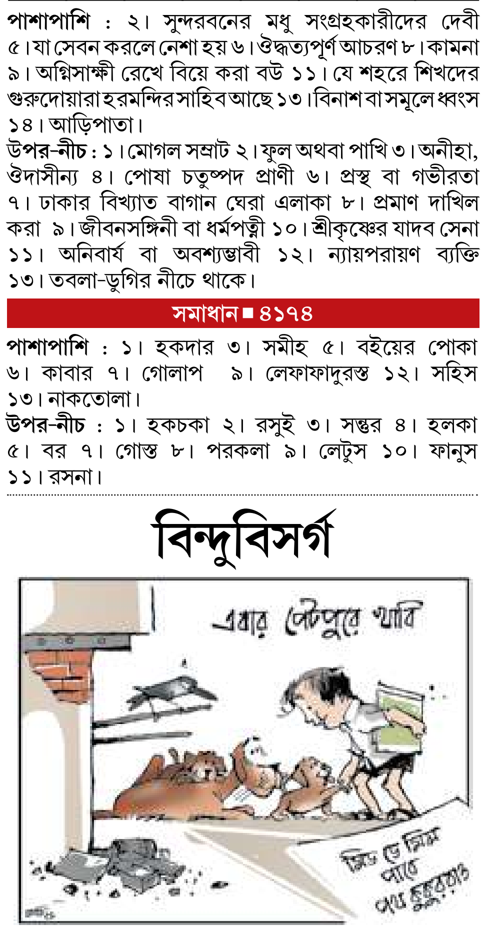

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দুই বিজেপিশাসিত রাজ্যের ঘটনায় নিন্দা দেশজুড়ে, দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি

দুই দলিতের অর্ধেক মাথা কামিয়ে নির্যাতন ওডিশায়

ভুবনেশ্বর, ২৪ জুন : এতদিন ডাইনি সন্দেহে হেনস্তার কথা শোনা যেত ওডিশায়। এবার গোরু পাচারকারী সন্দেহে দলিত নির্যাতনের অভিযোগও উঠল উৎকলভূমিতে।

ওডিশার গঞ্জাম জেলায় গোরু পাচারের মিথ্যা অভিযোগ এনে দুই দলিত ব্যক্তিকে দিনের আলোয় নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। তাঁদের মাথা অর্ধেক মুড়িয়ে প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করা হয়। শুধু তা-ই নয়, ওই দু'জনকে ঘাস এবং নর্দমার জলও খাওয়ানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে ধড়কোট ব্লকের অন্তর্গত খাড়িগুম্মা গ্রামে। আক্রান্তরা হলেন বুলু নায়ক (৫২) ও বাবুল নায়ক (৪৩)। তাঁরা সিঙ্গিপুর গ্রামের বাসিন্দা। ইতিমধ্যে ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৬ জনকে আটক করেছে পুলিশ। বাকিদের খোঁজেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে পণ হিসাবে গোরু ও বাছুর দেওয়ার কথা ছিল। সেই কারণে হরিপুর থেকে একটি গোরু ও দু'টি বাছুর কিনে অটোরিকশায় করে নিয়ে যাচ্ছিলেন বুলু ও বাবুল। খাড়িগুম্মায় স্থানীয় একদল লোক তাঁদের আটকে গোরু পাচারের অভিযোগ তুলে শুরু করে মারধর। দু'জনের মোবাইল ফোন ও টাকা কেড়ে নিয়ে গোরুগুলি ফেরত দেওয়ার বিনিময়ে আরও ৩০ হাজার টাকা দাবি করা হয়। টাকা দিতে অস্বীকার

করায় বুলু ও বাবুলের হাত-পা বেঁধে শুরু হয় অত্যাচার। মারতে মারতে স্থানীয় এক সেলুনে নিয়ে গিয়ে তাঁদের মাথার চুলের অর্ধেক কামিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তাঁদের প্রায় দু'কিলোমিটার হাঁটু গেড়ে জাহাদা গ্রাম পর্যন্ত হেঁটে যেতে বাধ্য করা হয়। সেখানে তাঁদের জোর করে খাওয়ানো হয় ঘাস ও নর্দমার জল।

ওই ঘটনার পর মারমুখী জনতার হাত থেকে পালিয়ে কোনওক্রমে স্থানীয় থানায় পৌঁছোন আক্রান্তেরা। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই ঘটনায় ইতিমধ্যে ছ'জনকে আটক করা হয়েছে এবং বাকি অভিযুক্তদের ধরতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন গঞ্জাম জেলার পুলিশ সুপার শুভেন্দুকুমার পাত্র। তিনি বলেন, এটা গোরক্ষার নামে তোলাবাজি ছাড়া কিছু নয়।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সোমবার সিঙ্গিপুরে প্রতিবাদ সভা করে গঞ্জাম জেলা দলিত মহাসভা। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও গবাদিপশু উদ্ধারের দাবি জানানো হয়। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, 'দলিতদের সম্মান পদপিষ্ট করার প্রতিটি ঘটনা সংবিধানের ওপর আঘাত এবং সমতা ও মানবাধিকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত। এটা বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতেই ঘটছে।' দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলে তিনি বলেন, 'দেশ চলবে সংবিধান দিয়ে, মনুস্মৃতি দিয়ে নয়।'

উদয়পুর ঘোরানোর নাম করে বিদেশিনীকে ধর্ষণ

উদয়পুর, ২৪ জুন : রাজস্থানের উদয়পুরে এক ফরাসি মহিলা পর্যটককে ধর্ষণের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এক ক্যাফে পার্টিতে পরিচয়ের পর অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁকে 'শহর ঘুরিয়ে দেখানোর' নাম করে একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে চম্পট দেয়।

কিছুদিন আগেই ভারত সফর নিয়ে পর্যটকদের সতর্ক করে দিয়েছিল মার্কিন প্রশাসন। তারা তাদের নির্দেশিকায় বলেছিল, ভারতে ধর্ষণ, হিংসা, সন্ত্রাস বাড়ছে। বাজার, পর্যটন ইত্যাদি এলাকাগুলিকে কার্যত মুক্তাঞ্চল বানিয়ে ফেলেছে দুষ্কৃতীরা। সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ার সম্ভাবনা মহিলা পর্যটকদেরই। তাই ভারতে একা না ঘোরাই ভালো। আর ঘুরতে গেলেও চূড়ান্ত সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। এরপরই উদয়পুরে বিদেশিনী ধর্ষণের ঘটনা ফের অস্বস্তি বাড়াল রাজস্থান এবং দিল্লির বিজেপি সরকারের।

পুলিশ সূত্রে খবর, ২২ জুন দিল্লি থেকে উদয়পুরে আসেন ওই ফরাসি তরুণী। শহরের অম্বামাতা এলাকায় একটি হোটেলে উঠেছিলেন তিনি। সোমবার (২৩ জুন) রাতে তিনি টাইগার হিলের কাছে 'দ্য গ্রিক ফার্ম ক্যাফে অ্যান্ড রেস্ট্রো'-তে আয়োজিত এক পার্টিতে যোগ দেন। সেখানেই অভিযুক্ত তরুণের সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর।

পার্টি চলাকালীন অভিযুক্ত ব্যক্তি

তাঁকে একান্তে বলে, 'চলো, বাইরে গিয়ে একটু সিগারেট খাওয়া যাক।' কথাবার্তার ফাঁকেই তরুণ ফরাসি তরুণীকে শহর ঘুরিয়ে দেখানোর প্রস্তাব দেয়। বলে, 'এই শহরটা ভারী সুন্দর। চলো, তোমাকে আশপাশের সুন্দর সব দৃশ্য দেখাব।' এরপর ওই তরুণীকে হোটেলে ফিরিয়ে না দিয়ে নিজের ভাড়া করা একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে যায়।

এফআইআরে বলা হয়েছে, তরুণী বারবার হোটেলে ফেরার অনুরোধ জানালেও অভিযুক্ত তা শোনেনি। তাঁর মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি কারও সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারেননি সেই সময়ে।

ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে অভিযুক্ত প্রথমে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে চায়। তরুণী বাধা দিলে সে জোর করে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর তরুণী স্থানীয় লোকজনের সাহায্য নিয়ে নিজেই একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও পুলিশকে বিষয়টি জানান। তরুণীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে।

উদয়পুরের পুলিশ সুপার যোগেশ গয়াল জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম সিদ্ধার্থ। সে এখনও পলাতক। তাকে ধরার চেষ্টা চলছে এবং তদন্ত এগোচ্ছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি সমস্ত ঘটনা জানানো হয়েছে ফরাসি দূতাবাসকেও।

বোয়িংয়ের জবাব চাইবে সংসদীয় কমিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পরে ভারতের অসামরিক বিমান পরিষেবায় 'বহু ত্রুটি ও গাফিলতির' অভিযোগ উঠেছে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে সংসদের পরিবহণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির বৈঠক বসতে চলেছে। সেই বৈঠকে তলব করা হয়েছে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক, এয়ার ইন্ডিয়ার পাশাপাশি বোয়িং সংস্থার প্রতিনিধিদেরও। সূত্রের খবর, বোয়িংকে জবাবদিহির মুখে পড়তে হতে পারে ওই বৈঠকে।

আহমেদাবাদে যে বিমানটি ভেঙে পড়েছিল, সেটি ছিল বোয়িংয়ের ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার। দুর্ঘটনার পরে শুধু এয়ার ইন্ডিয়া নয়, একাধিক আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সের বোয়িং বিমানে 'টেকনিক্যাল স্ন্যাগ' ধরা পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মাঝআকাশে থেকে ফিরে আসতে হয়েছে বিমানকে অথবা জরুরি অবতরণ করতে হয়েছে।

এদিকে আহমেদাবাদে দুর্ঘটনাগ্রস্ত এয়ার ইন্ডিয়া বিমানের ব্ল্যাকবক্সটি আপাতত দেশেই পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে দাবি করল কেন্দ্র। মঙ্গলবার বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডু জানান, এআই ১৭১ উড়ানের ব্ল্যাকবক্সটি ভারতেই রয়েছে। এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) সেটি পরীক্ষা করে দুর্ঘটনার তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে। ব্ল্যাকবক্সটি উদ্ধার হলেও দুর্ঘটনার জেরে সেটি এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে তার পরীক্ষা করা কঠিন ছিল। তাই সেটিকে প্রথমে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু এদিন সেই জল্পনা খারিজ করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি জানান, ব্ল্যাকবক্সটি মার্কিন মুলুকে পরীক্ষার জন্য প্রথমে পাঠানো হবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেই সম্ভাবনা বরাবরই কেন্দ্রের তরফে খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে ফের বিভ্রাট

মুম্বই, ২৪ জুন : দুর্ঘটনা, যান্ত্রিক ত্রুটির পর এবার মাঝআকাশে অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটল এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানে। সোমবার লন্ডন থেকে মুম্বই আসছিল এআই-১৩০। কিন্তু মাঝআকাশে বিমানের পাঁচজন যাত্রী এবং দু'জন ক্রু সদস্য হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণেই তাঁরা অসুস্থ হয়েছেন বলে মনে করা হয়েছে। মুম্বই বিমানবন্দরে বিমানটি অবতরণের পর তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। তারপর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। একটি সূত্রের দাবি, এয়ার ইন্ডিয়ার ওই বিমানটি মাঝআকাশে প্রায় ৩৫ হাজার ফুট উচ্চতায় যখন উড়ছিল, তখনই ওই বিপত্তি ঘটে। যাত্রী ও ক্রু সদস্যদের মধ্যে একজন অজ্ঞান হয়ে যান। বাকিদেরও মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট এবং বমির মতো উপসর্গ দেখা দেয়। কেন এমনটা ঘটল তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, খাদ্যে বিষক্রিয়ার থেকে বমি, মাথা ঘোরার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

গাজায় হামলা বন্ধের আর্জি

জেরুজালেম, ২৪ জুন : ইজরায়েল ও ইরান সংঘর্ষ বিরতি পরিস্থিতিতে গাজায় ইজরায়েলের তরফে হামলা বন্ধ করাতে নেতানিয়াহুর ওপর চাপ তৈরি করল ইজরায়েলের দুই বিরোধী দল। বিষয়টি নিয়ে দেশের মধ্যেই রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখে পড়েছেন। কিন্তু তারপরও মঙ্গলবার ত্রাণের অপেক্ষায় থাকা কয়েকশো বুভুক্ষু প্যালেস্তিনীয়র ওপর ড্রোন হামলা চালাল ইজরায়েলি সেনা। আইডিএফ গুলিও চালিয়েছে। তাতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৫ জনের। তাঁরা পূর্ব-পশ্চিম নেতহারিম করিডরে ত্রাণ বোঝাই ট্রাকের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। ত্রাণ নিতে এগোনোর সময় গুলি লাগে তাঁদের শরীরে। ঘটনায় ১৪৬ জন আহত হয়েছেন।

আজ মহাকাশে পাড়ি শুভাংশুর

২০২৯-এ মহাকাশে যাবেন অন্ধ্রের জাহ্নবী

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : সাতবার উড়ানের তারিখ পিছিয়ে যাওয়ার পর অবশেষে নাসা ঘোষণা করেছে, ভারতীয় গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা আগামীকাল (বুধবার) মহাকাশে পাড়ি দিতে পারেন তাঁর তিন সঙ্গী নভশ্চরকে নিয়ে।

নাসা, অ্যাক্সিয়ম স্পেস ও স্পেসএক্স যৌথভাবে জানিয়েছে, তারা ভারতীয় সময় ২৫ জুন দুপুর ১২টা ১ মিনিটে 'অ্যাক্সিয়ম মিশন-৪' উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে প্রস্তুত। এই মিশনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টারের লঞ্চপ্যাড ৩৯এ থেকে ফ্যালকন-৯ রকেট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে শুরু হবে। নতুন একটি স্পেসএক্স ড্রাগন ক্যাপসুলে চড়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে (আইএসএস) রওনা দেবেন মহাকাশচারীরা। তাঁরা ২৬ জুন বিকাল সাড়ে ৪টা নাগাদ মহাকাশ কেন্দ্রে পৌঁছোবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

এদিকে শুভাংশুর পাশাপাশি খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মেয়ে জাহ্নবী ডাঙ্গেটি। বছর তেইশের এই তরুণী ২০২৯ সালে 'টাইটান্স স্পেস'-এর প্রথম

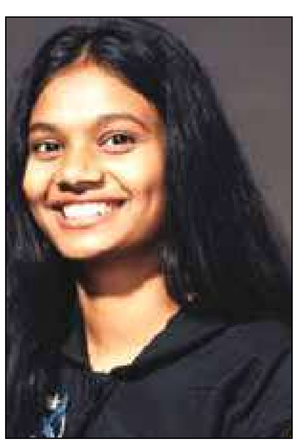

জাহ্নবী ডাঙ্গেটি

কক্ষপথ মিশনে অংশ নেবেন একজন অ্যাস্ট্রোনট ক্যান্ডিডেট হিসাবে।

ইলেকট্রনিক্স এবং কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক জাহ্নবীকে পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী টাইটানস স্পেস অরবিটাল ফ্লাইটে ভ্রমণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত মহাকাশ সফরে তরুণী পৃথিবীর কক্ষপথে দু'বার ঘুরবেন, দেখতে পাবেন দুটি করে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত। এই মিশনে প্রায় তিন ঘণ্টা অভিকর্ষহীন অবস্থায় থাকার অভিজ্ঞতা হবে তাঁর। মিশন পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন নাসা নভশ্চর ও মার্কিন সেনাবাহিনীর কর্নেল উইলিয়াম

> আমি গর্বিত আমার শিকড়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে। এই মিশন আমাদের সবার জন্য, যারা আকাশের দিকে তাকিয়ে অসম্ভব কল্পনা করি।
>
> **জাহ্নবী ডাঙ্গেটি**

ম্যাকআর্থার জুনিয়ারকে। তিনি বর্তমানে টাইটান্স স্পেসের মুখ্য নভশ্চর।

নাসার 'ইন্টারন্যাশনাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস প্রোগ্রাম'-এ নির্বাচিত হওয়ার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অন্ধ্র-কন্যা ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন যে, তিনি সম্মানিত এবং উত্তেজিত। তাঁর কথায়, 'আমি গর্বিত আমার শিকড়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে। এই মিশন আমাদের সবার জন্য, যারা আকাশের দিকে তাকিয়ে অসম্ভব কল্পনা করি।'

আত্মসমর্পণের নির্দেশ

বধূহত্যায় ছাড় নেই 'সিঁদুর' কমান্ডোর

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : অপারেশন সিঁদুর অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য বধূহত্যায় অভিযুক্ত ব্ল্যাকক্যাট কমান্ডোকে ছাড় দেওয়া যায় না। মঙ্গলবার একথা সাফ জানিয়ে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, 'অপারেশন সিঁদুরে অংশ নেওয়ার জন্য আপনাকে কোনও ছাড় দেওয়া যায় না।' আদালতের মতে, এটা এমন এক জঘন্য ঘটনা যার জন্য আইনি রেহাই প্রযোজ্য নয়। একই সঙ্গে অভিযুক্ত এক কমান্ডোকে আত্মসমর্পণ করতেও বলেছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া এবং বিচারপতি বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ।

অভিযুক্ত কমান্ডোর স্ত্রীর মৃত্যু হয় বিশ বছর আগে। অভিযোগ, পণের জন্য স্ত্রীকে চাপ দিতেন অভিযুক্ত। শেষপর্যন্ত স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগও ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই পুরোনো মামলায় অভিযুক্তকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। তাঁর দাবি ছিল, তিনি গত ২০ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় রাইফেলসে কাজ করছেন। ব্ল্যাকক্যাট কমান্ডো হিসাবে কর্মরত। 'অপারেশন সিঁদুর'-এ যুক্ত ছিলেন। সেই যুক্তিতে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়ার আর্জি ছিল ওই কমান্ডোর।

কিন্তু বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া কড়া ভাষায় বলেন, 'আপনি কতটা শারীরিকভাবে সক্ষম সেটা বোঝা যায়, নিজের স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করার কতটা ক্ষমতা ছিল আপনার। এই অভিযোগে কিছুতেই আপনাকে ছাড় দেওয়া সম্ভব নয়।' বিচারপতি চন্দ্রনও মনে করিয়ে দেন যে, হাইকোর্ট আগেই এই কমান্ডোকে কোনও ছাড় দেয়নি।

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বিধ্বস্ত ইজরায়েল। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি এবং গাড়ি।

৪০০ কেজি ইউরেনিয়ামের খোঁজে টিম ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৪ জুন : গত ১২ দিন ধরে ইরানের ৩টি পরমাণুকেন্দ্রে ধারাবাহিক হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। তাতে যোগ্য সংগত করেছে আমেরিকা। মার্কিন বাংকার বাস্টারের আঘাতে গর্তে পরিণত হয়েছে পরমাণুকেন্দ্রের বিভিন্ন অংশ। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে কোনও কেন্দ্র থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়ায়নি। অথচ আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার তথ্য বলছে, ইজরায়েলের কাছে কমপক্ষে ৪০০ কেজি (৯০০ পাউন্ড) বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়েছে। যা দিয়ে ১০টি পরমাণু বোমা তৈরি করা যায়। তাহলে কি আমেরিকা ও ইজরায়েলের হামলার আগেই বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম কোনও গোপন জায়গায় সরিয়ে ফেলেছে ইরান? মঙ্গলবার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের কথায় সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট।

তিনি জানান, ইজরায়েলি হামলা শুরু হওয়ার আগেই ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের কাজ বেশ কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ইরান। তাদের কাছে ৪০০ কেজির বেশি বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়েছে। তবে তা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে, সেই তথ্য আমেরিকার কাছে নেই। জল্পনা বাড়িয়ে মার্কিন হামলার ঠিক আগে ইরানের নাতাঞ্জ, ফোর্দো ও ইসফাহান পরমাণুকেন্দ্রগুলি থেকে একাধিক ট্রাককে অজানা গন্তব্যের দিকে যেতে দেখা গিয়েছে। ১৯ জুন তোলা এক উপগ্রহচিত্রে শুধু ফোর্দো কেন্দ্র থেকেই ১৯টি ট্রাককে বার হতে দেখা যাচ্ছে।

ভান্স বলেন, 'ইরানের ৩টি পরমাণুকেন্দ্রে বাংকার বাস্টার বোমা ফেলার পর থেকে ৪০০ কেজি বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের খোঁজ নেই। ওই পরিমাণ ইউরেনিয়াম ১০টি পরমাণু বোমা তৈরির পক্ষে যথেষ্ট।' তিনি আরও বলেন, 'ট্রাম্প প্রশাসন আগামী দিনে ওই জ্বালানি নিয়ে সক্রিয় হবে। এটি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে আমরা ইরানিদের সঙ্গে আলোচনা করব।'

ধ্বংসযজ্ঞে প্রাপ্তিযোগ

ইজরায়েল

ইরানের পরমাণু কর্মসূচিকে কয়েকবছর পিছিয়ে দিয়েছে ১২ দিনের হামলা। বিধ্বস্ত ইরানের ৩ পরমাণুকেন্দ্র। নিহত ১২ জন প্রথমসারির বিজ্ঞানী। প্রাণ গিয়েছে অন্তত ৫ জন শীর্ষ সেনাকর্তার। ধ্বংসস্তূপ তেহরান। ইরানি সেনা ও বায়ুসেনার পরিকাঠামো ধ্বংস করার সুযোগ। ইরানে হামলা চালাতে বাধ্য হয়েছে আমেরিকা। যুদ্ধের সুযোগে গাজায় নিয়ন্ত্রণ জোরদার করেছে নেতানিয়াহুর সেনারা।

ইরান

পশ্চিম এশিয়ার একমাত্র দেশ যারা মার্কিন সেনাঘাঁটিতে হামলা চালানোর ক্ষমতা রাখে। ১২ দিন ধরে সমান তালে টক্কর দিতে পারে ইজরায়েলের সঙ্গে। ইজরায়েল, আমেরিকার হামলার পরেও অক্ষত বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের ভাঁড়ার। পালটা ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় গুঁড়িয়ে গিয়েছে তেল আভিভ, জেরুজালেমের বড় অংশ। ইজরায়েলি হামলার জেরে ইরানে থামেনেই শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বন্ধ। জাতীয়তাবাদের জোয়ারে হাত শক্ত শাসকগোষ্ঠীর।

আমেরিকা

ইরানের পরমাণুকেন্দ্রে বাংকার বাস্টার বোমা ফেলে শক্তি প্রদর্শন। আরব সাগর, হরমুজ প্রণালী ও এডেন উপসাগরে আরও বেড়েছে আমেরিকার সামরিক উপস্থিতি। ইজরায়েলের মার্কিন নির্ভরতা প্রকট। ভারত-পাকিস্তানের পর ইজরায়েল-ইরান সংঘর্ষ বিরতির কৃতিত্ব দাবি করার সুযোগ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের।

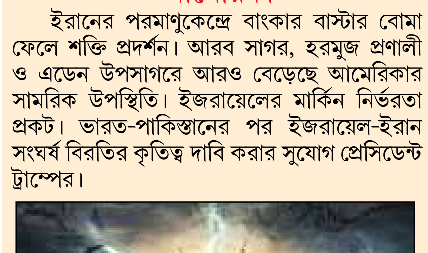

ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পহলগাম

শ্রীনগর, ২৪ জুন : পহলগামে নারকীয় সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছিল যারা, সেই তিন জঙ্গিকে এখনও ধরতে পারেনি তদন্তকারী সংস্থা। অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় জবাব দেওয়া হলেও পহলগামের পরিস্থিতি ছিল থমথমে। নিরপরাধ পর্যটকদের ধর্মীয় পরিচয় জেনে বেছে বেছে তাঁদের হত্যা করার ধাক্কা লেগেছিল কাশ্মীরের পর্যটনে। ভরা মরশুমে কার্যত খাঁখাঁ করেছে পহলগাম সহ কাশ্মীরের একাধিক পর্যটনস্থল। পর্যটকরা কাশ্মীর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল উপত্যকার পর্যটন ব্যবসায়ী এবং জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের। কিন্তু দু-মাস পর সেই ছবিটা অনেকটাই বদলে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। রবিবার সন্ধ্যায় তিনি এক্সে লিখেছেন, শেষবার যখন পহলগামে এসেছিলাম তখন ফাঁকা বাজার এলাকায় আমি সাইকেল চালিয়েছিলাম। আজ আবার পহলগামে এসে দেখছি মানুষের ভিড় বাড়ছে।

২৭ মে পহলগামে মন্ত্রীসভার বৈঠক বসিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার একমাস পর পহলগামের রাস্তায় গাড়ির ঢল দেখে অভিভূত ওমর। তিনি বলেন, 'এই ঠান্ডা এবং বর্ষণমুখর আবহাওয়ায় স্থানীয় যাঁরা পিকনিক করছেন, তাঁদের সঙ্গে রীতিমতো স্থান দখলের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকরা। আমার ও আমার সহকর্মীদের প্রচেষ্টা যে সফল হয়েছে, সেটা দেখে সন্তুষ্ট।' পহলগাম সহ কাশ্মীরের পর্যটন ফের ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করায় আশার আলো দেখছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। অন্যদিকে কাশ্মীরের পাশে দাঁড়াতে সংসদের স্থায়ী কমিটির বৈঠক পহলগামে করার পরামর্শ দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরী। হওয়া উচিত।' ট্র্যাভেল এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ কাশ্মীরের সভাপতি রাউফ ট্রাম্বু জানিয়েছেন, পহলগামের পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াতে সময় লাগবে।

ডোভাল-ওয়াং বৈঠকে সন্ত্রাস দমনের ডাক

বেজিং ও নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : গালওয়ান সংঘর্ষের পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে ভারত ও চিন একাধিক পদক্ষেপ করেছে। সম্পর্ক আরও মসৃণ করতে চায় নয়াদিল্লি ও বেজিং। ২০২০-র সংঘর্ষের পর এই প্রথম চিন সফরে যাচ্ছেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি সাংহাই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন। সোমবার বেজিং পৌঁছেছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল।

পহলগামের বৈসরণে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করেছিল চিন। আবার চিনের দেওয়া অস্ত্রেই ভারতের বিরুদ্ধে সংঘাতে নামে পাকিস্তান। চিন থেকে যুদ্ধবিমান কিনেছে ইসলামাবাদ। ভারত-পাক সেই সংঘাতের দেড়মাসের মাথায় চিনে পা রেখেছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। মঙ্গলবার তিনি চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তাতে সন্ত্রাস দমনের বার্তা দেওয়া হয়েছে।

অজিত ডোভাল সামগ্রিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সব ধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তায় জোর দিয়েছেন। সন্ত্রাস মোকাবিলার পাশাপাশি দুই নেতার বৈঠকে ভারত-চিন সম্পর্কের সাম্প্রতিক উন্নয়নের বিষয়টি পর্যালোচিত হয়েছে। তাঁরা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সামগ্রিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয়তায় জোর দিয়েছেন। আলোচনায় উঠে এসেছে দু'দেশের জনগণের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়টিও। এর পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক বিষয়ের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ভারত-চিন পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করেছেন দুই নেতা।

ডোভাল জানিয়েছেন, চিনা বিদেশমন্ত্রীর আগামী ভারত সফরের জন্য তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। চিনের সঙ্গে বিশেষ প্রতিনিধি পর্যায়ের (এসআর) ২৪ তম বৈঠক ভারতে হওয়ার কথা। এক্ষেত্রে বৈঠকের জন্য দু'দেশের সুবিধামতো তারিখ নির্ধারিত হবে।

দু'দেশের সম্পর্কের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে ওয়াং জানিয়েছেন, ভারত ও চিনের সভ্যতা বহু প্রাচীন। ঐতিহাসিক প্রজ্ঞা দিয়েই উভয় দেশের উচিত সংবেদনশীল বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা, যাতে সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। এই বৈঠক ঘিরে আশাবাদী দু-পক্ষই।

বৈঠকের পর চিনা বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে হাসিমুখে অজিত ডোভাল। বেজিংয়ে।

ফড়নবিশের আসনে ভোট চুরির অভিযোগ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটে 'ম্যাচ ফিক্সিং'-এর অভিযোগ তুলে আগেই সরব হয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। এবার মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের আসন নাগপুর দক্ষিণ-পশ্চিমে ভোটার তালিকায় গরমিল ও ভোট চুরির অভিযোগে সুর চড়িয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। একটি ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনকে সামনে রেখে রাহুল সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রীর নিজের কেন্দ্রে মাত্র পাঁচ মাসে ভোটার তালিকায় ৮ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। কিছু বুথে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ২০ থেকে ২৫ শতাংশ। বুথ লেভেল অফিসার্স বা বিএলও জানিয়েছেন, অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা ভোট দিয়েছেন। সংবাদমাধ্যম জানতে পেরেছে হাজার হাজার ভোটারদের কোনও ঠিকানাই নেই। আর নির্বাচন কমিশন? হয় নীরব নয়তো জড়িত রয়েছে।' সাংসদের তোপ, 'এই ধামাচাপা দেওয়াটাই স্বীকারোক্তি। এই কারণেই আমরা মেশিন রিডেবল ডিজিটাল ভোটার তালিকা দ্রুত প্রকাশের এবং সিসিটিভি ফুটেজের দাবি তুলেছি।'

রাহুলের এই বক্তব্যের পরই নড়েচড়ে বসেছে নির্বাচন কমিশন। পালটা সুর চড়িয়েছেন ফড়নবিশও। ১২ জুন রাহুলের সঙ্গে আলোচনায় বসার আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি চিঠি দিয়েছিল কমিশন।

১২ রাজ্যে বোমাতঙ্কের বার্তা ধৃত তরুণী

প্রেমে প্রত্যাখ্যান থেকে প্রতিশোধ

চেন্নাই, ২৪ জুন : কোনও তরুণী কোনও পুরুষকে ভয়ংকরভাবে ভালোবেসে তাঁকে জীবনসঙ্গী হিসেবে চাইতে পারেন। তাতে অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু সেই পুরুষ যদি ওই তরুণীর পরিবর্তে অন্য কোনও নারীকে বিয়ে করেন? কথায় বলে, প্রকৃত ভালোবাসা পাওয়ায় নয়, ত্যাগের মধ্যে। কিন্তু অনেক সময় এই ধরনের ঘটনায় প্রতিহিংসাপরায়ণতাও দেখা যায়।

হ্যাঁ, চেন্নাইয়ের এক বহুজাতিক কোম্পানির সিনিয়ার কনসালট্যান্ট রেনি জোশিলদা প্রতিশোধের রাস্তা নেন। তাঁর পছন্দের পুরুষ গুজরাটের দিভিজ প্রভাকরকে তিনি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। ভালোবেসেছিলেন দিভিজকে।

জোশিলদার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন দিভিজ। তিনি অন্য এক তরুণীকে বিয়ে করেন। তাতে

রেনি জোশিলদা

ক্ষিপ্ত জোশিলদা দিভিজকে ফাঁসাতে ভয়ংকর ছক কষেন। কয়েকটি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে সেই সমস্ত অ্যাকাউন্ট থেকে ১২টি রাজ্যে ইমেল করেছিলেন। তাতে বিস্ফোরণ ঘটানোর হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম ও দুটি স্কুলে হুমকিবার্তা পাঠান। বিজে মেডিকেল কলেজেও হুমকিবার্তা পাঠানো হয়। শনিবার পুলিশ চেন্নাই থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।

আহমেদাবাদের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার(অপরাধ দমন শাখা) শরদ সিংঘল জানিয়েছেন, জোশিলদা ভুয়ো নাম ব্যবহার করে বেশ কয়েকটি অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। তার মধ্যে কয়েকটি অ্যাকাউন্ট দিভিজ প্রভাকরের নামে ছিল। দিভিজ তাঁকে বিয়ে না করায় ক্রুদ্ধ জোশিলদা তাঁকে ফাঁসাতে বদ্ধপরিকর হন।

তিনি ভুয়ো ইমেল আইডি করে ডার্ক ওয়েব ব্যবহার করেছেন। তরুণী অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে খেলেছেন।

সিংঘল বলেছেন, 'অনেকদিন থেকে তাঁকে আমরা অনুসরণ করেছি। একটা ছোট্ট ভুল করায় আমরা জোশিলদাকে ধরে ফেলেছি।' জোশিলদা কী ভুল করেছিল তা অবশ্য উল্লেখ করেননি সিংঘল।

চেন্নাই থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে রোবটিক্সের ওপরও একটি কোর্স করেছিলেন জোশিলদা। পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, মেয়েটি দিভিজকে নিয়ে জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তা চুরমার হওয়া তিনি মানতে পারছিলেন না।

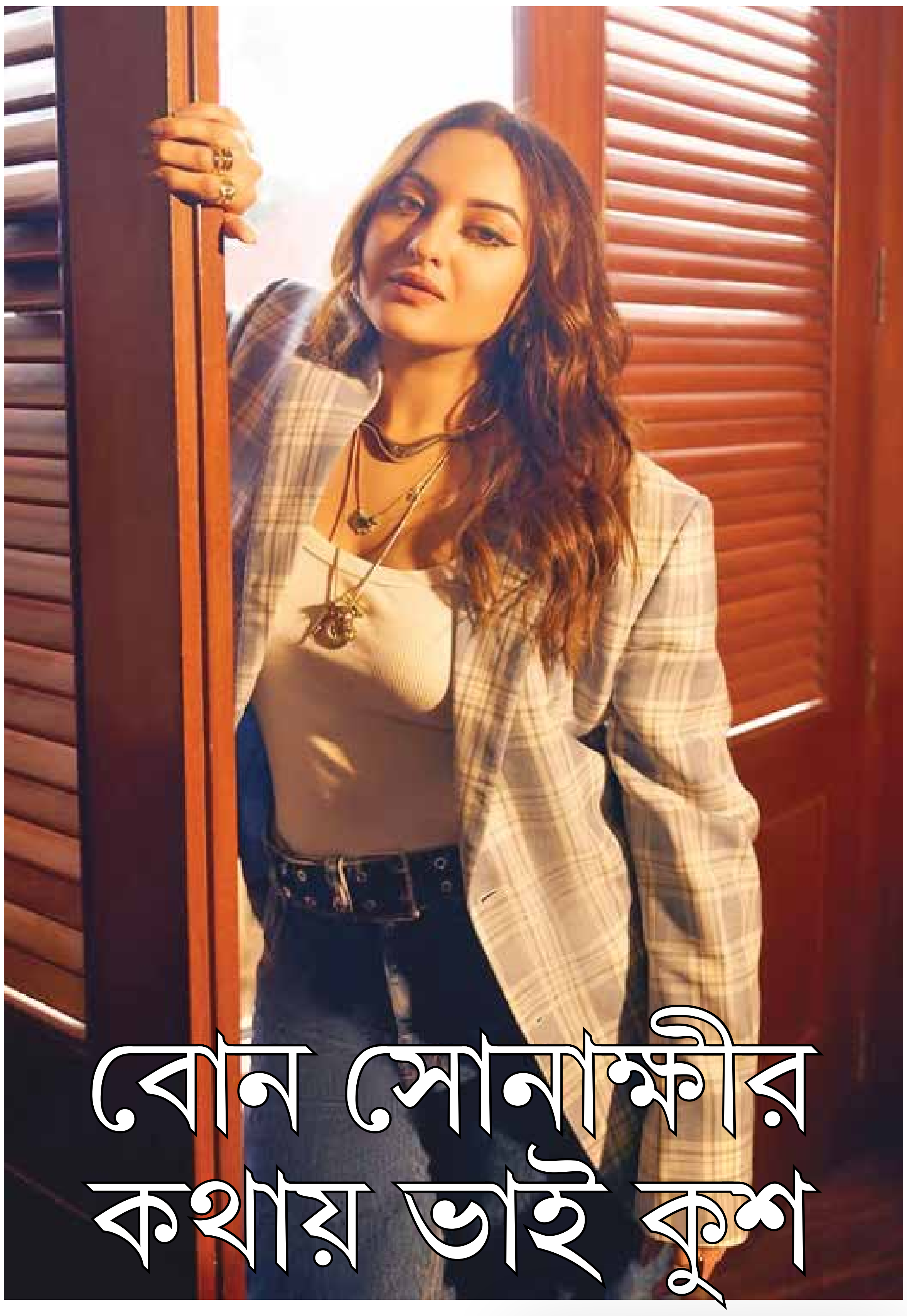

বোন সোনাক্ষীর কথায় ভাই কুশ

সোনাক্ষী সিনহার আগামী ছবি 'নিকিতা রায়'। পরিচালক কুশ এস সিনহা। ইনি সোনাক্ষীর দাদা। এটি তাঁর পরিচালিত প্রথম ছবি। জাহির ইকবালকে বিয়ে করার পর থেকে সোনাক্ষীর দুই দাদা লব ও কুশের সঙ্গে বোনের সম্পর্কটা একটু শীতল। এই বিয়ে তাঁরা মানতে পারেননি, বিয়েতে নাকি যাননি। জাহির মুসলমান, তাই বিয়েতে তাঁদের আপত্তি ছিল—এসব কথা মিডিয়ায় অনেকবার লেখা হয়েছে। এখন কুশের পরিচালনায় সোনাক্ষী ছবি করেছেন, সেখানে ভাই-বোনের সম্পর্কের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা টেনশন কতটা ছিল, তাই নিয়ে বেশ প্রশ্ন উঠছে। এবার সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কুশ। তাঁর কথায়, 'সেটে সোনাক্ষী একজন অভিনেত্রী, তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিয়ে কাজ করেছি। আত্মীয় হোক না হোক, সব অভিনেতাকেই এটা দেওয়া উচিত। সোনাক্ষীকে এই চরিত্রে নির্বাচন করা প্রসঙ্গে কুশ বলেন, 'সোনাক্ষী সিনহাকে জানি, তিনি কত ভালো অভিনেত্রী তা জানি, তাহলে তাঁকে কাস্ট করব না? সঠিক চরিত্রে সঠিক অভিনেতাকে কাস্ট করা দরকার। নিকিতা রায় চরিত্রে সোনাক্ষী অসাধারণ অভিনয় করেছেন।' এক সাক্ষাৎকারে সোনাক্ষী বলেছেন, 'আমি পরিবারে সবথেকে ছোটো, সবার আদরের, এর জন্য দাদারা আমাকে হিংসা করতেই পারে।' ভাই-বোনের মধ্যে 'প্রতিযোগিতা'-র কথা তখনই ওঠে। এছাড়া জাহিরের সঙ্গে তাঁর বিয়ে নিয়েও লব-কুশের সমস্যা ছিল তবে কুশ বলেছেন 'বিয়েতে আমি ছিলাম, যাঁরা এই গল্প রটাচ্ছে, তাঁদের সত্যটা যাচাই করে নেওয়া উচিত ছিল।' নিকিতা রায় প্রসঙ্গে বলা যায়, এই সুপারন্যাচারাল থ্রিলারে সোনাক্ষী ছাড়া আছেন অর্জুন রামপাল, পরেশ রাওয়াল প্রমুখ। ২৭ জুন সিনেমাহলে ছবি মুক্তি পাবে।

শ্রাবন্তীর অভিনব পদক্ষেপ

শ্রাবন্তী এবার নতুন ভূমিকায়। তিনি এবার পরিবেশক। তা কোন ছবি পরিবেশনা করবেন তিনি? ছবিটির নাম 'দাঁতের লড়াই'। একেবারে গ্রাম্য পটভূমিকায় গল্প।এই ছবির গল্প ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক বিপ্লব কোয়াল। বুবাই হালদার ক্যামেরা ও সম্পাদনার দায়িত্বে।

গল্পের মুখ্য চরিত্রে 'খুকু' নামের এক দরিদ্র মেয়ে। যার প্রিয় ক্যান্ডির নাম 'দাঁতের লড়াই'। সেই থেকেই ছবির নাম। এই সামান্য লজেন্সকে ঘিরে 'খুকু'র জীবনের বড় টানাপোড়েনের গল্প উঠে আসবে ছবিতে।

ছবির মূল চরিত্র অর্থাৎ 'খুকু'র ভূমিকায় শিশুশিল্পী আকাঙ্ক্ষা সেনগুপ্ত। তার বাবা 'দানু'র চরিত্রে অভিলাষ চক্রবর্তী ও মা চরিত্রে স্বস্তিকা দাস। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে পার্থ ঘটক, চৈতালি জানা, বাবলু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছবি প্রসঙ্গে শ্রাবন্তী বলেন, 'দাঁতের লড়াই এক হৃদয়স্পর্শী ছবি। পরিচালক বিপ্লব কোয়াল ও তাঁর টিম যখন এই সিনেমাটি প্রেজেন্ট করার প্রস্তাব দেন, তখন আমি আগ্রহ নিয়ে ছবিটি দেখি। দেখার পর মনে হয়, এটা একটা সুন্দর ও মননশীল কাজ, যা মানুষের মন ছুঁয়ে যাবে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিই এই ছবির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার। এই প্রথম পরিবেশক হিসেবে কাজ করছি, তাই এক নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। বাংলা সিনেমার প্রতি আমার ভালোবাসা থেকেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।'

দিলজিতকে নিষিদ্ধ করতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি

দিলজিৎ সিং অভিনীত সর্দার জি ৩ ছবি নিয়ে এবার সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেল ফোডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ। সংস্থা অনেকদিন ধরে এই ছবি ও দিলজিতের বিরুদ্ধে নিন্দা করছে কারণ ছবিতে পাকিস্তানী অভিনেত্রী হানিয়া আমির আছেন। পহলগামের ঘটনার পরও দিলজিৎ তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন বলেই এই নিন্দা। যদিও নির্মাতারা বলেছেন, এই ঘটনার আগেই শুটিং সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়ে সংস্থা দাবি করেছে দিলজিৎ ও ছবির অন্য কলাকুশলীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। সংস্থা বলেছে, 'দিলজিৎ ও অন্যরা ভারতীয় নাগরিক হওয়ার সুবিধা নিচ্ছেন। আমাদের দেশের সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে রসিকতা করেছেন হানিয়া, জঙ্গিদের সম্মান দিয়েছেন। তাঁকে ভারতের ছবিতে নেওয়া সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত নয়।'

প্রধানমন্ত্রীর কাছে সংস্থার দাবি দিলজিৎ ও ছবির প্রযোজক-পরিচালকদের পাসপোর্ট বাতিল হোক, তাঁরা যেন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে কোনও সুবিধা না পান।

একনজরে সেরা ৫

মা-নিকিতা

২৭ জুন মুক্তি পাচ্ছে কাজল অভিনীত মাইথোলজিক্যাল থ্রিলার মা ও সোনাক্ষী সিনহা অভিনীত সুপারন্যাচারাল থ্রিলার নিকিতা রায়। দুটি ছবির বক্স অফিসে প্রতিযোগিতার কথায় সোনাক্ষী বলেছেন, একই দিনে দুটি নারীকেন্দ্রিক ছবি আসছে, স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা খুবই ভালো। সবার জন্যই যুদ্ধের মাঠ আছে। দুটি ছবিকেই তিনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

অবতার আর গোবিন্দা

জেমস ক্যামেরনের ছবি অবতার-এ গোবিন্দার অভিনয়ের প্রস্তাব পাওয়া প্রসঙ্গে গোবিন্দার স্ত্রী সুনীতা বলেছেন, '৪০ বছর গোবিন্দার সঙ্গে আছি, এরকম কবে হল জানি না তো। আমি মিথ্যে বলি না, মিথ্যের সঙ্গেও থাকি না।' প্রসঙ্গত, মুকেশ খান্নার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে গোবিন্দা দাবি করেছিলেন অবতার-এ অভিনয়ের কথা।

মুম্বইয়ে একতা

টলিউডের পোস্টার কুইন একতা ভট্টাচার্য এবার গেলেন বলিউডে। সোনাক্ষী সিনহা অভিনীত নিকিতা রায় ছবির পোস্টার ডিজাইন তাঁরই। আরো কয়েকটি হিন্দি ছবির কাজ করেছেন, সেগুলি মুক্তি প্রতীক্ষিত। একতার বাবা প্রভাত রায় উচ্ছ্বসিত মেয়ের সাফল্যে। বলেছেন, জানতাম ও পারবে। ও কাজ জানে। অনেক দূর যাবে।

প্রচারে বাদ

জিও হটস্টারের আগামী সিরিজ মিস্ট্রি-র প্রচার থেকে প্রধান অভিনেতা রাম কাপুরকে বাদ দিয়েছে নির্মাতারা ও জিও। এর আগে প্রচারে গিয়ে ক্লান্ত রাম বলেছিলেন, নিজেকে গণধর্ষিত মনে হচ্ছে। এছাড়াও তাঁর নানা যৌনগন্ধী মন্তব্যে অস্বস্তিতে পড়েন তাঁরা। রাম অবশ্য এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

নতুন ধারাবাহিক

স্টার জলসায় ৭ জুলাই শুরু হবে ধারাবাহিক রাজরাজেশ্বরী রানি ভবানী। নামভূমিকায় রাজনন্দিনী পাল। এতে ভবানীর জীবন, তারাপীঠ সংস্কার, মন্দির নির্মাণ, বর্গীদের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা—ইত্যাদি দেখা যাবে। সাড়ে আটটার স্লটে এটি আসবে, ফলে ঊষসী রায়ের গৃহপ্রবেশ-এর প্রদর্শনের সময় বদলে কি হবে, জানা যায়নি।

নতুন শহরে পুরানো বন্ধুর সঙ্গেই নতুন সম্পর্ক?

মুম্বইয়ে গিয়ে নতুন করে নিজের বন্ধুকে চিনতে পারলেন বাংলার মিশমি। বুঝলেন যে, সুজন শুধু বন্ধু নন, বোধহয় আরও অনেক কিছু।

মিশমি দাস। 'কোন গোপনে মন ভেসেছে' ধারাবাহিকের কাজ করতে করতে মুম্বই চলে যান। সেখানে হিন্দি ধারাবাহিক 'রুপু'তে কাজ শুরু করেন। এটাই তাঁর মুম্বইয়ের প্রথম প্রোজেক্ট। কিন্তু নতুন শহর, নতুন কাজ। সবকিছুই যেখানে নতুন, সেখানে পুরনো বলতে একমাত্র সুজন দাশগুপ্ত। সঙ্গীতশিল্পী। মিশমির অনেক দিনের বন্ধু। তবে মুম্বইয়ে গিয়ে অবশ্য বন্ধুত্বটা আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। তাঁর সাম্প্রতিক পোস্ট থেকে সে কথাই মনে হচ্ছে। মিশমি স্পষ্ট লিখেছেন যে, সমস্ত যেখানে নতুন, সেখানে মানিয়ে নিতে নিতে একাকীত্বটাও খুব স্বাভাবিক। শান্ত সুরের মতো সেই একাকীত্ব সরিয়ে দিচ্ছেন সুজন। আগলে রাখছেন তাঁকে। মিশমির এই পোস্ট থেকে সকলের মনে হচ্ছে যে, তিনি প্রেমে পড়েছেন। যদিও মিশমি এর বেশি আর কিছু বলেননি। এর আগে অবশ্য রণজয় বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর নাম জড়ালেও উড়িয়ে দিয়েছিলেন মিশমি। যদিও সৌরভ আর দর্শনার বিয়েতে রণজয়ের সঙ্গেই এসেছিলেম মিশমি। তবে অভিনেত্রী জানিয়েছিলেন যে, সত্যিই কারও সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হলে সে কথা সবাইকে জানাবেন। তাই কি এই পোস্ট? জল্পনা শুরু হয়েছে টালিগঞ্জে।

শাহরুখের মেয়েকে নিয়ে বিভোর কাজল

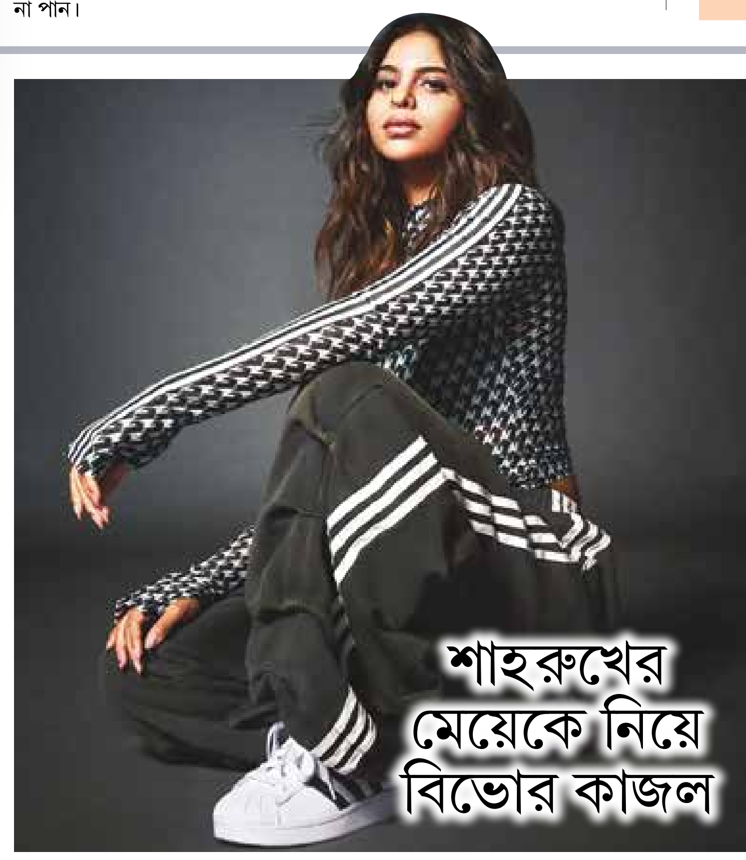

কভি খুশি কভি গম-এর সেট। আর সেই সেটে একেবারে সদ্যোজাত সুজানা খানকে নিয়ে এসেছিলেন শাহরুখ। এ কথা কাজলের আজও বেশ মনে আছে। মাত্র এক ঘণ্টার জন্য মেয়েকে এনেছিলেন তিনি। ছোট্ট সুহানাকে দেখে কাজল একেবারে অবাক হয়ে গেছিলেন। মেয়েটা এত মিষ্টি, এত সুন্দর যে, কাজল আর চোখ ফেরাতে পারেননি।

সম্প্রতি একটা অনুষ্ঠানে সুহানার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর। সুহানা একটা সোনালি শাড়ি পরেছিলেন। সেখানে শাহরুখের মেয়েকে দেখেও কাজলের সেই ছোট্ট মেয়েটাকে মনে পড়ছিল। 'মা'-এর প্রচারে বেরিয়ে শাহরুখের মেয়ের কথা বলতে বলতে নস্টালজিক হয়ে পড়েন কাজল। তাঁর মেহেন্দি অনুষ্ঠানে গৌরী খানকে নিয়ে এসেছিলেন শাহরুখ। আরিয়ান তখন ছোট। সুহানা কোলে। সে ছবিটাও কাজলের চোখে লেগে আছে। কে জানে, শাহরুখের ছেলেমেয়েকে দেখলে কাজলের মনে বোধহয় মাতৃত্বই জেগে ওঠে। তাই 'মা' ছবির কাজে তাদের কথাই মনে পড়ছে বারবার।

মাথার অর্ধেক টাক, রণদীপের নতুন লুক

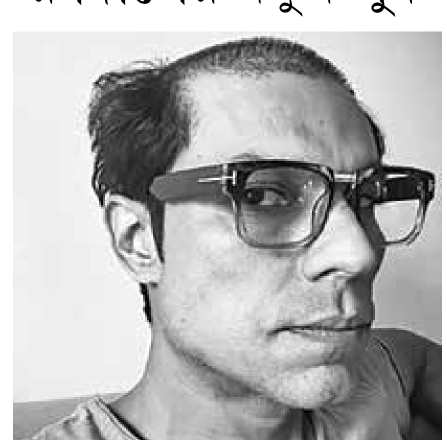

রণদীপ হুড়া সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর নতুন 'লুক' শেয়ার করেছেন। ছবিটা ধূষর। তাঁর চোখে চওড়া ফ্রেমের চশমা, মাথার অর্ধেক টাক। এর সঙ্গে তিনি ক্যাপশন করেছেন, চা আজ সকালের পানীয়, কফি এখানে চলে না। স্বাভাবিকভাবেই নেটমহল কৌতূহলী তাঁর ছবি দেখে। সূত্রের খবর, এটি রণদীপের আগামী ছবিতে তাঁর চরিত্রের লুক। তিনি সব সময়েই দর্শককে তাঁর অভিনীত চরিত্র, তাঁর অভিনয়, তাঁর লুক দিয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছেন, এটাও তেমনই কিছু হতে চলেছে। তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছিল সানি দেওলের বিপরীতে, জাট ছবিতে। তিনি ছিলেন ভিলেন। তাঁর আগামী ছবি ম্যাচবক্স। এই আমেরিকান অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার কমেডির পরিচালক স্যাম হারগ্রেভ।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমির

অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নদের জন্য বিশেষ প্রদর্শনী হল 'সিতারে জমিন পর'-এর। এর জন্য মঙ্গলবার আমির খান দিল্লিতে গিয়েছেন এবং সেখানে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মঙ্গলবার ভারতের রাষ্ট্রপতির অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে রাষ্ট্রপতি মুর্মুর সঙ্গে আমির খানের ছবি শেয়ার করা হয়েছে। ক্যাপশন করা হয়েছে, 'বিশিষ্ট অভিনেতা আমির খান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করেছেন রাষ্ট্রপতি ভবনে।' এই ছবি ২০ জুন মুক্তি পেয়েছে। ছবিতে ১০ জন বিশেষ মানুষকে দেখা গিয়েছে যারা স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তারা সাধারণ মানুষের মতো নয়। তাদের নিয়েই বাস্কেটবল টিম তৈরি করেন কোচ আমির এবং জেতেন।

ট্রেলারে অক্ষরধাম

২০২২-এর গুজরাটের অক্ষরধাম মন্দির হামলার ওপর নির্মিত ছবি অক্ষরধাময়য়: অপারেশন বজ্রশক্তির ট্রেলার প্রকাশ্যে এল। ঘটনার ভয়বহতা এবং এর পরের প্রতি আক্রমণ দেখানোর ক্ষেত্রে কিছু কাল্পনিক ঘটনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে ছবিতে। ছবির নায়ক অক্ষয় খান্না, তিনি হয়েছেন এনএসজি অফিসার মেজর হানিত সিং। ২০২৫ সালের ৪ জুলাই ছবির মুক্তির কথা আছে। পরিচালক কেন ঘোষ। ট্রেলার শুরু হয় অক্ষয় খান্নাকে দিয়েই। তিনি টেলিফোন মারফত শোনেন এক সন্ত্রাসীর হুমকি—তারপর গুলিবৃষ্টি, গোলমাল, সেনাদের তৎপরতা । অক্ষয়ের অভিনয় নিয়ে নেটমহল প্রশংসা করলেও ছবির বিষয়বস্তুর সমালোচনা হয়েছে কারণ এই বিষয়ে অজস্র ছবি, সিরিজ হয়েছে, ফলে দর্শক এখন এই বিষয়ে আর ছবি দেখতে চায় না—তেমনই জানিয়েছেন তারা। ছবিতে অক্ষয় ছাড়া আছেন সমীর সোনি, গৌতম রোড, অক্ষয় ওবেরয়, প্রমুখ।

রথের প্রস্তুতিতে বাধা বৃষ্টি, বেহাল পথঘাট

নর্দমার জল পেরিয়ে মহড়া

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৪ জুন : মঙ্গলবার শহরের কেশব রোডের বেহাল নর্দমা ব্যবস্থার সাক্ষী রইল মদনমোহনের নতুন রথ। এদিন ডাঙ্গরআই মন্দির চত্বরে মদনমোহনের নতুন রথের পুজো হয়। পুজোর পর সেই রথের মহড়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় মদনমোহনবাড়িতে। এদিকে, সোমবারের বৃষ্টিতে কেশব রোডের বেশ কিছুটা অংশে জল জমে যাওয়ায় জলমগ্ন পথ দিয়েই নিয়ে যাওয়া হয় নতুন তৈরি করা রথটিকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অল্প বৃষ্টিতেই ওই রাস্তাটিতে জল জমে যায়। বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ।

এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে রথযাত্রার আগে রাস্তাটির বেহাল পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনের নজরদারির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যদিও পুরসভার তরফে বুধবার থেকে রাস্তাটিতে কাজ শুরুর আশ্বাস দিয়েছেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি বলেন, 'ওই রাস্তাটি খুব নীচু। তবে রাস্তাটির ওই অংশে যাতে জল না জমে সেজন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। বুধবার থেকেই কাজ শুরু হবে।'

শতাধিক বছর পর এবছর মদনমোহনের নতুন রথ তৈরি করা হল। শুক্রবার ওই নতুন রথে চেপে মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন মদনমোহন ঠাকুর। গতবছরও নর্দমার জল পেরিয়ে মাসির বাড়িতে যেতে দেখা গিয়েছিল মদনমোহনকে। এবারেও পরিস্থিতি কি সেদিকেই এগোচ্ছে? এ নিয়ে যথেষ্টই উদ্বেগে রয়েছেন কোচবিহারের স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন দিনভর কেশব রোডে জল জমে থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অধিকাংশ স্থানীয় বাসিন্দারা।

রাস্তার এই পরিস্থিতি নিয়ে কথা হচ্ছিল দিলীপ মজুমদারের সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'কিছুদিন পরেই ওই রাস্তা দিয়ে মদনমোহন মাসির বাড়িতে যাবেন। এদিকে বৃষ্টি হলেই রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়ে।'

এদিন পুণ্ডিবাড়ি কৃষি মৌসম সেবাকেন্দ্রের তরফে আগামী ২৯ জুন পর্যন্ত মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রথযাত্রার আগের দিন বৃষ্টি হলে এবারেও সেই রাস্তায় জল জমার আশঙ্কা করছেন শহরবাসী। শুক্রবার বিকেলে তিথি মেনে রাজ আমলের নিয়ম অনুযায়ী মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন মদনমোহন। সেদিন বিকেলে বিশেষ পুজোর পর রাজপরিবারের ধর্মীয় প্রতিনিধি, জেলা শাসক, সদর মহকুমা শাসক, দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে রথের দড়িতে টান পড়বে। এরপর ভক্তরা দড়ি টেনে রথ এগিয়ে নিয়ে যাবেন গুঞ্জবাড়িতে। সেখানে সাতদিন থাকবেন তিনি।

রথযাত্রার প্রসঙ্গে সদর মহকুমা শাসক তথা দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অন্যতম সদস্য কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রাস্তার বিষয়টি নিয়ে পুরসভা পরিকল্পনা করেছে। তবে প্রতিবারের মতো নিয়ম মেনে একই রাস্তা দিয়ে রথ গুঞ্জবাড়িতে যাবে।'

জল পেরিয়েই নতুন রথ যাচ্ছে মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে। - জয়দেব দাস

উদ্বেগ বাড়ছে

- সোমবারের বৃষ্টিতে কেশব রোডের বেশ কিছুটা অংশে জল জমে যাওয়ায় জলমগ্ন পথ দিয়েই নিয়ে যাওয়া হয় নতুন তৈরি করা রথটিকে
- অল্প বৃষ্টিতেই ওই রাস্তাটিতে জল জমে যায়, বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ
- মদনমোহনকে গতবছরও নর্দমার জল পেরিয়ে মাসির বাড়িতে নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল

দিনহাটাজুড়ে সতর্কতা

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৪ জুন : রথ বাকি আর তিনদিন। দিনহাটা শহরে রথযাত্রার প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। প্রতিটি মন্দির প্রাঙ্গণে এক বছর বাদে রথ সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। শহরের বেশ কয়েকটি মন্দির থেকে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা বের হয়। পাশাপাশি শহরের আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকেও রথের শোভাযাত্রা নজরে আসে এদিন।

জগন্নাথ দেব মন্দির থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমার পর মাসির বাড়ি যান সাতদিনের জন্য। মা মহামায়া পাটের জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি কালাচাঁদ মন্দির। ওইদিন তিনি সেখানেই যাবেন। সেখানে সাতদিন ধরে চলবে জগন্নাথ দেবের আরাধনা।

মহামায়া পাট মন্দিরের কার্যকরী সভাপতি দিলীপকুমার দেব বলেন, 'প্রায় ২৫ বছর ধরে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হচ্ছে মন্দির প্রাঙ্গণে।' সাতদিন কালাচাঁদ মন্দিরে জগন্নাথ দেবের ভোগ থেকে শুরু করে আরও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, দিনহাটার শতবর্ষ প্রাচীন মদনমোহন মন্দিরের রথ দিনহাটার রাস্তায় শোভাযাত্রার পর গোধূলি বাজারের নিত্য কালী মন্দিরে সাতদিনের জন্য থাকেন। সেখানে সাতদিন ভোগ নিবেদন হয়। আর সন্ধ্যা থেকে হয় কীর্তন আরতি। গোধূলি বাজার নিত্য কালী মন্দিরের সম্পাদক অনীল সাহার কথায়, 'বছরের এই সময়টার জন্য মন্দির কমিটি এবং স্থানীয় বাসিন্দারা অপেক্ষা করে থাকেন।'

অন্যদিকে, শহরের ভক্তদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং দুর্ঘটনা এড়াতে থানা ও প্রশাসনের পক্ষ থেকেও প্রস্তুতি চলছে। দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদকের বক্তব্য, 'প্রতি বছরের মতো এবছরও রথের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে ভক্তদের রথ দর্শন করার ব্যবস্থা করা হবে। রথের ওপরে যে বসে থাকবে ইলেক্ট্রিকের তার নিয়ে যাতে সে সচেতন থাকে সেই বিষয়টিও নজরে রাখা হবে। রথযাত্রার সময় যাতে বিদ্যুৎ পরিষেবা সাময়িক বন্ধ থাকে সে বিষয়ে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির সঙ্গেও কথা বলব।' সবকিছু নিয়ন্ত্রণের জন্য সিভিক ভলান্টিয়ার এবং পুলিশ থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সেজে উঠছে শতবর্ষ প্রাচীন মদনমোহন মন্দিরের রথ। দিনহাটায়।

জল থইথই।। *মঙ্গলবার কেশব রোডে জয়দেব দাসের তোলা ছবি।*

মাথাভাঙ্গা শহরের সবুজ প্রান্তর যেন পার্কিং জোন

প্লাস্টিক বর্জ্যে ঢেকেছে মেলার মাঠ

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২৪ জুন : কোচবিহার জেলাজুড়ে যখন প্লাস্টিক বর্জ্য নিষ্কাশনে সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচি চলছে, তখন মাথাভাঙ্গা শহরের প্রাণকেন্দ্র মেলার মাঠে এক বিপরীত ছবি ধরা পড়ল। শহরের একমাত্র খোলা সবুজ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত এই মেলার মাঠ বর্তমানে প্লাস্টিক বর্জ্যে ছেয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান, মেলা আয়োজনের পর মেলার মাঠে পড়ে থাকে প্লাস্টিক বোতল এবং অন্য অপচনশীল বর্জ্য।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই মাঠ এখন প্রায় নিয়মিতভাবে বেসরকারি যানবাহনের পার্কিং জোনে পরিণত হয়েছে। অনেক সময় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকেও দুর্ঘটনাগ্রস্ত কিংবা বাজেয়াপ্ত গাড়ি ওই মাঠে রাখা হয় বলে অভিযোগ। ফলে মেলার মাঠের সবুজ ঘাসও দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যদিও মাথাভাঙ্গা থানার আইসি হেমন্ত শর্মা অভিযোগ মানতে নারাজ। সবুজ রক্ষায় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেখানে গাছ লাগানো হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

মেলার মাঠ সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ী বিপ্লব দত্ত, সুদীপ্ত সরকাররা জানিয়েছেন, শুধু দিনের বেলায় নয়, রাতের অন্ধকারেও কয়েকজন বাসিন্দা মেলার মাঠে আবর্জনা ফেলছেন। ফলে মাঠের সৌন্দর্য যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনি পরিবেশে এর প্রভাব পড়ছে। পরিবেশকর্মী সংগঠন গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট কনজারভেটিভ অর্গানাইজেশন (জিকো)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস বর্মন বলেন, 'মেলার মাঠ রক্ষার দায়িত্ব পুরসভা এবং প্রশাসনকেই নিতে হবে।'

স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিন থেকেই মেলার মাঠকে সংরক্ষণের দাবি জানিয়ে এসেছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির মাথাভাঙ্গা শাখা সম্পাদক মাথাভাঙ্গার উন্নয়নের স্বার্থে ওই মাঠকে পরিষ্কার করা ও জনসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার দাবি জানিয়েছেন তন্ময় চক্রবর্তী।

মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিকের বক্তব্য, 'শিবরাত্রিমেলার পর পুরসভার পক্ষ থেকে মেলার মাঠ পরিষ্কার করা হয়েছে।'

মেলার মাঠে প্লাস্টিক বর্জ্য ছড়িয়ে থাকার বিষয়টি লক্ষপতির জানা নেই বলেই জানিয়েছেন তিনি। লক্ষপতির সংযোজন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। সেখানে কেউ প্লাস্টিক বর্জ্য সহ কোনও আবর্জনা না ফেলে তা-ও নিশ্চিত করা হবে।'

পাশাপাশি দুর্ঘটনাগ্রস্ত যানবাহন যাতে মেলার মাঠে না রাখা হয় সেই ব্যাপারেও মাথাভাঙ্গা থানার আইসির সঙ্গে তিনি কথা বলবেন বলেও জানিয়েছেন। যদিও হেমন্ত বলেন, 'মহকুমা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের নিয়ন্ত্রিত ওই মাঠে তাদের অনুমতি নিয়েই যানবাহনগুলি রাখা হয়।'

মাথাভাঙ্গা মেলার মাঠজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে প্লাস্টিকের আবর্জনা।

অভিযোগ

- শহরের একমাত্র সবুজ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত এই মেলার মাঠ বর্তমানে প্লাস্টিক বর্জ্যে ছেয়ে গিয়েছে
- এই মাঠ এখন প্রায় নিয়মিতভাবে বেসরকারি যানবাহনের পার্কিং জোনে পরিণত হয়েছে
- অনেক সময় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকেও দুর্ঘটনাগ্রস্ত কিংবা বাজেয়াপ্ত গাড়ি ওই মাঠে রাখা হয়

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	২
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	২
ও পজিটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	০

■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	৯
এ নেগেটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	১১
বি নেগেটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	৫
এবি নেগেটিভ	-	২
ও পজিটিভ	-	২০
ও নেগেটিভ	-	১

■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	২
এবি পজিটিভ	-	১৮
ও পজিটিভ	-	২
ও নেগেটিভ	-	০

ওভারব্রিজ দাবি

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৪ জুন : নিত্যদিন যানজটে নাকাল হতে হচ্ছে দিনহাটা শহরের সাহেবগঞ্জ রোড ও বলরামপুর রোডের বাসিন্দাদের। বামনহাট, সাহেবগঞ্জ, নিগমনগর অথবা বলরামপুর রোডের দিকে বুড়িরহাট-নাজিরহাট থেকে শহরে ঢোকার মুখে রেলগেট সংলগ্ন এলাকাগুলিতে রোজই যানজট হয়। শহরের প্রবেশের মুখে প্রায় ঘণ্টাখানেক যানজটে আটকে থাকছেন পথচারীরা। যানজট নিয়ন্ত্রণে পুলিশ প্রশাসন কোনও ভূমিকা পালন করছে না বলে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় ও পথচারীরা। তাঁরা যানজট নিয়ন্ত্রণে ওভারব্রিজের দাবি তুলেছেন।

স্টেশন রোডের বাসিন্দা সমীর সাহার কথায়, 'নিত্যদিনের যানজটে বহুবার প্রশাসনকে আবেদন জানিয়েও কোনওরকম সাড়া পাওয়া যায়নি। এই যানজটের জন্য অনেকক্ষেত্রেই নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে পারছি না।'

এবিষয়ে দিনহাটা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরীর প্রতিক্রিয়া, বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা চলছে। পুলিশকে আবেদন করা হয়েছে লাইনের দু'পাশে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

এবিষয়ে দিনহাটা শহরের ট্রাফিক ওসি মহাদেব শীলের বক্তব্য, 'সাহেবগঞ্জ রোড এবং বলরামপুর রোডে সিভিক নিয়োগ করা আছে যানজট নিয়ন্ত্রণের জন্য। এছাড়াও প্রতিনিয়ত অভিযান চালানো হয়।'

যানজটে জেরবার নিত্যযাত্রীরা

এভাবেই রোজ যানজটে নাকাল হতে হয় দিনহাটাবাসীকে। মঙ্গলবার।

দিনহাটা শহরে গ্রামের থেকে ঢুকতে গেলেই দুটি রেলগেটে মাঝেমধ্যেই যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এই যানজট লেগে থাকায় অনেক সময় জরুরি কাজে দিনহাটায় আসতে অনেকটাই সময় নষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে সমস্যায় পড়েন যাঁরা গ্রাম থেকে চিকিৎসা করাতে শহরে আসেন। ট্রেন চলাচলের সময় গেট পড়ে গেলে তাঁদের অপেক্ষা করতে হয় শহরে ঢোকার জন্য। অপরদিকে, স্কুল এবং কলেজের পড়ুয়ারা সকালে খানিকটা আগেই বেরিয়ে যায় যাতে ট্রেনের আসার আগেই তারা দিনহাটা শহরের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। স্বভাবতই যানজটমুক্ত করার জন্য সাহেবগঞ্জ রেলগেটে একটি ওভারব্রিজের দাবি জোরালো হয়ে উঠছে।

মঙ্গলবার বলরামপুর রোড রেলগেটের সামনে গেট পড়ে থাকার কারণে দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিলেন বুড়িরহাটের সজল রায়। সজল বললেন, 'বাইরে থেকে ডাক্তার এসেছেন নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছাতে হবে চিকিৎসার জন্য। নইলে তিনি বেরিয়ে যাবেন। কিন্তু এই যানজটের কারণে অনেকটাই দেরি হয়ে যাচ্ছে পৌঁছাতে। জানি না এরপর ডাক্তারবাবু বসে থাকবেন কি না।'

দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতি সম্পাদক রানা গোস্বামী জানালেন, বহুদিনের দাবি যানজটমুক্ত শহর গড়ে তোলা। একটি ওভারব্রিজের দাবিও জানানো হয়েছে। ওভারব্রিজ হলে সময়ের কাজ সময়ে করতে পারবেন। পাশাপাশি দুর্ঘটনা অনেকটাই কমবে।

গাঁজা সহ ধৃত

কোচবিহার, ২৪ জুন : গাঁজা সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা অনীল মহন্তকে গ্রেপ্তার করল কোতোয়ালি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার কোচবিহার শহরের কেশব রোড বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। একটি কালো ব্যাগ থেকে ৮.১ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনা জানিয়েছেন, মাদক আইনে মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

মেসির জন্মদিন

কোচবিহার, ২৪ জুন : কোচবিহারে ফুটবল তারকা মেসির জন্মদিন পালন করলেন তাঁর ভক্তরা। মঙ্গলবার 'গড ফ্যানস অফিশিয়াল'-র তরফে কোচবিহারের রেলগুমটি ও খাগড়াবাড়ি এলাকায় প্রায় ১৫০ জন দুঃস্থকে মাংসভাত সহযোগে মধ্যাহ্নভোজন করানো হয়। মেসির ভক্ত অনির্বাণ বৈদ্য, ভাস্বর চক্রবর্তী, বিবেক বিশ্বাসরা এদিন সামাজিক কাজকর্ম করেন। তাঁরা জানিয়েছেন, মেসির জন্মদিনে প্রতিবছরই এরকম কাজ করা হয়।

সংবর্ধনা

কোচবিহার, ২৪ জুন : মঙ্গলবার রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান হরিহর দাসকে সংবর্ধনা দিল বাণেশ্বর সারথিবালা মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি স্থানীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে কী করে এগিয়ে নিয়ে আসা যায়, সে বিষয়ে আলোচনাচক্রও হয় সেখানে।

বিক্ষোভ

কোচবিহার ও তুফানগঞ্জ, ২৪ জুন : কালীগঞ্জে বোমাবাজিতে নাবালিকার মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সিপিএমের তরফে আন্দোলনে নামা হল। এদিন সন্ধ্যায় ডিওয়াইএফআই এবং এসএফআইয়ের তরফে কোচবিহারের কোতোয়ালি থানাতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। দোষীদের শাস্তির দাবি তোলেন তাঁরা।

এদিকে, তুফানগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। মিছিলটি দলের শহর এরিয়া সমন্বয় দপ্তরের সামনে থেকে শুরু হয়ে বাজার পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন দলের শহর এরিয়া কমিটির সম্পাদক অসীম সাহা, সদস্য অজয় বাগচী, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পূর্ণেশ্বর অধিকারী সহ অনেকে।

এসি বাস চালু

কোচবিহার, ২৪ জুন : প্রায় পাঁচ বছর পর শর্টরুটে বাতানুকূল বাস পরিষেবা চালু করল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। মঙ্গলবার সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাস থেকে ১৬ জন যাত্রী নিয়ে এনবিএসটিসির এসি বাসের যাত্রা শুরু হল কোচবিহার-শিলিগুড়ি রুটে। নিগম সূত্রে খবর, কোচবিহার-শিলিগুড়ি রুটে এসি বাসে ভাড়া পড়ে ৩২০ টাকা। সেখানে ১০০ টাকা ছাড় দিয়ে আগামী ছয় মাস এই ভাড়ায় দেওয়া হবে বিশেষ ছাড়। উপস্থিত ছিলেন এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ। পার্থপ্রতিম বলেন, 'সাধারণ যাত্রীদের দাবি মেনে এই বাস পরিষেবা চালু করা হল। প্রতিদিন দুটো গাড়ি কোচবিহার-শিলিগুড়ি রুটে দু'বার করে চলবে।'

শিশু উদ্যানের সরঞ্জামে দুর্ঘটনার আশঙ্কা

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ২৪ জুন : শিশু উদ্যানের বেশিরভাগ খেলাধুলোর জিনিস ভেঙে গিয়েছে। ছবিটি মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত মেখলিগঞ্জ শিশু উদ্যানের। ওই ভাঙা সামগ্রীগুলি ব্যবহার করার ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বাম জমানার শেষের দিক থেকে দীর্ঘদিন অবহেলায় পড়ে ছিল উদ্যানটি। তারপর তৃণমূল কংগ্রেসের গত পুর বোর্ডের আমলে উদ্যানটি সংস্কার করা হয়েছিল। শিশুদের খেলাধুলোর জন্য রকমারি সরঞ্জাম বসানো হয়েছিল। এছাড়া উদ্যানে বসার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। এই উদ্যানে শিশুদের পাশাপাশি আশপাশের এলাকার তরুণ-তরুণী ও বয়স্ক মানুষরাও আসেন। সকলেই ওই ভাঙাচোরা জিনিসগুলি ব্যবহার করছেন। সকলের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে অভিভাবক ও সচেতন বাসিন্দারা উদ্যান থেকে ওই অকেজো সরঞ্জামগুলি সরিয়ে নেওয়ার ও নতুন রকমারি সরঞ্জাম বসানোর দাবি জানিয়েছেন।

মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি এবিষয়ে বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। আমরা দ্রুত ভাঙা ও অকেজো খেলাধুলোর সামগ্রীগুলি সরিয়ে ফেলে সেই জায়গায় নতুন সামগ্রী বসানোর চেষ্টা করছি।' শিশুদের আকৃষ্ট করতে উদ্যানটিকে নতুন রূপে সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান তিনি।

শহরের বাসিন্দা শিবা সাহা বলেন, 'ওই শিশু উদ্যানের অনেক সরঞ্জাম ভেঙে যাওয়া সত্ত্বেও উদ্যানে আসা শিশুদের পাশাপাশি এক শ্রেণির অসচেতন মানুষ সেগুলি ব্যবহার করছে। এর ফলে যে কোনও মুহূর্তে বড় ধরনের বিপদ ঘটতে পারে।' তাই তিনি পুরসভার কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন অকেজো জিনিসগুলিকে যেন উদ্যান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। শিশুদের জন্য যদি নতুন খেলাধুলোর সামগ্রী আনা যায় তাহলে খুব ভালো হয়। একই মত আরেক বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেনের। তিনি বলেন, 'শিশুদের কোনটা ভাঙা বা কোনটা ভালো এত বোঝার ক্ষমতা নেই। তারা খেলার জিনিস দেখলে খুশি হয়ে সেগুলি নিয়ে খেলতে চায়। কিন্তু ভাঙা জিনিস নিয়ে খেলতে গিয়ে ওরা যে কোনও সময় চোট পেতে পারে। তাই পুরসভার উচিত বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা।'

মেখলিগঞ্জ শিশু উদ্যানে ভাঙা একটি সরঞ্জামে বসে দুই তরুণ।

পাড়ায় পাড়ায়

মেখলিগঞ্জ

গাছের গুঁড়ি সরানোর দাবি

মেখলিগঞ্জ, ২৪ জুন : ঝড়ে পড়ে যাওয়া গাছের গুঁড়ি থেকে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে। মেখলিগঞ্জ-চ্যাংরাবান্ধা সড়কের পাশের একটি গাছ কিছুদিন আগে ঝড়ে মেখলিগঞ্জ শিশু উদ্যানে ভেঙে পড়ে। সেই গাছটি কেটে পরিষ্কার করা হলেও গুঁড়িটি বিপজ্জনক অবস্থায় রাস্তার পাশেই রয়েছে। এই সড়কে দিয়েই মেখলিগঞ্জের বেশিরভাগ যান চলাচল করে। রাস্তার উলটোদিকেই রয়েছে মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। তাই গাছের গুঁড়ি থেকে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন অনেকে। শহরবাসী কুন্তল চক্রবর্তীর কথায়, 'ঝড়ে পড়ে যাওয়া গাছের গুঁড়ি থেকে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।'

পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি বলেন, 'শীঘ্রই গাছের গুঁড়িটি তুলে জায়গাটি সমান করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

হলদিবাড়ি

আবর্জনায় অতিষ্ঠ জীবন

হলদিবাড়ি, ২৪ জুন : ফুটপাথ আছে কিন্তু সেখানে দিয়ে চলাই দায়। কারণ, ফুটপাথ দখল করে অস্থায়ী দোকান বসেছে। তেমনি তার পাশে জমে থাকা আবর্জনা থেকে ছড়াচ্ছে তীব্র দুর্গন্ধ। ঘটনাটি হলদিবাড়ি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ইমিগ্রেশন রোডের। কালীবাড়ি মোড় এলাকায় ইমিগ্রেশন রোড দখল করে বসছে সবজি সহ মাছের দোকান। পথচারীদের অভিযোগ, আবর্জনা জমে থাকায় জায়গাটি কুকুর, বিড়ালেরা আস্তানা হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে রয়েছে মশার উৎপাতও। স্থানীয় তরুণ মনোজ পান্ডের কথায়, 'আবর্জনার দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে জীবন।'

এবিষয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলার নিখিল দত্তের দাবি, 'অভিযোগ ঠিক নয়। আমরা নিয়মিত আবর্জনা সাফাইয়ের চেষ্টা করি। কর্মীর অভাবে মাঝেমধ্যে আবর্জনা পরিষ্কার করা হয় না।'

তথ্য ও ছবি : শুভ্রজিৎ বিশ্বাস ও অমিতকুমার রায়

রাজধানীতে আম উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : রাজধানীতে বাঙালিয়ানা ছড়াল আমের সুবাসে। নয়াদিল্লি জনপথের হ্যান্ডলুম হাট প্রাঙ্গণে মঙ্গলবার থেকে শুরু হল 'বেঙ্গল আম মেলা ও হ্যান্ডলুম-হস্তশিল্প এক্সপো, ২০২৫'-এর একাদশ সংস্করণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসব চলবে ৮ জুলাই পর্যন্ত। দিল্লির বাঙালি ও অবাঙালি সমাজের কাছে আম, হস্তশিল্প ও বাংলার সংস্কৃতির এক অনন্য সমন্বয় হয়ে উঠেছে ১৫ দিনের এই মেলা। প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং এক ট্যাবলোর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেসিডেন্ট কমিশনার উজ্জ্বয়িনী দত্ত এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বিকাশ সাহা। এই উৎসবে বাংলার ছয়টি জেলার কৃষকরা প্রায় ৪৪,০০০ কেজি আম নিয়ে হাজির হয়েছেন। প্রদর্শিত হচ্ছে লক্ষ্মণভোগ, আম্রপালি, ল্যাংড়া, গোলাপখাস, কিষণভোগ, মল্লিকা, কোহিতুর, রাজভোগ, রাখালভোগ প্রভৃতি স্বাদে ও ঘ্রাণে অনন্য আমের প্রজাতি। রয়েছে ৭ হাজার টাকা মূল্যের থাই আম, ৫ হাজার টাকার ব্ল্যাক স্টোন ও পৃথিবী বিখ্যাত মিয়াযাকি আমও। ভৌগোলিক স্বীকৃতি-প্রাপ্ত মালদার লক্ষ্মণভোগ, হিমসাগর (খিরসাপাতি) ও মালদা ফজলি আম, যা এই মেলার মূল আকর্ষণ। শুধু আম নয়, মেলায় স্থান পেয়েছে বাংলার জিআই স্বীকৃত হস্তশিল্প ও হ্যান্ডলুম পণ্যও। রয়েছে বাঁকুড়া টেরাকোটা, ডোকরা শিল্প, কুশমণ্ডির মুখোশ, ধনিয়াখালি শাড়ি।

রাজস্থানে বাঙালি হেনস্তা

প্রথম পাতার পর

মোজাহার বলেন, 'আমরা বারবার আটকে রাখার কারণ জানতে চেয়েছি। নিজেদের পরিচয়পত্র দেখিয়েছি। কিন্তু ওরা কোনও কথা শুনতে চায়নি। কয়েক ঘণ্টা চরম আতঙ্কে কেটেছে।'

এই খবর খিসাহার গ্রামে এসে পৌঁছাতেই ওই শ্রমিকদের পরিবার বিষয়টি মারনাই অঞ্চলের প্রধান আঞ্জুয়ারা বিবিকে জানান। প্রধান ইটাহারের বিধায়ককে জানান।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নির্দেশ দেন রাজস্থান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। সেই দৌত্যের পর শেষপর্যন্ত ওই পরিযায়ী বাঙালি শ্রমিকরা রাজস্থান পুলিশের হেপাজত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান।

কিন্তু দিনটির অভিজ্ঞতায় ভিনরাজ্যে কাজ করতে ভয় পাচ্ছেন তাঁরা। ইটাহারে উদ্বিগ্ন তাঁদের পরিবার, আত্মীয়রা। খিসাহার গ্রামে দুই পরিযায়ী শ্রমিকের বৃদ্ধা মা বাহারন বেওয়া বলেন, 'আমরা গরিব। পেটের জন্য আমার দুই ছেলে ও বৌমারা রাজস্থানে কাজ করতে গিয়েছে। ওখানে ওদের বাংলাদেশি বলে পুলিশ আটকে রেখেছিল। খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম।'

বাহারনের প্রশ্ন, 'কেন এরকম আটকে রাখবে। আমরা কি বাংলাদেশি? আমরা তো ইন্ডিয়ায় থাকি।' বিধানসভায় প্রায় একই সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'শুধু বাংলা বলার অপরাধে কাউকে বাংলাদেশি বলা হলে সেটা সংবিধানের অবমাননা। সংবিধান সকল ভাষার মর্যাদা দেয়।' তাঁর ভাষায়, 'তামিলনাড়ুতে অনেকে সিংহলি ভাষায়, আবার কেউ নেপালি ভাষায় কথা বলেন। তাহলে কি তাঁদের শ্রীলঙ্কা বা নেপালে পাঠিয়ে দেওয়া হবে? বাংলা ভাষার সঙ্গে যেন এক অদৃশ্য শত্রুতা চলছে।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা বাদ দেওয়া হবে বলে আমার কাছে খবর এসেছে। বাংলাকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য টিকবে তো? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি এই ভাষাতেই কথা বলতেন।' ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেনের অভিযোগ, 'এই রাজ্যের বিজেপি নেতাদের কথায় প্রভাবিত হয়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী মুসলিম পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে।'

বর্ষণে বিপর্যস্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

ভূমিধস এবং পাহাড় থেকে বোল্ডার গড়িয়ে পড়ায় ভোগান্তি চরমে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : মধ্যরাতে থমকে সমস্ত গাড়ির চাকা। ওয়াইপারের ঘর্ষণেও গাড়ির কাচ পরিষ্কার হচ্ছে না। বৃষ্টির জলের স্রোত বইছে করোনেশন সেতুর ওপর দিয়ে। বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় চালক থেকে যাত্রী, সকলেই। প্রবল বৃষ্টি এবং তিস্তার গর্জনে ওই সময়ই নতুন করে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দানা বেঁধেছিল। তবে রাস্তা বন্ধ হয়নি বটে, কিন্তু ভূমিধস এবং পাহাড় থেকে বোল্ডার গড়িয়ে পড়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়লেন এই পথের যাত্রীরা। এক ঘণ্টার পথ চলতে লেগে গেল তিন ঘণ্টা। এক রাতের বৃষ্টিতেই যদি এমন পরিস্থিতি হয়, তবে বর্ষার টানা বৃষ্টিতে পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে পৌঁছাবে, তা নিয়েও নতুন করে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

১০ নম্বর জাতীয় সড়কে বোল্ডার গড়িয়ে পড়েছে।

এক রাতের বৃষ্টিতেই...

- সেবক, ২৯ মাইলেও পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়েছে বোল্ডার
- লিকুভির সহ একাধিক জায়গায় ভূমিধসে বসে গিয়েছে রাস্তা
- তীব্র যানজটে এক ঘণ্টার রাস্তা চলতে তিন ঘণ্টা সময় ব্যয়
- ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ভবিষ্যৎ কোন পথে, উঠছে প্রশ্ন
- পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগে সকলে

পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) গত কয়েক মাস ধরে কী কাজ করল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে, এমন অভিযোগ তুলেই এরাজ্যের পূর্ত দপ্তরের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থা এনএইচআইডিসিএল-কে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের দায়িত্ব দেওয়ার দাবি তুলেছিল সিকিম। এমন দাবিতে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির দ্বারস্থ হয়েছিলেন খোদ সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। এমন দাবি তুলেছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্টও। কিন্তু দায়িত্বের হাত বদল ঘটলেও ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের তেমন পরিবর্তন যে ঘটেনি, তা মঙ্গলবারের ছবিতে স্পষ্ট। শ্বেতিঝোরা, লিকুভিরে ধস নামা, ভূমিধস বা এই এলাকাগুলিতে উপর থেকে বোল্ডার গড়িয়ে পড়া নতুন কোনও ঘটনা নয়। কিন্তু মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর ২৯ মাইলেও বোল্ডার আছড়ে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। বড় বড় পাথর আছড়ে পড়েছে সেবক, বিরিকদাড়ার মতো এলাকায়। পাশাপাশি লিকুভির সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় ভূমিধসের জেরে রাস্তা বসে যায়। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুসারে, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত সেবক ও সংলগ্ন এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে ১৯৬.২ মিলিমিটার। যা এই মরশুমে সর্বোচ্চ হলেও, সেবকের মতো এলাকায় নতুন নয়। এমন পরিমাণ বৃষ্টি যদি টানা ক'দিন হয়, তবে পরিস্থিতি কোথায় পৌঁছাতে পারে, তা সহজেই স্পষ্ট।

রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ায় এদিন সকাল থেকেই যান নিয়ন্ত্রণ করে কালিম্পং জেলা পুলিশ। বিপজ্জনক জায়গাগুলির পরিস্থিতি বুঝেই সেখান দিয়ে গাড়ি চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়। ফলে সড়কটিতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এদিন কালিম্পং থেকে শিলিগুড়ি ফিরছিলেন স্নেহলতা প্রধান। তাঁর বক্তব্য, 'রাস্তার বর্তমান যা পরিস্থিতি, তাতে যে কোনও দিন রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনাও।' সেবক পাহাড় থেকে কাদাজল গড়িয়ে পড়ায় এই আশঙ্কা করেন শিলিগুড়ির সুদীপ সরকার। তিনি বলেন, 'অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালাতে হয়েছে। বুঝতে পারছি না, কী কাজ হল জাতীয় সড়কটিতে।'

ভাড়া বাড়াল রেল

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : দীর্ঘদিন বাদে যাত্রী ভাড়া বাড়াল ভারতীয় রেল। তবে সেই ভাড়াবৃদ্ধি যৎসামান্য বলে দাবি করা হয়েছে। নন-এসি মেল এবং এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকিটের ভাড়া প্রতি কিলোমিটার পিছু ১ পয়সা করে বাড়ানো হয়েছে। ওই ট্রেনগুলির এসি ক্লাসের টিকিটের ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে ২ পয়সা করে বাড়ছে। তবে স্বস্তির খবর হল শহরতলির লোকাল ট্রেন এবং ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণির ট্রেনের টিকিটের ভাড়া বাড়ছে না। মান্থলি সিজন টিকিটেরও ভাড়া বাড়ছে না। দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে ৫০০ কিলোমিটারের অধিক ট্রেন সফরে ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে আধ পয়সা করে বেড়েছে। ১ জুলাই থেকে নতুন ভাড়া কার্যকর হচ্ছে।

খেপে লাল ট্রাম্প

প্রথম পাতার পর

আগে থেকে পরিকল্পনা করা হামলা বন্ধ করার উপায় ছিল না।

ট্রাম্পের ঘোষণায় সোমবার রাত ১২টা থেকে কার্যকর হয় সংঘর্ষ বিরতি। ভারত-পাকিস্তানের মতো ইজরায়েল-ইরান সংঘাত বন্ধের জন্যও কৃতিত্ব দাবি করেন তিনি। ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, 'ইজরায়েল ও ইরান প্রায় একসঙ্গে এসেছিল এবং শান্তির কথা বলেছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এটাই সংঘর্ষ বিরতির ঠিক সময়। এর ফলে দুই জাতিই অসাধারণ শান্তি ও সমৃদ্ধির সাক্ষী হতে পারবে।'

অপর একটি পোস্টে কাতারে হামলা চালানোর বিষয়ে আমেরিকাকে আগাম অবগত করার জন্য ইরানকে ধন্যবাদ জানান ট্রাম্প। কিন্তু পরে ইরান ও ইজরায়েলের আঘাত, প্রত্যাঘাত তাঁকে বিড়ম্বনায় ফেলে। ইরানের ৩টি পরমাণুকেন্দ্রে আমেরিকা বাংকার বাস্টার বোমা বর্ষণের পর ইরানের ওপর প্রতিশোধ নিতে অভ্যন্তরীণ চাপ বাড়ছিল। কাতারে মার্কিন বায়ুসেনার ঘাঁটিতে হামলায় যা অনেকটা লাঘব হয়েছে।

কাতারের সরকারি মুখপাত্রের অবশ্য দাবি, ওই হামলায় তেমন ক্ষতি হয়নি। অনেক আগেই মার্কিন সেনারা সাজসরঞ্জাম নিয়ে চলে গিয়েছিল। সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল যুদ্ধবিমানগুলি। ইরানি সেনা কিন্তু মার্কিন ঘাঁটি ধ্বংসের দাবিই করেছে। ভারতে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত ইরাজ এলাহি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ইতিহাসে কোনও দেশ আমেরিকার সামরিক ঘাঁটিকে নিশানা করেনি। ইরান সেটা করে দেখিয়েছে।'

তাঁর কথায়, 'এটিকে প্রতীকী প্রতিশোধ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু আমেরিকা এই বেআইনি পদক্ষেপের পুনরাবৃত্তি ঘটালে আমরা একইভাবে প্রতিশোধ নেব।' ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর ইজরায়েলের অভিযোগ, মঙ্গলবার সকালে তাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ৩ দফায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। তাতে কমপক্ষে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। পরে ইরান হামলা স্থগিত রাখে। ইরানের ইসলামি রেভোলিউশনারি গার্ড সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর হওয়ার পর ইজরায়েলে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। উলটে ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সোমবার রাতে গিলান প্রদেশের আস্তানেহ আশরাফিয়া শহরে ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃত্যু হয়েছে দেশের পারমাণবিক শক্তি সংস্থার অন্যতম কর্তা মোহাম্মদ রেজা সিদ্দিকী সাবেরের। তাঁর মৃত্যু ইরানের পরমাণু কর্মসূচির পক্ষে সর্বশেষ ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। এই নিয়ে গত ১২ দিনের সংঘর্ষে ১২ জন পরমাণুবিজ্ঞানীকে হারাল ইরান।

এক চুমুকে স্বস্তি।। মঙ্গলবার গ্রীষ্মের দুপুরে নয়াদিল্লিতে। পিটিআই।

বছরে একটি ডাকাতিই লক্ষ্য

প্রথম পাতার পর

রবিবার শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে একটি নামী গয়নার দোকানে ডাকাতির পর থেকেই এই 'অপারেশন' সবার চর্চায়। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, দলের সদস্যরা বছরে একাধিক অপারেশনে মোটেও বিশ্বাসী নয়। বরং একটি জায়গাকে চিহ্নিত করে সেই জায়গাতেই মাসের পর মাস রেইকি করে কোটি টাকার গয়না লুট করাটাই এদের লক্ষ্য। এভাবে অপারেশন চালিয়ে যে আয় হয় তাতে তাদের পরিবার ভালোভাবেই চলে বলে ধৃতরা পুলিশকে জানিয়েছে।

গ্যাংটি দেশের নানা প্রান্তে অপারেশন চালালেও কোটি কোটি টাকার গয়না মূলত একজনকেই বিক্রি করে থাকে। সেই ব্যক্তি ভিনরাজ্যের বাসিন্দা।

পুলিশ সেই বিশেষ ব্যক্তির খোঁজ চালাচ্ছে। এই গ্যাংয়ের সঙ্গে বিহারের এক বাহুবলী রাজনীতিবিদের যোগাযোগ রয়েছে বলে মঙ্গলবারই উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

সেই ব্যক্তির হাত মাথায় থাকায় দুষ্কৃতীরা নিশ্চিত হয়ে অপারেশন চালায়। লুটপাটের সময় হাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকলেও খুব প্রয়োজন না থাকলে তারা কারও ওপর গুলি চালায় না বা সেভাবে মারধরও করে না।

আবাক করার মতো তথ্য আরও আছে। ধরা পড়লে খুব বেশি হলে কয়েক মাসের কারাবাস।

তারপর ছাড়া পেয়ে ফের এজাতীয় দুষ্কর্ম। গ্যাংটি নাকি এই তত্ত্বেই বিশ্বাসী।

যারা এভাবে কাজ করে তাদের পিছনে পাকা মাথার বহু হিসেবনিকেশ রয়েছে বলেই তদন্তকারীরা মনে করছেন। দলের সদস্যরা এর আগে বিহার, রাজস্থানে এমন দুষ্কর্ম করে ধরা পড়ে। তারপর জেলে যায়। ফের ফিরে এসে তারা আবার এ ধরনের অপরাধে জড়ায়।

সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে পুলিশ আর একটা বিষয়েও পরিষ্কার, গ্যাংয়ের পান্ডাই সবচেয়ে বেশি গয়না নিয়ে পালিয়েছে।

তবে ডাকাতির ঘটনায় ব্যবহার করা অন্য বাইকগুলি কোথায় সে বিষয়ে তদন্তকারীরা এখনও অন্ধকারে। বাকিরা সবাই মিলে বাইকে করেই ভিনরাজ্যে পালিয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা চলছে।

উদয়নের হুমকি, পদ্মের কর্মসূচি বাতিল

প্রথম পাতার পর

নাজিরহাট, শালমারা, বামনহাট, দিনহাটা শহর সহ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে বাইক মিছিল করেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। মিছিল থেকে বিজেপিকে দূরে থাকার স্লোগান দেওয়া হয়। সকালের দিকে উদয়ন সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'আজ বিকেলে সব অঞ্চলের বাইক মিছিলের পর ছবি চাই। যুদ্ধ না থাকলেও সেনাদের তৈরি থাকতে হয়।' উদয়নের ওই বার্তা আগামী বিধানসভার আগে 'যুদ্ধের হুংকার' বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তবে উদয়ন এদিন বলেছেন, 'হুঁশিয়ারি দিয়ে বিজেপির কর্মসূচি বন্ধ করার মতো অবস্থা হয়নি। ওরা বুঝতে পেরেছে দিনহাটায় ওদের লোক হবে না। তাই তারা কর্মসূচি করেনি।'

যদিও দিনহাটায় বিজেপির কর্মসূচির ক্ষেত্রে উদয়ন গুহ কোনও ফ্যাক্টর না বলেই দাবি বিজেপি নেতা অজয়ের। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, আমরা কর্মসূচি বাতিল করিনি, পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'কয়েকদিনের মধ্যে ফের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। তৃণমূল তখন আটকে দেখাতে পারলে বোঝা যাবে। আমরা তো কর্মসূচি বাতিল করিনি, তাই গ্রাম-গ্রামান্তরে কর্মীদের মনোবল ভাঙার কোনও বিষয় নেই।' তবে তৃণমূলের দিনহাটা শহর ব্লক সভাপতি বিশু ধরের কথায়, 'যেভাবে দিনহাটা বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় মন্ত্রী উদয়নের হাত ধরে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। তা দেখেই বিজেপি ভয় পেয়ে কর্মসূচি থেকে বিরত থেকেছে।' বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে জেলায় রাজনৈতিক উত্তাপ ততই বাড়ছে। রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, উদয়নের গড়ে ঘোষণা করেও কর্মসূচি বাস্তবায়ন না করতে পারায় বিজেপি অনেকটাই ব্যাকফুটে গেল।

আরএসপি-র কর্মীসভা

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুন : মঙ্গলবার শহরের নিউটাউন মহাকালধাম এলাকায় আরএসপি ভবনে আয়োজিত হল এক সাংগঠনিক কর্মীসভা। রাজ্য সম্পাদক তপন হোড় ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে ১৬টি লোকাল কমিটি নিয়ে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। আরএসপি-র জেলা সম্পাদক সুব্রত রায় জানান, প্রায় ১৫০ জন কর্মী এদিন সভায় অংশ নেন। ভবিষ্যতের সাংগঠনিক পরিকল্পনা ও সম্প্রসারণমূলক কর্মসূচি নিয়ে সভায় আলোচনা হয়েছে।

৪৬টি হেরিটেজে ৩০ কোটির প্রস্তাব

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৪ জুন : ইতিমধ্যে কোচবিহারের ১৫৪টি স্থাপত্যকে হেরিটেজ ঘোষণা করে তার মধ্যে ১৫টি স্থাপত্যের সংস্কারের জন্য রাজ্যের তরফে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১৩টির কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন। দুটোর কাজ বাকি রয়েছে।

এই অবস্থায় কোচবিহারে নতুন করে আরও ৪৬টি হেরিটেজ স্থাপত্যকে সংস্কার করার উদ্যোগ নিল কোচবিহার জেলা প্রশাসন। কোচবিহারের জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনার কথায়, '৪৬টি হেরিটেজ ভবন ও স্থাপত্যকে নতুন করে সংস্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেগুলির সার্ভে করে মোট ৩০ কোটি টাকার এস্টিমেট রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।'

অনুমোদন এলে খুব শীঘ্রই সেগুলির কাজ শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। কোচবিহার হেরিটেজ কমিশনের বেছে দেওয়া তালিকা থেকে রাজ্য হেরিটেজ কমিশন ১৫৪টি স্থাপত্যকে কয়েক বছর আগে হেরিটেজ ঘোষণা করেছে। সম্প্রতি এর মধ্যে ঐতিহ্যবাহী সাগরদিঘি, বৈরাগীদিঘি, জেনকিন্স স্কুল, খাসমহল, লম্বাদিঘি সহ আরও কিছু স্থাপত্য সংস্কারে কাজ শুরু হয়েছে। তার মধ্যেই আবার বরাদ্দে খুশি সকলে।

কোচবিহার হেরিটেজ সোসাইটির সম্পাদক অরূপজ্যোতি মজুমদার বলেন, 'হেরিটেজ বিভিন্ন স্থাপত্য ও ভবনগুলির দ্রুত সংস্কার করা প্রয়োজন। ফলে অর্থ মঞ্জুর হলে অবশ্যই ভালো হবে। প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।'

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ওই ৪৬টি স্থাপত্যের মধ্যে শুধু আরবান ডেভেলপমেন্ট মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাফেয়ার্স দপ্তরেই ৩৩টি স্কিমের জন্য ২২ কোটি টাকার এস্টিমেট পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে শিবদিঘি, কাইয়াদিঘি, লালদিঘি, কালিকাগঞ্জ বাজার, অনাথনাথ মন্দির, ভবানীগঞ্জ বাজার, পুরোনো মিউনিসিপ্যালিটি ভবন, ল্যান্সডাউন হল, সাবিত্রী লজ, পুরোনো পূর্ত দপ্তর ভবন, এসডিও অফিস, এসডিএম কোর্ট ইত্যাদি রয়েছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে তিনটি স্কিমের জন্য ২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা এস্টিমেট পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে

কোচবিহারে হেরিটেজ বাণী মহলের বেহাল দশা।

নরনারায়ণ পার্ক, ডিএফও অফিস ও বনশ্রী আবাসন রয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরে তিনটি প্রকল্পের জন্য ২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা এস্টিমেট পাঠানো হয়েছে। তারমধ্যে রয়েছে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অফিস ও বাংলো এবং এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পুরোনো ভবন। উচ্চশিক্ষা দপ্তরে এডুকেশন দপ্তরে তিনটি স্কিমের জন্য ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এস্টিমেট পাঠান হয়েছে। এর মধ্যে ভিক্টোরিয়া কলেজের হস্টেল, বাণী ভবন, এবিএন শীল কলেজের টিনশেড রয়েছে। এছাড়া পূর্ত দপ্তরে ৫৩.২৮ লক্ষ টাকার প্রকল্প, বিসিডব্লিউ দপ্তরে ৬০ লক্ষ, মাস এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ১৮.৬৪ লক্ষ, সংশোধনাগারের জন্য ৫ লক্ষ টাকার এস্টিমেট পাঠানো হয়েছে।

হেরিটেজ ভবন ও স্থাপত্যগুলিকে সংস্কার করা হলে কোচবিহারের হেরিটেজ যেমন রক্ষা পাবে তেমনি কোচবিহারের প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বাড়বে বলে মনে করছেন দ্য কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণ।

কোথায় খরচ

আরবান ডেভেলপমেন্ট মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাফেয়ার্স দপ্তরে ৩৩টি স্কিমের জন্য ২২ কোটি টাকার এস্টিমেট

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে তিনটি স্কিমের জন্য ২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা এস্টিমেট

স্বাস্থ্য দপ্তরে তিনটি প্রকল্পের জন্য ২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা

উচ্চশিক্ষা দপ্তরে তিনটি স্কিমের জন্য ১ কোটি ১০ লক্ষ

এছাড়া আরও বিভাগের জন্যও টাকার এস্টিমেট পাঠানো হয়েছে

পুরোনো চাকরিতে ফিরতে চেয়ে নথি

প্রথম পাতার পর

দেওচড়াই হাইস্কুলের ফিজিক্যাল সায়েন্সের শিক্ষিকা জয়শ্রী শর্মাকে দেখা যায়, মন ভারাক্রান্ত অবস্থায় আবেদনপত্র জমা দিচ্ছেন। তিনি বলেন, 'আগে খারিজা ফলিমারি এপি প্রাইমারি স্কুলে চাকরি করতাম। খুবই কষ্ট করে হাইস্কুলের চাকরি পেয়েছিলাম। সবই কপাল। খুবই খারাপ লাগছে।

কিন্তু কোর্ট তিন মাসের মধ্যে আবেদন করতে বলেছে। তাই করছি। তবে রিভিউ করেছি।' দিনহাটা গার্লস হাইস্কুলের জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষিকা মুনমুন দত্ত আগে সিঙ্গিমারি জিপি প্রাইমারি স্কুলে চাকরি করতেন।

এদিন তিনি আবেদন জমা করলেও তার পরিষ্কার বক্তব্য, 'কোনওভাবেই এই চাকরি ছেড়ে আগের কম স্কেলের চাকরিতে যাব না। আমরা রিভিউ করেছি।

আশা করছি এতে কাজ হবে। কোনও কারণে রিভিউতে কাজ না হলে কিউরেটিভ পিটিশনে যাব। মোট কথা আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব।' নাগুরুহাট হাইস্কুলের শিক্ষক অনুব্রত সাহা বললেন, 'খারাপ লাগছে। কিন্তু কিছু করার নেই।'

এটিএম লুটে গ্রেপ্তার হরিয়ানার তিন বাসিন্দা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : চম্পাসারি এটিএম লুট কাণ্ডের ছয়দিনের মাথায় অভিযুক্ত তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে তিন লক্ষ একশো নব্বই টাকা উদ্ধার হয়েছে। প্রত্যেকে হরিয়ানার ন্যূ জেলার বাসিন্দা। ধৃতদের মধ্যে মহম্মদ খুরশিদের ওপর তিনদিন ধরে নজর রাখার পর ন্যূ জেলার গুরনাওয়াট গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের সাদা পোশাকের টিম। বাকি দুই ধৃত মহম্মদ ইজরায়েল ও জাভেদ খানকে শালুগাড়া সংলগ্ন শান্তিনগর থেকে পাকড়াও করা হয়েছে। অসমের শ্রীরামপুর থেকে ইজরায়েল ও জাভেদের পিছু নিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। শেষপর্যন্ত মঙ্গলবার ভোরে তারা পুলিশের জালে ধরা পড়ে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অসমের শ্রীরামপুর কিংবা লাগোয়া আলিপুরদুয়ারে এটিএম লুটের পরিকল্পনা করছিল ওরা।

তদন্তকারীদের এও ধারণা যে, এই গ্যাং অনেকটাই বড়। সারাদেশে ছড়িয়ে তাদের নেটওয়ার্ক। মূলত এরা চালক, খালাসির কাজ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। তবে চম্পাসারির ঘটনায় চারজনই সরাসরি যুক্ত ছিল বলে অনুমান পুলিশের। আর একজনের খোঁজ চলছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ, টাওয়ার লোকেশন, সিভিআর-এর সাহায্য নিয়ে আমরা হরিয়ানা থেকে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করি। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি, দুজন এখানেই রয়ে গিয়েছে। টাওয়ার লোকেশন ও সিভিআর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সূত্র ধরে দেখা যায়, ওরা পার্শ্ববর্তী রাজ্যে ঘোরাফেরা করছে। ট্র্যাকিং করে মঙ্গলবার ভোরে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের।' তবে ধৃতদের কাছ থেকে কোনওধরনের আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়নি বলে খবর পুলিশ সূত্রে। ডিসিপি (ওয়েস্ট) জানালেন, ধৃতরা মঙ্গলবার রাতে শহরে এসেছিল।

ময়নাগুড়িতে এটিএম লুটের ঘটনায় ধৃতদের মধ্যেও ন্যূ-এর বাসিন্দা রয়েছে। এরা সবাই একই গ্যাংয়ের সদস্য কি না, তা নিয়ে সন্দেহ ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। ডিসিপি (ওয়েস্ট) অবশ্য বলছেন, 'ময়নাগুড়ির ঘটনার সঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোনওরকম যোগসূত্র না পাওয়া গেলেও বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' তদন্তের স্বার্থে আরও জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন। গুচ্ছ প্রশ্নের উত্তর পেতে ধৃত তিনজনকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে দশদিনের হেপাজতে নিয়েছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

বুধবার গভীর রাতে এটিএম লুটের পর গাড়িতে করে দুষ্কৃতীদের পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে বিহারে ঢুকে পড়ার বিষয়টি ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু তারপর তারা কোথায় গিয়েছিল? পুলিশ সূত্রে খবর, ওই গাড়ি ঘোষপুকুরের চারমাথা মোড় হয়ে বিহারের ঠাকুরগঞ্জ হয়ে দিল্লি চলে যায়। ঘোষপুকুরে টোল প্লাজা এড়াতে গাড়িটি ঠাকুরগঞ্জের দিকে ঘুরে গিয়েছিল। যদিও জাভেদ আর ইজরায়েল ঠিক কোথায় নেমেছিল, তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন পুলিশকর্তারা। দিল্লি পৌঁছে গাড়িটি ছেড়ে দেয় মহম্মদ খুরশিদ এবং তার এক সঙ্গী। এরপর তারা বাসে চেপে হরিয়ানায় নিজেদের গ্রাম গুরনাওয়াটে চলে আসে।

এই প্রথম জোড়া শাবকের জন্ম

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৪ জুন : প্রজনন নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে এখন খুশির হাওয়া দুটি শাবককে ঘিরে। হওয়াটাই স্বাভাবিক, কেননা দুই দশকের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও বন্যপ্রাণীর শাবক জন্ম নিল। তাও আবার এক জোড়া। ১০ বছরের চিতাবাঘ ডালিয়ার দুটি শাবকের চোখ ফুটেছে ২১ দিন পর সোমবার। যা দেখে খুশি সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক থেকে এখানকার বনকর্মীরা।

খুশি বনকর্তারাও। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলছেন, 'চিতাবাঘটি ফালাকাটা ব্লকের দলগাঁও চা বাগান থেকে উদ্ধার হয়েছিল। চিতাবাঘটিকে আনার পর চিকিৎসক ও এখানকার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে যিনি আছেন, তাঁরা বুঝতে পারেন চিতাবাঘটি গর্ভবতী। এরপর থেকেই বিশেষ নজরে রাখা হয়েছিল। দুটো শাবক সুস্থ আছে।'

২০০৫ সালে দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্র তৈরির পর প্রচুর বাঘ ও চিতাবাঘ বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার করে এখানে আনা হয়েছে।

দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসনকেন্দ্রে ডালিয়া দুই শাবকের জন্ম দিল।

কিন্তু ডালিয়ার আগে কোনও চিতাবাঘ বা বাঘ এই কেন্দ্রে বাচ্চার জন্ম দেয়নি।

কারণ, এখানে প্রজনন নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিষিদ্ধ কেন্দ্রেই ডালিয়া এখন মা। যেহেতু উদ্ধারের সময় ডালিয়া গর্ভবতী ছিল, ফলে প্রজনন সংক্রান্ত নিয়মভঙ্গ হয়েছে বলা যাচ্ছে না। যেহেতু বিড়াল প্রজাতির প্রাণীরা একটু এদিক-ওদিক হয়েছে বুঝতে পারলে নিজের শাবককে মেরে ফেলে, তাই এমন প্রাণীর শাবকদের জন্মের ৭ থেকে ২১ দিনকে ডেঞ্জার পিরিয়ড হিসেবে দেখা হয়। শাবক দুটির বয়স ২১ দিন হয়ে যাওয়াতেই মূলত খুশির হাওয়া এখানে। তবে এখনও ৬৯ দিন শাবক দুটিকে নজরে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, অভিজ্ঞ বনকর্মী পার্থসারথি সিনহা, প্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মা ও বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাসোয়ানের বিশেষ নজরে ছিল ডালিয়া। প্রথমবার দুটি শাবককে পেয়ে তাঁরা প্রত্যেকেই খুশি। মিনি চিড়িয়াখানার দরজা আরও প্রশস্ত হল বলে মনে করছেন অনেকে। প্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মা বলেন, 'মা ও শাবক ভালো আছে। তবে আরও কিছুদিন নজরে রাখা হবে।'

ঋষভকে ওর মতো খেলতে দিন : রাহুল

লিডস, ২৪ জুন : ক্রিকেটার হিসেবে তিনি কতটা প্রতিভাবান, তিনি নিজেই জানেন না!

দিন দুয়েক আগে লোকেশ রাহুলকে নিয়ে এমন মন্তব্য করেছিলেন সুনীল গাভাসকার। হেডিংলে টেস্টে রাহুল প্রমাণ করেছেন সানির মন্তব্য সঠিক।

কখনও ওপেনার, কখনও বা মিডল অর্ডার-রাহুল যখন যেখানে সুযোগ পেয়েছেন, চেষ্টা করেছেন সেরাটা দেওয়ার। সাফল্যের পাশে ব্যর্থও হয়েছেন। জাতীয় দল থেকে বাদও পড়েছেন। কিন্তু তিনি, রাহুল কখনও হাল ছাড়েননি। যার সেরা প্রমাণ লিডস টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে চাপের মুখে রাহুলের শতরান। তাঁর শতরানের পরও টিম ইন্ডিয়া হেডিংলে টেস্ট জিততে পারবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে রাহুল আপাতত প্রশংসার বন্যায় ভাসছেন। গতকাল রাতে চতুর্থ দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে রাহুল বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁর ক্রিকেটীয় ভাবনা ভিন্ন স্তরের। রাহুলের কথায়, 'যত দ্রুত একজন ক্রিকেটার হিসেবে আপনি বুঝতে শিখবেন যে, মাঠে সেরাটা দেওয়ার পরও সবসময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে না, ততই মানসিকভাবে শক্তিশালী হবেন আপনি।' লোকেশ নিজেও এভাবেই তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ারের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, 'মাথা সবসময় ঠান্ডা রাখার পাশে মানসিকভাবে শক্তিশালী হতে না পারলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে লম্বা সময় খেলতে পারবেন না আপনি। অনেক আগেই এই বাস্তব বুঝে গিয়েছি। এখন একজন ক্রিকেটার হিসেবে দলের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সেই চেষ্টাই করে চলেছি।'

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের মতো সিনিয়ারদের সঙ্গে দীর্ঘসময় রাহুল কাটিয়েছেন ভারতীয় সাজঘরে। কোহলিদের মতো সিনিয়ারের থেকে অনেক কিছু শিখেছেন তিনি। সেই শিক্ষা এখন কাজে লাগাচ্ছেন। গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে টিম ইন্ডিয়ার অস্ট্রেলিয়া সফরে রোহিতের অনুপস্থিতিতে রাহুলকে ইনিংস ওপেন করতে হয়েছিল। সেই সময় থেকেই রাহুলের ক্রিকেটে পালাবদলের শুরু। চলতি বিলেত সফরে লোকেশ এখন বিশেষজ্ঞ ওপেনার। নতুন বল সামলানোর দায়িত্ব নিয়ে হেডিংলে টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে শতরান করে রাহুল প্রমাণ করেছেন, তাঁর উপর ভরসা রাখা যেতেই পারে। ভারতীয় ওপেনারের কথায়, 'সিনিয়ারদের থেকে অনেক কিছু শিখেছি আমি। সেই শিক্ষা এখন মাঠে কাজে লাগাচ্ছি। জানি সামনে অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ আসবে। আমি সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য তৈরি।' হেডিংলের মাঠে গতকাল টেস্ট কেরিয়ারের আট নম্বর শতরান করেছেন রাহুল। টেস্টে তাঁর আট শতরানের মধ্যে সাতটি দেশের বাইরে। অথচ তারপরও তাঁর ব্যাটিং গড় ৩৩.৫৭।

কেন? রাহুলের কাছে সরাসরি কোনও যুক্তি নেই আপাতত। তবে টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার ঠিক করে ফেলেছেন আগামীদিনে তাঁর ব্যাটিং গড় আরও ভালো করতে হবে। নিজের ব্যাটিং গড়ের উন্নতির পরিকল্পনার পাশে ঋষভ পন্থের ব্যাটিং নিয়েও মজে রয়েছেন রাহুল। খুব কাছ থেকে দেখেছেন পন্থের শতরান। এহেন ঋষভকে নিয়ে আবেগে ভাসছেন রাহুলও। টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার রাহুল তাঁর সতীর্থ ঋষভকে নিয়ে দুনিয়ার দরবারে একটি আবেদনও করেছেন। বলেছেন, 'ঋষভ বিশেষ প্রতিভা। ওকে ওর মতো খেলতে দিন।'

শতরান করে ফেরার পথে ব্যাটে চুমু ঋষভ পন্থের।

কঠিন পরিস্থিতিতে হাল না ছাড়া মনোভাবে নজর কাড়লেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস।

'ড্র' শব্দ পছন্দ নয় স্টোকসদের

লিডস, ২৪ জুন : নিয়ন্ত্রিত বাজবল। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের প্রয়োগ। আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সঙ্গে যার দুরন্ত মিশেল ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ে। কিন্তু চতুর্থ দিনে ঋষভ পন্থের বিরুদ্ধে বেন স্টোকসের রক্ষণাত্মক ফিল্ডিং, বোলিং স্ট্র্যাটেজি অবাক করেছে নাসের হুসেনকে। অভিযোগ, ক্রিজে আসার পর ঋষভের ওপর চাপ তৈরি করা দরকার ছিল। যদিও সেই তাগিদের অভাব ছিল ইংল্যান্ডের পরিকল্পনায়।

পন্থকে ছাড়, অবাক নাসের

প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেছেন, 'ঋষভের ইনিংসের শুরুতে ইংল্যান্ডের পরিকল্পনা আমার ভালো লাগেনি। ফিল্ডারদের ফাঁকফোকর দিয়ে খুচরো রান নিয়েছে, স্ট্রাইক রোটেট করেছে। যা আটকানো দরকার ছিল। ৪-৫টা বল আটকে দিলে ও কিন্তু ছটফট করত। ঝুঁকি নিতে গিয়ে ভুল করত। উলটে স্লিপ ফিল্ডারও সরিয়ে নেয়। লোকেশও সারাক্ষণ একইভাবে ব্যাট করে গেল। তবে ঋষভের বিরুদ্ধে স্ট্র্যাটেজি অবাক করেছে।'

প্রথম ইনিংসে ৪৭১ রান করে ভারত। যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিলের পর ঋষভ পন্থের শতরান। কিন্তু তারপরও দমে যায়নি ইংল্যান্ড। পালটা জবাবে ৪৬৫। ওলি পোপ, হ্যারি ব্রুকদের পুরো ইনিংস জুড়ে বাজবলের দাপট। মূলত যে কারণেই ফলাফলের দরজা কখনও বন্ধ হয়নি। দলের নবাগত পেসার জোশ টাঙ্গের কথায়, বাজবল অভিধানে ড্র বলে কোনও শব্দ নেই।

জয়ের জন্য ঝাঁপাতে হবে যে কোনও পরিস্থিতিতে, এটাই মন্ত্র ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম-বেন স্টোকসদের। চতুর্থ ইনিংসে ভারতের ছুড়ে দেওয়া ৩৭০ রানের চ্যালেঞ্জের মুখেও ইংল্যান্ডের ইতিবাচক ব্যাটিং। যার ইঙ্গিত চতুর্থ দিনে খেলা শেষে দিয়ে রাখেন পেসার জোশ টাঙ্গ। তাঁর দাবি, ড্র নিয়ে কোনও আলোচনাই নাকি সাজঘরে হয়নি। লক্ষ্য একটাই ৩৭১।

চতুর্থ দিনের শেষে বার্তাটা সাজঘরে পরিষ্কারভাবে সবাইকে দেওয়া হয়েছে। মূল সুর, ইতিবাচক থেকে হেডিংলি টেস্টের 'ফাইনাল শোয়ে' লক্ষ্যপূরণে ঝাঁপাতে হবে। পঞ্চম তথা শেষ দিনে মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি, ঠান্ডা হাওয়ার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বেন ডাকেট, জ্যাক ক্রলিদের ব্যাটিংয়ে সেই ইতিবাচক মানসিকতার প্রতিফলনই মিলল।

ফেডারেশন মহাসচিব পদে নতুনের সম্ভাবনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ জুন : সভাপতির পাশাপাশি অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের নতুন মহাসচিব পদ নিয়েও এখন জোর জল্পনা। সাজি প্রভাকরণ নাকি চিরাগ তান্না অথবা অন্য কেউ?

যা পরিস্থিতি তাতে প্রফুল প্যাটেলের নিজের সভাপতি হওয়ার খুব একটা আগ্রহ নেই। যদিও নতুন স্পোর্টস কোড অনুযায়ী তাঁর আর দাঁড়াতে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তিনি হয়তো ফেডারেশন সভাপতি হওয়ার ঝামেলাটা আর নিতে চাইবেন না। তবে ক্রীড়ামন্ত্রক ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের

দৌড়ে সাজি ও চিরাগ

সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলছেন তিনিই। ফলে প্রফুলের অপছন্দের কেউ আসার সম্ভাবনা তেমন নেই। বিজেপি-র জাতীয় সম্পাদক ও মুখপাত্র তো বটেই আরএসএসের জাতীয় পর্যায়ের নেতা অরবিন্দ মেননের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো। ফলে তিনিই আপাতত সভাপতি হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে। তবে ক্ষমতার চাবিকাঠি প্রফুলের হাতেই থাকার সম্ভাবনা। তাঁর নিজের লক্ষ্য শুধুমাত্র ফিফার কার্যনির্বাহী সমিতিতে ঢোকা। তিনি সেটাই চেয়ে রেখেছেন অমিত শা-র কাছে। এবারের সভাপতি নিয়োগে কিং মেকার হতে পারে বেশ কয়েকটি রাজ্যের প্রতিনিধিরা। যার মধ্যে আছে বাংলাও।

কিন্তু সভাপতি নয়, আসল কাজ করবেন ফেডারেশনের মহাসচিব। এই অরবিন্দের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো সাজির। দুজনেই কেরলের মানুষ। কিন্তু সমস্যা হল, কল্যাণ চৌবের সময় থেকেই সাজি ফুটবলকর্তাদের অপছন্দের তালিকায় চলে গিয়েছেন। তাছাড়া তাঁকে পছন্দ করেন না প্রফুল প্যাটেল নিজেই। তাই অরবিন্দ চাইলেও সাজির পক্ষে ফেরা মুশকিল। চিরাগ বহুদিন ধরে স্বপ্ন দেখেন ফেডারেশনের মহাসচিব পদে বসার। তাঁর সঙ্গে রিলায়েন্সগোষ্ঠীর সম্পর্ক ভালো। তাঁকে ওই পদে বসানোর জন্য এমনকি এফএসডিএলের বিভিন্ন কাজ থেকেও তাঁকে প্রায় মাস দুয়েক হল অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার পরেও তাঁকে আদৌ মহাসচিব পদে ফেরানো সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে সব মহলেই। যা খবর, তাতে একেবারে নতুন করে আবেদন করতে বলা হতে পারে। তাঁদের প্রেজেন্টেশন এবং কাজের অভিজ্ঞতা দেখার পরেই হয়তো নিয়োগ করা হবে নতুন মহাসচিব। কারণ এখন আর এই পদটি সাম্মানিক নয়। বেতনভুক সচিব নিশ্চিতভাবেই সভাপতি বা শীর্ষকর্তাদের পছন্দের হবেন একথা বলাই যায়। যেখানে এমনকি প্রফুলের সময়ের কোনও পুরোনো মুখকেও দেখা যেতে পারে মহাসচিব পদে।

দোশির প্রয়াণে চমকে যান সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুন : তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল দীর্ঘদিনের। যখনই ইংল্যান্ড যেতেন, দেখা হত দিলীপ দোশির সঙ্গে। ৭৭ বছর বয়সে গতকাল রাতে আচমকাই দিলীপের প্রয়াণের খবর পেয়ে মর্মাহত প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আজ বিকেলে সিএবিতে হাজির হয়ে মহারাজ বলেছেন, 'খুবই খারাপ খবর। গতরাতে ওঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে চমকে গিয়েছিলাম। ভাবিনি এত তাড়াতাড়ি উনি চলে যাবেন। ওঁর পরিবারের প্রতি রইল সমবেদনা।'

শুধু সৌরভই নন, গতকাল রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে লন্ডনে আচমকা দোশির প্রয়াণে শোকের আবহ বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরেও। গত বছর বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের সময়ও কলকাতায় এসেছিলেন দিলীপ। চলতি বছরের শেষের দিকে তাঁর ফের কলকাতায় হাজির হওয়ার কথা ছিল। তার আগে এমন ঘটনায় শোকের ছায়া বাংলা ক্রিকেটে। আজ চলতি বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে সব ম্যাচের আগেই দিলীপের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন হয়েছে।

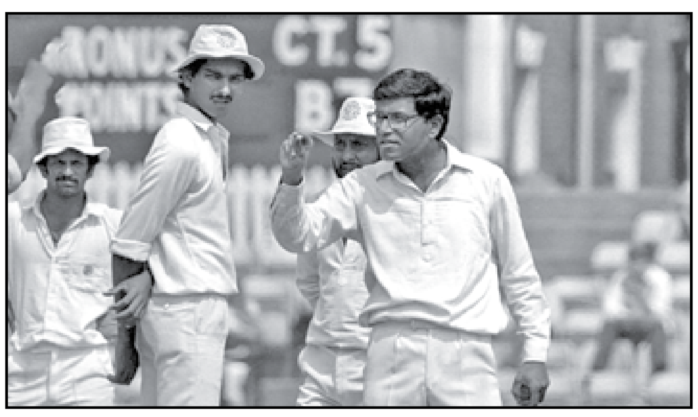

দিলীপ দোশির ক্রিকেট প্রতিভা নিয়ে বরাবরই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন রবি শাস্ত্রী।

শোকপ্রকাশ শচীন, শাস্ত্রীদের

লন্ডন ও মুম্বই, ২৪ জুন : না ফেরার দেশে দিলীপ দোশি। প্রাক্তন ক্রিকেটারের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ক্রিকেট বিশ্ব।

বর্ষীয়ান ভারতীয় ক্রিকেটারের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। তাঁর স্মৃতিচারণ করেছেন মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকার। সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, 'দিলীপ ভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে। ওই সফরে এক ঘণ্টারও বেশি নেটে আমাকে বল করেছিলেন। আমার অনুরাগীও ছিলেন। ওঁর অনুভূতিকে আমিও সম্মান জানাই। তবে দিলীপ ভাইয়ের মতো একজন ভালো মানুষকে মিস করব। মিস করব ওঁর সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা।'

শোকপ্রকাশ করে অনিল কুম্বলে লিখেছেন, 'দিলীপ ভাইয়ের মৃত্যুর খবর সত্যিই হৃদয়বিদারক। ঈশ্বর ওঁর পরিবার-পরিজনকে শক্তি দিক।' প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার রবি শাস্ত্রী লেখেন, 'দিলীপ দোশির মৃত্যুর খবরে সত্যিই দুঃখিত। একজন দক্ষ বোলার, সর্বোপরি একজন আদ্যোপান্ত ভালো মনের মানুষকে হারালাম। ওঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা।' শোকপ্রকাশ করেছেন সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জয়দেব শা, প্রাক্তন বিসিসিআই সচিব নিরঞ্জন শা।

লোকেশকে 'অভিভাবক' বলছেন ভন

ভারতীয় দলে স্টোকস দরকার : পূজারা

লিডস, ২৪ জুন : প্রতিভার অভাব নেই ভারতীয় দলে।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বীনদের অবর্তমানে তরুণ ভারতীয় ব্রিগেড প্রস্তুত দায়িত্বটা নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে। তবে শুভমান গিলের দলে একটাই অভাব- জেনুইন পেস অলরাউন্ডার নেই। হার্দিক পান্ডিয়া আশা জাগিয়ে শুরু করলেও চোটআঘাতে টেস্ট স্কোয়াডের বাইরে। ইংল্যান্ড সফরে শার্দূল ঠাকুরের ওপর আস্থা রাখলেও হেডিংলে টেস্টে হতাশা বাড়িয়েছেন।

চেতেশ্বর পূজারার গলায় সেই সুরটাই ধরা পড়ল। ভারতীয় দলের প্রাক্তন তিন নম্বর ব্যাটারের মতে, ভারতীয় দলে 'মিসিং লিঙ্ক' একজন যথাযথ পেস অলরাউন্ডার না থাকা। শুভমানদের দরকার ছিল বেন স্টোকসের মতো একজনকে। তাহলে ভারতীয় দলের ভারসাম্য অনেক বেড়ে যেত। বিদেশের মাটিতে পেস সহায়ক পরিস্থিতিতে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় দলকে নিয়ে পর্যালোচনা পূজারা বলেছেন, 'ভারতের দরকার স্টোকসের মতো একজনকে। যে ব্যাট, বল, ফিল্ডিং- সব বিভাগেই চৌখস। রবীন্দ্র জাদেজা রয়েছে ভারতীয় দলে। কিন্তু ভারতীয় পরিবেশে জাদেজা যথেষ্ট কার্যকর। তিন বিভাগেই প্রভাব রাখতে সমর্থ। কিন্তু বিদেশের মাটিতে তা নয়। দরকার স্টোকসের মতো একজন পেস অলরাউন্ডারকে।'

সুনীল গাভাসকারের পরামর্শ, স্টোকসের মতো কাউকে না পাওয়া গেলে নীতীশ কুমার রেড্ডিকে দিয়ে কাজ চালাতে পারেন গৌতম গম্ভীররা। বলেছেন, 'ভারতীয় দল নীতীশকে নিয়ে ভাবতে পারে। ও যথেষ্ট ভালো ব্যাটার। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শতরান করেছে। বোলিংয়ে আরও কিছুটা উন্নতি করতে হবে। তাহলে কিন্তু পেস অলরাউন্ডারের অভাব অনেকাংশে মেটাতে সক্ষম হবে ও।'

অপরদিকে, লোকেশ রাহুলের দায়িত্বশীল শতরানে মজে মাইকেল ভন। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের মতে, ভারতীয় ব্যাটিংয়ে লোকেশ হল 'অভিভাবক'। বলেছেন, 'তরুণ ভারতীয় দলে সিনিয়ার সদস্য লোকেশ। দলের অভিভাবকের মতো। বিশেষত ব্যাটিংয়ে। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র। যথাযথ টেস্ট টেকনিক রয়েছে লোকেশের। আমি আগ্রাসী ব্যাটার পছন্দ করি। তবে লোকেশের মতো ব্যাটার দরকার যে কোনও দলের।'

স্বামীর দুরন্ত ইনিংসে আবেগতাড়িত স্ত্রী আথিয়া শেট্টিও। গর্বিত লোকেশের শ্বশুর সুনীল শেট্টি। সমাজমাধ্যমে নিজেদের প্রতিক্রিয়ায় সেই আবেগ প্রকাশ করেছেন দুইজনে। লোকেশের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে আথিয়া লিখেছেন, 'এটা স্পেশাল'। জামাইকে নিয়ে সুনীল শেট্টি লিখেছেন, 'চুপচাপ খেলে গেল। কিন্তু এই ইনিংস বলে গেল সবকিছু। তোমাকে নিয়ে গর্বিত আমি।' লোকেশের ব্যাটিং পজিশন নিয়ে 'মিউজিক্যাল চেয়ার' পরিস্থিতি প্রসঙ্গে গাভাসকার বলেছেন, 'লোকেশের কথায়, দেশের হয়ে খেলাটাই মূল কথা। কত নম্বরে খেলছি, সেটা বড় ব্যাপার নয়। দলের প্রয়োজনে যে কোনও পজিশনে খেলতে প্রস্তুত। মানসিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী। আবেগের জায়গায়-দেশ সবার আগে।'

প্রাক্তন ইংল্যান্ড পেসার স্টিভ হার্মিসন আবার গম্ভীরকে পরামর্শ দিচ্ছেন, ঋষভ পন্থের কানের কাছে যেন 'ঘ্যানঘ্যান' না করে! যুক্তি, ঋষভকে ওর মতো খেলতে দেওয়া উচিত। গম্ভীর যেন নিজের মতামত চাপিয়ে দিয়ে ঋষভকে ঘেঁটে না দেয়। এক সাক্ষাৎকারে হার্মিসন বলেছেন, 'টেস্ট ছক্কা বীরেন্দ্র শেহবাগ ও রোহিতের পরই ঋষভ। ওর ব্যাটিংয়ে নিয়ন্ত্রিত আগ্রাসন দেখলাম। কয়েকটা ছক্কা মারার পর পরিস্থিতির কথায় মাথায় রেখে নিজেকে সংযত করেছে। ভারতীয় দলের কোচদের উচিত, ওকে বিরক্ত না করা।'

> তরুণ ভারতীয় দলে সিনিয়ার সদস্য লোকেশ। দলের অভিভাবকের মতো। বিশেষত ব্যাটিংয়ে। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র। যথাযথ টেস্ট টেকনিক রয়েছে লোকেশের। আমি আগ্রাসী ব্যাটার পছন্দ করি। তবে লোকেশের মতো ব্যাটার দরকার যে কোনও দলের। -মাইকেল ভন

ডুরান্ড কাপে হয়তো নেই মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুন : ডুরান্ড কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করতে পারে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ক্লাব ম্যানেজমেন্ট ইতিমধ্যেই নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। যদিও ডুরান্ড আয়োজকদের দাবি, কোনও চিঠি তাঁদের কাছে আসেনি। ফলে মোহনবাগানকে রেখেই সূচি তৈরি হচ্ছে। এইমুহূর্তে দলের একজন সিনিয়ার ফুটবলারও মাঠে নামেননি প্রস্তুতির জন্য। কলকাতা লিগের রিজার্ভ দল খেলানোর ভাবনা থাকলেও ডার্বির কথা মাথায় রেখেই শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত বদল।

জুলাইয়ের শেষ বা অগাস্টের শুরুতে এএফসি কাপের জন্য প্রস্তুতি শুরু করবেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। তার আগে স্বদেশি বা বিদেশি কাউকেই পাওয়া যাবে না। অথচ জুলাই মাসের মাঝামাঝি ইস্টবেঙ্গলের প্রস্তুতি শুরু হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে তারা যদি ডার্বিতে পূর্ণ শক্তির দল নামায়, সেই ভাবনাও কাজ করছে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টের মধ্যে। রাতের দিকে খবর, ডুরান্ডে খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই বাগানের। যা মৌখিকভাবে তারা আয়োজকদের জানিয়েও দিয়েছে।

দুর্বলতা স্বীকারে নারাজ খোয়াজা

বার্বাডোজ, ২৪ জুন : সাম্প্রতিক সময়ে পেস বোলিংয়ের বিরুদ্ধে অজি ওপেনার উসমান খোয়াজার দুর্বলতা বারবার প্রকট হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৪ সালের পর থেকে পেসারদের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যাটিং গড় ২৫.২৯। যেখানে স্পিনারদের বিরুদ্ধে ব্যাটিং গড় ৬৫.৮০।

যদিও পেস বোলিংয়ের বিরুদ্ধে নিজের দুর্বলতার কথা মানতে রাজি নন অজি ওপেনার। তিনি বলেছেন, 'আমার যদি পেস বোলিংয়ে সমস্যা থাকত, তাহলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হতাম না। একজন ওপেনার অন্যদের থেকে বেশি পেস বোলিংয়ের মুখোমুখি হয়।'

এদিকে তরুণ ওপেনার স্যাম কনস্টাস ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে খোয়াজার সঙ্গী হতে চলেছেন। এই প্রসঙ্গে অজি তারকা বলেছেন, 'স্যাম খুব প্রতিভাবান ক্রিকেটার। আমার দায়িত্ব ওকে ঠিকঠাক গাইড করা।' বুধবার বার্বাডোজে অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্ট শুরু হচ্ছে।

ড্র করেও মেসিরা শেষ ষোলোয়

ফ্লোরিডা, ২৪ জুন : ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় ইন্টার মায়ামির জায়গা নিশ্চিত হল। তবুও জন্মদিনের আগের রাতটা ফিকে হয়ে গেল লিওনেল মেসির জন্য।

আটকে গেল ইন্টার মায়ামি। পালমেইরাসের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র। গ্রুপ পর্ব শেষে দুই দলের ঝুলিতেই ৫ পয়েন্ট। গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকার সুবাদে গ্রুপ 'এ'-র শীর্ষে থেকে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করল ব্রাজিলের ক্লাব পালমেইরাস। দ্বিতীয় দল হিসাবে নক আউটের ছাড়পত্র পেলেন মেসিরা।

নকআউটে পিএসজি, বোটাফোগো

১৬ মিনিটে আর্জেন্টাইন ফুটবলার তাদেও আয়েন্দের গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার মায়ামি। যদিও আক্রমণ ও সুযোগ তৈরিতে শুরু থেকেই ব্রাজিলের ক্লাবটিরই আধিপত্য ছিল। ৬৫ মিনিটে ২-০ করেন লুইস সুয়ারেজ। পিছিয়ে পড়া পালমেইরাস অল আউট আক্রমণে ঝাঁপানোয় কিছুটা গুটিয়ে যায় মায়ামি। তারই ফায়দা তোলে ব্রাজিলের ক্লাবটি। ৮০ ও ৮৭ মিনিটে পরপর দুই গোল করে ম্যাচ ড্র করে তারা। গ্রুপের অন্য ম্যাচে রুদ্ধশ্বাস লড়াই হল আল আহলি ও পোর্তোর মধ্যে। যদিও ৮ গোলের রোমাঞ্চকর ম্যাচ ড্র হল ৪-৪ ফলে।

অন্যদিকে, সিয়াটেল সাউন্ডার্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে 'বি' গ্রুপের শীর্ষে থেকেই শেষ ষোলোর ছাড়পত্র আদায় করল প্যারিস সাঁ জাঁ। ম্যাচের দুই অর্ধে ইউরো চ্যাম্পিয়নদের হয়ে গোল দুইটি করেন কভিচা কাভারাৎস্কেইয়া (৩৫) ও আচরাফ হাকিমি (৬৬)। অন্যদিকে, বোটাফোগোর বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জিতেও গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ৮৭ মিনিটে জয়সূচক গোলটি আতোঁয়া গ্রিজম্যানের করা। তিন ম্যাচ শেষে বোটাফোগো, অ্যাটলেটিকো দুই ক্লাবের ঝুলিতেই ৬ পয়েন্ট। তবে গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকায় 'বি' গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসাবে নকআউট নিশ্চিত করেছে ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটি।

সিয়াটেল সাউন্ডার্স	০-২	প্যারিস সাঁ জাঁ
অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ	১-০	বোটাফোগো
ইন্টার মায়ামি	২-২	পালমেইরাস
পোর্তো	৪-৪	আল আহলি

জন্মদিনের আগের রাতে ইন্টার মায়ামিকে জেতাতে না পেরে হতাশ লিওনেল মেসি।

কাউন্টি ক্রিকেটে শতরান তিলকের

লন্ডন, ২৪ জুন : প্রথম সুযোগেই বাজিমাত। বিলেতের মাটিতে প্রথমবার কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে নেমেই শতরান করলেন তিলক ভার্মা। হ্যাম্পশায়ারের হয়ে অভিষেক ম্যাচে এসেক্সের বিরুদ্ধে শতরান করেছেন তিলক। চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে গতকাল ৯৮ রানে অপরাজিত ছিলেন তিলক। আজ হ্যাম্পশায়ার বনাম এসেক্সের ম্যাচের তিন নম্বর দিনে চার নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমে সেঞ্চুরি করে নজর কেড়েছেন তিলক। ১০০ রানের পর সিমন হার্মারের বলে ডিন এলগারের হাতে ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফেরেন তিলক। ২৪১ বলের ইনিংসে ১১টি চার ও তিনটি ছক্কা মেরেছেন তিলক।

মোনাকোতে যোগ দিচ্ছেন পোগবা

প্যারিস, ২৪ জুন : অবশেষে ফুটবলে ফিরছেন ফরাসি তারকা পল পোগবা। শোনা যাচ্ছে, ফরাসি ক্লাব মোনাকোতে যোগ দিতে পারেন এই বিশ্বজয়ী তারকা। এর আগে সৌদি প্রো লিগের একটি দলের সঙ্গে পোগবার কথাবার্তা হলেও শেষপর্যন্ত চুক্তি হয়নি। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ডোপিংয়ের দায়ে ফরাসি তারকাকে চার বছরের জন্য ফুটবল থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। তবে গত অক্টোবর মাসে সেই সাজার মেয়াদ কমিয়ে ১৮ মাস করা হয়েছিল। চলতি বছরের মার্চ মাসে পোগবার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠেছে। তারপর থেকেই ফুটবলে ফিরতে মরিয়া ছিলেন ফরাসি তারকা।

গায়ানায় পুষ্পার্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুন : আইএফএ-এর সিইও পুষ্পার্ঘ্য চট্টোপাধ্যায় এবার নতুন ভূমিকায়। সম্প্রতি তিনি গায়ানা ফুটবল ফেডারেশনের সচিব পদে নিযুক্ত হয়েছেন। ১ অগাস্ট থেকে পুষ্পার্ঘ্য দায়িত্ব নেবেন। নতুন দায়িত্বে পাওয়ার পর আইএফএ-র সিইও পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। আপাতত নোটিশ পিরিয়ডে রয়েছেন তিনি।

ডাকেট ডাকাতিতে স্বপ্নভঙ্গের আশঙ্কা

দুরন্ত প্রয়াস। তারপরও বেন ডাকেটের ক্যাচ ধরে রাখতে পারলেন না যশস্বী জয়সওয়াল। ৯৭ রানে থাকা ডাকেট শেষপর্যন্ত ফেরেন ১৪৯ রানে।

ভারত-৪৭১ ও ৩৬৪
ইংল্যান্ড-৪৬৫ ও ৩২৮/৫
(৭৫ ওভার পর্যন্ত)

লিডস, ২৪ জুন : মঞ্চ প্রস্তুত। উঁকি মারছে বছর তেইশ আগে হেডিংলেতে ইংল্যান্ড-বধের সোনালি স্মৃতি। পঞ্চম দিনে যখন খেলা শুরু হয়। ইংল্যান্ডের (চতুর্থ দিনে ২১/০ ছিল) দরকার ঠিক ৩৫০ রান। ভারতের দশ উইকেট।

মাথার ওপর মেঘলা আকাশ। মাঝেমধ্যে বৃষ্টি। সঙ্গে ঠান্ডা হাওয়া। বাইশ গজের দুই দিকে গুডলেংথে পঞ্চম দিনের উইকেটে ক্ষত চিহ্ন। ভারতীয় বোলারদের জন্য একেবারে আদর্শ পরিবেশ। যদিও বাইশ গজের দ্বৈরথে অন্যরকম স্ক্রিপ্ট।

প্রথম দুই সেশনে বেন ডাকেটের সাহসী ব্যাটিংয়ে এলোমেলো শুভমান গিল-গৌতম গম্ভীরদের হিসেবনিকেশ। জ্যাক ক্রলিকে নিয়ে রেকর্ড ১৮৮ রানের যুগলবন্দিতে ভারতীয় সাজঘরে আশঙ্কার মেঘ। উঁকি মারছে ২০২২ সলে বার্মিংহামে ৩৭৭ রানের পুঁজি নিয়ে হারের হতাশা।

প্রথম সেশনে অবিচ্ছিন্ন থেকে দলকে ১১৭/০-তে পৌঁছে দেন ডাকেট-ক্রলি। লাঞ্চের পর গিয়ার বদল। ১২১ বলে ষষ্ঠ সেঞ্চুরিতে পা রাখেন ডাকেট। আরও একটা হাফ সেঞ্চুরি ক্রলির। শেষপর্যন্ত ডাকেটদের দাপটে কিছুক্ষণের জন্য ব্রেক লাগে বৃষ্টিতে। শুভমানদের জন্য শাপে বর।

বৃষ্টির পর খেলা শুরু হলে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা ভারতের। প্রসিধের হাত ধরে প্রথম উইকেট ক্রলির (৬৫)। নিজের পরের ওভারে প্রসিধ কৃষ্ণার ঝোলায় প্রথম ইনিংসের সেঞ্চুরিয়ান ওলি পোপ (৮)। ১৮৮/০ থেকে ২০৬/২। দমবন্ধ পরিবেশে কিছুটা স্বস্তির অক্সিজেন।

বাঁহাতি ডাকেটকে কিন্তু রোখা যাচ্ছিল না। মহম্মদ সিরাজদের বল অফস্টাম্পের বাইরে পেলে অনায়াসে বাউন্ডারি হাঁকাচ্ছিলেন। রিভার্স সুইপে বিগড়ে দিলেন জাদেজার লাইন লেংথ। যার সুবাদে ৫৪তম ওভারেই আড়াইশো পার ইংল্যান্ডের।

দরকার আর ১২১। হাতে আট উইকেট এবং ৪৩ ওভার। ঠান্ডা ও বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে মাঠে উপস্থিত বেশ কিছু ভারতীয় সমর্থকরা হয়তো বৃষ্টির প্রার্থনা করছিলেন। কিন্তু চলতি দ্বৈরথে ফের টুইস্ট। এবার শার্দূল ঠাকুরের জোড়া শিকার। পরপর দুই বলে সাজঘরে 'বিপজ্জনক' ডাকেট (১৭০ বলে ১৪৯) ও হ্যারি ব্রুক (০)।

ম্যারাথন ইনিংসের ক্লান্তি। শট হাওয়ায় চলে যায়। বল সোজা পরিবর্ত ফিল্ডার নীতিশ কুমার রেড্ডির হাতে। ইতি ডাকেট-শোয়ে। ফের নতুন করে ম্যাচে ফেরার আশায় বুঁদ হওয়া ভারতীয় শিবিরের।

ততক্ষণে অবশ্য ২১টি চার ও ১টি ছক্কা দিয়ে সাজানো ইনিংসে গম্ভীরদের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিয়েছেন ডাকেট। উদ্দীপনা বাড়িয়ে পরের বলেই ব্রুক-শিকার শার্দূলের। শার্দূলের হ্যাটট্রিক আটকান বেন স্টোকস। ইংল্যান্ড ২৫৩/২ থেকে ২৫৩/৪।

ক্রিজে ইংল্যান্ড দলের দুই মহীরুহ স্টোকস, জো রুট। দ্রুত দুইজনকে ফেরানো মানে ম্যাচ ফের হাতের মুঠোয়। খারাপ আবহাওয়া, মন্দ আলোয় আগেভাগে চা পানের বিরতি। ৩৩ রানের ইনিংসে চ্যালেঞ্জটা ভালোই সামলালেন ইংরেজ অধিনায়ক। রুটের সঙ্গে তাঁর ৪৯ রানের জুটি লক্ষ্যের আরও কাছে পৌঁছে দেয় ইংল্যান্ডকে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৭৫ ওভারে ইংল্যান্ডের স্কোর ৩২৮/৫। ক্রিজে রুট (৪০) ও জেমি স্মিথ (১৩)। জয়ের জন্য ইংল্যান্ডের দরকার আর ৪৩ রান।

পঞ্চম দিনের খেলা শুরুর আগে ১ মিনিটের নীরবতা পালন। দুই দলের কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামে প্রয়াত প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনার দিলীপ দোশিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। ভারতীয় শিবিরে আবার ঋষভের বিরুদ্ধে আইসিসি-র পদক্ষেপ নিয়ে অসন্তোষ, ক্ষোভ। তৃতীয় দিনে বল পরিবর্তন নিয়ে আম্পায়ারের সঙ্গে অসৌজন্যতা প্রকাশের অভিযোগ।

প্রয়াত প্রাক্তনকে শ্রদ্ধা এবং ঋষভ-ইস্যুকে সামনে রেখে শুভমান পক্ষের শুভসূচনায় হেডিংলে জয়। লক্ষ্যটা পরিষ্কার ছিল ভারতের সামনে। প্রথম ঘণ্টা গুরুত্বপূর্ণ। নতুন বলে সবে ৬ ওভার খেলা হয়েছে। জসপ্রীত বুমরাহর নেতৃত্বে বোলাররা যার ফায়দা তুলতে মরিয়া থাকবে, চতুর্থ দিনের শেষে বলেছিলেন লোকেশ রাহুল।

যদিও প্রথম দুই সেশনে ডাকেট শোয়ে উলটো ছবি। তারকাদের ভিড়ে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপে ডাকেট অনেকটা 'খেটে খাওয়া' সদস্য। বল ছাড়ার বদলে মারতে বেশি পছন্দ করেন। প্রথম আধঘণ্টা বাদ দিয়ে বাকি সময়ে তারই প্রদর্শনী।

মাঝের সেশনে ডাকেটের বাজবলের বিচ্ছুরণে খেই হারাচ্ছিলেন বুমরাহও। অনায়াসে বুমরাহকে মাঠের চতুর্দিকে পাঠাচ্ছিলেন। ডাকেটের 'রান ডাকাতি'র ধাক্কায় ক্রমশ ফিকে দেখাচ্ছিল শচীন তেন্ডুলকার-সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়দের ২০০২ সালের হেডিংলে জয়ের পুনরাবৃত্তির লক্ষ্য। ঘুরপাক খাচ্ছিল ২০২২-এর গত সফরে বার্মিংহামে ৩৭৭ রানের পুঁজি নিয়ে জনি বেয়ারস্টো-রুটের জোড়া ধমাকায় ম্যাচ হারের স্মৃতি।

বোলিং ব্যর্থতা সঙ্গে বজায় থাকে ক্যাচ মিসের রোগ। লাঞ্চের ঠিক আগে নিজের বলে ক্রলির (৪২ রানের মাথায়) নীচু ক্যাচ হাতছাড়া করেন বুমরাহ। ফলো থ্রুতে দ্রুত ঝুঁকে পড়ে বলের কাছে পৌঁছেও তা ধরে রাখতে পারেননি। ডাকেটের (৯৭ রানে ছিলেন) ক্যাচ পেলেন যশস্বী জয়সওয়াল।

ক্ষোভে ফেটে পড়েন সিরাজ। প্রত্যাশিত। গোটা ম্যাচে যশস্বী চার-চারটা ক্যাচ ফেলে কার্যত সমীকরণ বদলে দেন।

রিভার্স সুইপে বেন ডাকেট। তুরীয় মেজাজে ব্যাট ঘোরালেন সারাদিন।

১৭ রানে আউট বৈভব সূর্যবংশী।

ব্যর্থ বৈভব-আয়ুষ
অনূর্ধ্ব-১৯ ভারত ৪৪৪

লাফবোরো, ২৪ জুন : ইংল্যান্ড সফরের শুরুটা ভালো হল না বৈভব সূর্যবংশী-আয়ুষ মাত্রের। ইংল্যান্ড ইয়ং লায়ন্সের বিরুদ্ধে আমন্ত্রণী ৫০ ওভারের ম্যাচে ওপেন করতে নেমে আয়ুষ আউট হলেন ১ রানে। বৈভব ১৭ রানে ফিরে যান। দলের দুই তারকার ব্যর্থতার পরও অনূর্ধ্ব-১৯ ভারত ৯ উইকেটে ৪৪৪ রান তুলেছে। ৯ নম্বরে নেমে হরবংশ পাঙ্গালিয়া ৫২ বলে ১০৩ রান করে অপরাজিত থেকে যান। তিনটি অর্ধশতরানের ইনিংস এসেছে লোয়ার অর্ডার থেকে। ৬ নম্বরে নামা রাহুল কুমার (৭৫), ৭ নম্বরে নেমে কণিষ্ক চৌহান (৭২) ও ৮ নম্বর ব্যাটার আরএস অম্বরিশ (৭২) – প্রত্যেকেই সফল হয়েছেন।

সেরা সার্না হাইস্কুল

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুন : রবিকান্ত হাইস্কুলের সহযোগিতায় প্রি-সুব্রত কাপের আলিপুরদুয়ার পশ্চিম কেন্দ্রের অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফোসকারডাঙ্গা সার্না আদিবাসী হাইস্কুল। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে নির্মলা গার্লস হাইস্কুলকে। গোলস্কোরার ঊষা খেরিয়া। অন্যদিকে ছেলেদের বিভাগে নেতাজি বিদ্যাপীঠ টাইব্রেকারে ২-০ গোলে পাঁচকোলগুড়ি প্রমোদিনী হাইস্কুলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

সুমনের ৫ গোল

তুফানগঞ্জ, ২৪ জুন : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগের উদ্বোধন হল মঙ্গলবার। প্রথম ম্যাচে যুবশ্রী সংঘ, রসিকবিল ৮-০ গোলে মর্নিং স্পোর্টস রিক্রিয়েশন ক্লাবকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে হ্যাটট্রিক সহ ৫ গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন সুমন বর্মন। হ্যাটট্রিক করেন রাকেশ বর্মনও। বুধবার মুখোমুখি হবে ধলপল সিনিয়ার ফুটবল একাদশ ও বলরামপুর একাদশ।

মর্নিংয়ের ড্র

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার মর্নিং বয়েজ ফুটবল অ্যাকাডেমি ও টাউন ক্লাবের ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। সূর্যনগর মাঠে গোল করেন মর্নিংয়ের আরিয়ান কুল্লু ও রাহুল ওরাওঁ। অন্যদিকে, টাউনের গোলস্কোরার সুজিত মুর্মু ও বিজয় সরকার।

এটিও-র ড্র

জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার জেওয়াইসিসি এবং মালবাজার এটিও-র ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। গোল করেন জেওয়াইসিসি-র দীপঙ্কর রায় এবং এটিও-র আমির হোসেন। ম্যাচের সেরা হয়েছেন মালবাজারের সরোজ রাই।

জুনিয়াররাই কলকাতা লিগে বাজি ডায়মন্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুন : গত কলকাতা লিগের ফল কী হবে জানা নেই। বিষয়টি পুরোটাই আদালতের বিচারাধীন। তবে সেইসব না ভেবে আসন্ন কলকাতা লিগকে পাখির চোখ করেছে ডায়মন্ড হারবার এফসি।

এবারের কলকাতা লিগে 'বি'-গ্রুপে রয়েছে ডায়মন্ড হারবার। মূলত অনভিজ্ঞ ফুটবলারদের নিয়েই দল গড়েছে তারা। এই দলে পরিচিত মুখদের মধ্যে সুপ্রিয় পণ্ডিত, সুব্রত সাঁতরা, দিলীপ ওরাওঁ, রাহুল পাসোয়ানদের দেখা যাবে। এছাড়াও গাংতে, মজিদ, আমজাদের মতো প্রতিভাবান ফুটবলাররাও রয়েছেন। কোচ দীপাঙ্কুর শর্মা।

সিনিয়ার দলের হেড কোচ কিবু ভিকুনা কলকাতা লিগে টিডির দায়িত্ব পালন করবেন। কলকাতা লিগে দলের প্রস্তুতি নিয়ে তিনি বলেছেন, 'এবারে আমাদের দলটা প্রায় নতুন। তার ওপর কলকাতা লিগে প্রতিটি প্রতিপক্ষই কঠিন। তবুও আশা করছি, আমরা ভালো ফল করব।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের এই দল থেকে কিছু ফুটবলারকে আই লিগের দলে নেওয়া হবে। কিছু ফুটবলার ডেভেলপমেন্ট লিগে খেলবে।' একই মত কোচ দীপাঙ্কুরও। পাশাপাশি কিবুর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বলেছেন, 'কিবুর কলকাতা লিগ ও আই লিগে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। উনি প্রতি মুহূর্তে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে দলকে সাহায্য করছেন।' দলের সহকারী কোচ অভিষেক দাস কলকাতা লিগকে জুনিয়ার ফুটবলারদের নিজেকে প্রমাণ করার মঞ্চ হিসেবে দেখছেন।

এবারে আমাদের দলটা প্রায় নতুন। তার ওপর কলকাতা লিগে প্রতিটি প্রতিপক্ষই কঠিন। তবুও আশা করছি, আমরা ভালো ফল করব।

কিবু ভিকুনা
ডায়মন্ড হারবারের টিডি

এবারের লিগে জায়েন্ট কিলার হিসেবে উঠে আসতে পারে কলকাতা পুলিশ। দলে সন্দীপ পাল, রাহুল মুর্মুর মতো পরিচিত মুখদের দেখা যাবে। কোচ বিজয় ঘোষের তত্ত্বাবধানে এবারও বড় দলগুলিকে চমক দিতে তৈরি তারা।

এদিকে, কলকাতা লিগে কালীঘাট মিলন সংঘের বাজি হতে চলেছে তাদের দলের বঙ্গসন্তানরা। দলে পরিচিত মুখদের মধ্যে বিবেক সিং, রাজেন ওরাওঁ, বিদ্যানন্দ সিংরা রয়েছেন। কোচের দায়িত্বে দেখা যাবে দীপঙ্কর বিশ্বাসকে। আপাতত সুপার সিক্সের যোগ্যতা অর্জন করাই লক্ষ্য তাদের। বুধবার তারা লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে বেহালা এসএসের বিরুদ্ধে খেলবে। ম্যাচ শুরু ৭.১৫ মিনিটে। তার আগে বিকাল ৫টা থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হবে। এবারের কলকাতা লিগের সব ম্যাচ এসএসইএন অ্যাপে সম্প্রচারিত হবে।

কলকাতা লিগের জন্য জার্সি প্রকাশ করল উয়াড়ি।

চ্যাম্পিয়ন কুচলিবাড়ি 'বি'

মেখলিগঞ্জ, ২৪ জুন : কুচলিবাড়ি ফুটবল ক্লাবের কনক রায় ট্রফি ফুটবলে টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হলো কুচলিবাড়ি এফসি 'বি' দল। মঙ্গলবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে ডাঙ্গারহাট এনএন ইয়ুথ একাদশকে হারিয়েছে। গোল করেন নিরঞ্জন রায়। ফাইনালের সেরা কুচলিবাড়ির রাহুল রায়। সেরা ডিফেন্ডার কুচলিবাড়ির রাজা অধিকারী। সর্বাধিক গোলস্কোরার ইয়ুথের দক্ষ রায় পোদ্দার।

ট্রফি নিয়ে কুচলিবাড়ি এফসি 'বি' দল। ছবি : দীপেন রায়

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন রফিক হোসেন। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

পুলিশ রিক্রিয়েশনের বড় জয়

কোচবিহার, ২৪ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগে মঙ্গলবার কোতোয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব ১৫-০ গোলে ভারতী সংঘ ও পাঠাগারকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে রফিক হোসেন হ্যাটট্রিক সহ আটটি গোল করেন। হ্যাটট্রিক করেন শুভাশিস রায়ও। জোড়া গোল রয়েছে প্রণয় থাপার। তাদের বাকি গোলস্কোরার নারায়ণ থাপা ও অতনু দাস। ম্যাচের সেরা রফিক। তিনি নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছেন।

সেরা হাতিমারি হাইস্কুল

মালদা, ২৪ জুন : মালদা সদর মহকুমা কেন্দ্রের অনূর্ধ্ব-১৭ সুব্রত কাপে চ্যাম্পিয়ন হল হাতিমারি হাইস্কুল। মঙ্গলবার মালদা শহরের বৃন্দাবনী ময়দানে ছেলে এবং মেয়েদের দুইটি বিভাগেই জয়ী হয়েছে হাতিমারি। ছেলেদের বিভাগে হাতিমারি হাইস্কুল ১-০ গোলে হারিয়েছে পোপরা হাইস্কুলকে। হাতিমারির মেয়েদের দলও একই ব্যবধানে মাধাইপুর এআর হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়।

বুধবার চাঁচল মহকুমার কেন্দ্রের খেলা রয়েছে। ওই কেন্দ্রের ছেলে ও মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন দল বৃহস্পতিবার চাঁচলে মালদা কেন্দ্রের চ্যাম্পিয়ন দলের মুখোমুখি হবে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

09.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 61K 27301 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি অসংখ্য বিজয়ী তৈরি করে আসছে এবং আমিও তাদের সাথে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করতে পেরে খুবই আনন্দিত বোধ করছি। আমি প্রথম পুরস্কারের এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ জিতেছি এবং সকলকে কোটিপতি হওয়ার এই অভাবনীয় সুযোগটি দেওয়ার জন্য আমার সমস্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা সুমিত কুমার সিং - কে
* বিজ্ঞাপনের তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জয়ী জনকল্যাণ ক্লাব

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন সাগর বর্মন। ছবি : প্রতাপ ঝা

জামালদহ, ২৪ জুন : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে মঙ্গলবার উছলপুকুরির জনকল্যাণ সত্যেন্দ্রনাথ ক্লাব ৩-২ গোলে হারিয়েছে মাথাভাঙ্গার জুনিয়ার দলকে। জনকল্যাণের গোলস্কোরার সাগর বর্মন, রবিজিৎ বর্মন ও মৃণাল অধিকারী। মাথাভাঙ্গার গোল করেন সমর বর্মন ও রাহুল হোসেন। ম্যাচের সেরা সাগর। বুধবার মুখোমুখি হবে গোপালপুর নবীন সংঘ ও রানিরহাট প্লেয়ার্স ইউনিট।